নতুন ধারাবাহিক
বিকল্পিত রাজারহাট
চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

সীমানা ছাড়িয়ে
চলুন ঘুরে আসি
রাজগির
ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা, ৮ আশ্বিন – ১৪ আশ্বিন, ১৪২২ ঃ ২৬ সেপ্টেম্বর – ২ অক্টোবর, ২০১৫ Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No. 48, 26 September - 2 October, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর ...

সাত দিন, সাত সকাল, সাত রং। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা রঙ ছড়িয়ে রেখে গেল। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে আমাদের এই নতুন বিভাগ দিনগুলি মোর। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : সত্যি সত্যি খুলে গেল নতুন ইতিহাস। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে উপস্থিত থেকে নেতাজি রহস্যের রাজ্য পর্ব উন্মোচন করে দিলেন। কেন্দ্রীয় পর্বটিও মুক্ত করার দাবি উঠেছে জনমানসে। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করে নিয়েছেন ১৯৪৫ সালের পরও নেতাজি জীবিত ছিলেন। তথ্য বলছে স্বাধীনতা পাওয়ার বহু বছর পরেও কংগ্রেস সরকারের চরেরা নজর রাখত বসু পরিবারের উপর। সারা দেশের মানুষ এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের জন্য চিরকাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনে রাখবে। এবার কাঁপতে শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্র জানিয়েছে সব দিক বিবেচনা করে তারাও নেতাজি সংক্রান্ত ফাইল প্রকাশের চিন্তা ভাবনা করছে। এটাই জয় মমতার।

রবিবার : এটাও হয়। চিকিৎসকের গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যু। কিন্তু তাই হল। কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের দুই চিকিৎসক বরখাস্ত হলেন চিকিৎসায় গাফিলতির দায়ে। মানুষের ভরসার ভিত এবার ভেঙে পড়বে কি?

সোমবার : চলে গেলেন জগমোহন ডালমিয়া। শুধু ক্রিকেট সংস্থার প্রশাসনিক দক্ষতায় যে বিশ্বের এক নম্বর হওয়া যায় দেখিয়েছিলেন তিনি আইসিসি–র প্রধান হয়ে। শুধু ভারতকে নয় উজ্জ্বল করে ছিলেন কলকাতাকে। সিএবির জীবনে কত ঝড় এসেছে। আমাদের ভরসা ছিল ডালমিয়া আছেন তো, সব সামলে দেবেন। সেই ভরসাটা চলে গেল। উত্তরসূরীরা কি পারবেন এই ভরসা জোগাতে!

মঙ্গলবার : চারিদিকে যেখানে কর্পোরেট কালচার, ভর্তুকি কমানোর প্রতিযোগিতা তখন সেই ফিকে হয়ে যাওয়া ভাবনা নাগরিক পরিষেবা রাষ্ট্রের দায়–কে খুঁচিয়ে দিলেন মমতা। সব সরকারি হাসপাতালে প্রায় সব শয্যাই বিনামূল্যে। এমনকি যাবতীয় পরীক্ষা–নিরীক্ষাও। তবে এই পরিকাঠামো নিয়ে অর্থ ও কেন্দ্রীয় চাপ সামলাতে পারবে তো সরকার।

বুধবার : শরীরে তেজস্ক্রিয় রশ্মি কতটা নিতে পারে তার জন্য রয়েছে বিধি। কিন্তু সে বিধির তোয়াক্কা না করে অ্যাটমিক এনার্জি রেগুলেটরি বোর্ডের কোপে নীলরতন হাসপাতাল ও কলকাতা মেডিকেল কলেজ।

বৃহস্পতিবার : পরিবেশ দূষণের দায়ে সরতেই হল ফোক্সভোগেনের সিইও মার্টিন উইন্টারকর্নকে। এ কাজ জার্মান সংস্থাই পারে। ভারতের দূষণে অভিযোগ জমা হয় কিন্তু সুরাহা হয় না।

শুক্রবার : ঈদের আগে মক্কায় পদপিষ্ট হয়ে বহু পুন্যার্থীদের মৃত্যু সারা পৃথিবীতে শোকের আবহ তৈরি করেছে। ফের কাঠগড়ায় ধর্মস্থানের কর্মকর্তারা।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

ফের আতঙ্ক জঙ্গলমহলে, টার্গেট নেতা–নেত্রীরা

কুনাল মালিক

গত ২১ সেপ্টেম্বর থেকে মাওবাদীদের প্রতিষ্ঠা সপ্তাহ শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর জঙ্গলমহলের তিন জেলা পশ্চিম মেদনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং কলকাতাকে কেন্দ্র করে মাওবাদীরা বড় নাশকতার ছক কষেছে। যে কোনও জায়গায় বড় কোনও দুর্ঘটনা কিংবা কোনও রাজনৈতিক নেতা নেত্রীর উপর হামলা করে মাওবাদীরা আবার প্রচারের আলোয় আসতে চাইছে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু ঘটনায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গোয়েন্দা দফতর জানতে পেরেছে মাওবাদীরা আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। গত মঙ্গলবার হাওড়ায় ফলকনামা এক্সপ্রেস থেকে তিনবস্তা বিস্ফোরক উদ্ধারের পর কেন্দ্র ও রাজ্য দফতরের গোয়েন্দারা আশঙ্কা করছেন এই মারাত্মক বিস্ফোরকগুলি অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে জঙ্গলমহলেই পাঠানো হচ্ছিল। এনআইএ সংস্থার দাবি বিস্ফোরকের মধ্যে শুধু সালফার নয়, পাইপের মধ্যে রয়েছে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ও পাওয়ার জেল। যা মূলত ডিরেকশনাল ল্যান্ডমাইন তৈরির কাজে লাগে।

গত ১৫ আগস্ট কলকাতার বউবাজার থানা এলাকার এক হোটেল থেকে পাঁচজন এলটিটিই জঙ্গি গ্রেফতার হবার পর দেশের একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা তদন্ত শুরু করেছে। ওই ঘটনাসূত্রে জানা যাচ্ছে ওই পাঁচ জঙ্গির সঙ্গে জঙ্গলমহলের মাওবাদীদের যোগাযোগ থাকতে পারে। কারণ প্রভাকরণের সময় থেকেই জঙ্গলমহলের মাওবাদীদের সঙ্গে এলটিটিই জঙ্গিদের সদ্ভাব ছিল। মৃত মাও নেতা কিষেণজিও এলটিটিইর কাছে জঙ্গি প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন বলে জানা যায়। সম্প্রতি পুরুলিয়ার বলরামপুরে বেশ কিছু গ্রামে মাওবাদী পোস্টার পুলিশের চোখে পড়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলপাহাড়ী এলাকাতেও মাওবাদীরা সক্রিয় আছে বলে গোয়েন্দা সূত্রে জানা যাচ্ছে।

চলছে প্রতিষ্ঠা সপ্তাহ

এমন দিন কী আবার ফিরে আসছে

গত ১৫ আগস্ট বলরামপুরে যে সমস্ত পোস্টার উদ্ধার হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে সাদা কাগজে লাল কালিতে লেখা কিছু শ্লোগান। 'টিএমসির দালালরা, হুঁশিয়ার, বাংলার বুকে এসেছি আবার', ' টিএমসির দালালরা হুঁশিয়ার, জঙ্গলমহল কাঁপবে আবার' লেখা পোস্টার দেখে গ্রামের মানুষদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। গোয়েন্দা সূত্রের খবর তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতের দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমত গড়তে মাও নেতারা গোপনে গ্রামে গ্রামে সভা শুরু করেছে। গত রবিবার থেকে সিআরপিএফ ও রাজ্য পুলিশ বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুরে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে। জঙ্গলমহলে রেলপথেও চলছে পুলিশি নজরদারী।

গড়িয়া নবপল্লিতে গুলি, ভাঙচুর

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : গড়িয়া স্টেশনের কাছে নবপল্লিতে গমকল উত্তর পাড়ায় ২০ তারিখ রবিবার রাত দুটো নাগাদ ইমারতি ব্যবসাকে কেন্দ্র করে চললো এলোপাথারি গুলি, লোহার রড ও শাবল দিয়ে বাড়ি ভাঙচুর। অভিযুক্ত মূল পান্ডা অতুল কুমার মাইতি ওরফে রবি। পুলিশ রেকর্ড বলছে গত বছর একটি খুনের অপরাধে জেল খাটতে হয় রবিকে। হাইকোর্ট থেকে জামিনে মুক্ত হয়ে ইট–বালি–পাথরের পুরোনো ব্যবসা শুরু করে দেয় সে। বাড়ির গায়ে অফিস করেছে রবি। আগে রবির পার্টনার ছিল চারজন। রবি জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর চারজন রবির ব্যবসা থেকে বেড়িয়ে আসে। এই চারজনের

মধ্যে একজন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সান্ধ্য বিভাগের বিটেক (সিভিল) চতুর্থ বর্ষের ছাত্র রাজু দে, বর্তমানে অটোচালক সঞ্জয় দত্ত, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি তপন দত্ত এবং ফেরিওয়ালা গৌতম মণ্ডল। এদের দাবি এরা পার্টনারশিপ ব্যবসা করার জন্য প্রত্যেকে ৫০ হাজার টাকা করে রবিকে দেয়। কোম্পানির নাম 'ওম এন্টারপ্রাইজ'। এরা সবাই তৃণমূলের সঙ্গে জড়িত বলে এলাকায় পরিচিত। ব্যবসায় লাভ হয় প্রায় ৬ লক্ষ টাকা। হিসাব নিয়ে গন্ডগোল বাধে রাজু ও অন্যান্যদের সঙ্গে। লাভের প্রাপ্য টাকা ফেরৎ চাইতেই শুরু হয় গন্ডগোল। এরপর রবি হুমকি দিতে শুরু করে রাজুদের। কয়েকমাস আগে রবির নামে সোনারপুর থানায় ডায়েরি করে রাজুরা এবং রবির স্ত্রীর বিউটি পার্লারে তালা ঝুলিয়ে দেয় সঞ্জয়রা। আক্রোশ চরমে ওঠে।

এরপর পাঁচের পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর সাধের হাসপাতাল জলে ভাসছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : নোংরা–আবর্জনায় পরিপূর্ণ নিকাশিনালা। মঙ্গলবার বিকেল থেকে টানা বৃষ্টিতে বুধবার মহকুমা

হাসপাতালের মূল গেটে জল জমে গিয়েছে। এমনকি জমা জল ঢুকে গিয়েছে হাসপাতালের ভেতরেও। ফলে হাসপাতাল চত্বরে আবর্জনার স্তূপ থেকে তৈরি হয়েছে নারকীয় পরিবেশ। পচা দুর্গন্ধ বেরনোয় রোগীর আত্মীয় থেকে চিকিৎসক ও নার্সরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এই পরিস্থিতি বেশ কয়েকদিন চলতে থাকলে রোগীদেরও সংক্রমণ ছড়াতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন হাসপাতালের চিকিৎসকেরা। দ্রুত হাসপাতাল চত্বরে জঞ্জাল সাফাই করার জন্য পিডব্লুডি ও কাকদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতিকে জানানো হয়েছে। পরিস্থিতির কথা স্বীকার করে নিয়েছেন মন্ত্রী তথা হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান মন্টুরাম পাখিরা।

কাকদ্বীপের বিবেকানন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের সুভাষনগরে অবস্থিত এই মহকুমা হাসপাতাল। এই হাসপাতালকে সুপার স্পেশালিটি হিসেবে ঘোষণা করেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাসপাতালের মূল ভবনের পাশে কয়েকমাস ধরে নতুন ভবনের কাজ চলছে। অভিযোগ, হাসপাতালের একেবারে সামনে, পাশে ও পিছনে নিকাশি খাল। আবার কোনও এক অজানা বোঝাপড়ায় এই নিকাশি নালাগুলো বুজিয়ে গজিয়ে উঠেছে একাধিক বেআইনি নির্মাণ। অন্যদিকে সারাবছর ড্রেনগুলো পরিষ্কার না হওয়ায় নোংরা–আবর্জনায় পরিপূর্ণ মুখ্যমন্ত্রীর সাধের হাসপাতাল চত্বর। প্রতিদিনের জঞ্জাল সাফাই না হওয়ায় যত্রতত্র পড়ে নোংরা–আবর্জনার স্তূপ। এক পশলা বৃষ্টিতেই হাঁটু সমান জল দাঁড়িয়ে যাচ্ছে হাসপাতাল চত্বরে। বৃষ্টির জমা জল বেরিয়ে যাবার পথও বন্ধ নোংরায়। প্রতিদিন কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা, নামখানা, সাগরদ্বীপ, লট নম্বর আট ও ঢোলাহাট এলাকা থেকে প্রায় পঁচিশ হাজারের বেশি সাধারণ মানুষ এই হাসপাতালে আসেন। রোগীর আত্মীয় মামনি সরদার, রুকসানা বিবি, অমল দাস ও মহিউদ্দিন শেখরা ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'এক পশলা বৃষ্টিতে হাসপাতাল চত্বরে হাঁটু সমান জল জমে গিয়েছে। সেই জমা জল মূল গেট দিয়ে হাসপাতালের ভেতর পর্যন্ত ঢুকে গিয়েছে। জল পেরিয়ে যাতায়াত করতে সমস্যা হচ্ছে। এমনকি হাসপাতাল চত্বরে জমা জলে নোংরা আবর্জনা পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। নাকে হাত ও রুমাল চাপা দিয়ে হাঁটাচলা করতে বাধ্য হচ্ছি। মনে হচ্ছে এবার রোগ ছড়াবে।'

এরপর পাঁচের পাতায়

নেতাজি ফাইল

ডজন ধন্ধে গবেষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার কলকাতা পুলিশ মিউজিয়ামে ঢাক ঢোল পিটিয়ে মুক্ত করে দেওয়া হল বহুদিন ধরে চেপে রাখা নেতাজি সংক্রান্ত গোপন ৬৪টি সরকারি ফাইল। সোমবার থেকে তা খুলে গেল সাধারণের জন্যেও। মুক্ত ফাইলের ডিজিটালাইজড সিডি (পিডিএফ ফরম্যাটে) তুলে দেওয়া হল সংবাদ মাধ্যম, গবেষক এবং বসু পরিবারের হাতে। এবার নিরীক্ষণের পালা। গবেষকরা এসব সিডি নিয়ে রাতদিন ব্যস্ত। একদিকে যেমন খোঁজা হচ্ছে ফাইলে বন্দি থাকা গুরুত্বপূর্ণ অপ্রকাশিত তথ্য তেমনই মিলিয়ে দেখা হচ্ছে ফাইলের সংখ্যা, সরকারি ফাইল নম্বরও। নেতাজি বিষয়ক গবেষকরা জানাচ্ছে এখানেই গোল বেধেছে। মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে যে ৬৪টি ফাইল প্রকাশ করা হয়েছে তার মধ্যে এমন ১২টি ফাইল রয়েছে যা আগে মুখার্জি কমিশনে পাঠানো হয়নি। আবার মুখার্জি কমিশনে পাঠানো ১২টি ফাইল এখনও প্রকাশ করাই হয়নি। স্বভাবতই প্রশ্ন জেগেছে ওই ১২টি ফাইল রেখে দেওয়া হল কেন? তাহলে তার মধ্যেই কি রয়েছে আরও গোপন তথ্য আর সরকারের বিড়ম্বনার সূত্র?

নতুন ১২	অপ্রকাশিত ১২
TP 502/III 1949	CP 893/47
TP 502/49 II 1949	PM 868/45
TP 502/V 1949	PM 872/46/M-2
TJ 706/48	PM 872/46/M-5
TP 502/VI	SM 514/40
TP502/49 I	SM 504/38
167Y-22	SK 506/39
606-39	SR 528/40
269-45	TM 567/41
606-39(A)	910/40(1)
1621-42	Review of 1941
Calcutta Police Security Control Weekly Survey (ফাইল নম্বর নেই)	Review of 1942

হঠাৎ চারদিক অন্ধকার–শুনশান সুড়ঙ্গ দিয়ে পালালো মেয়েরা

মেহেবুব গাজি : শুরু হল উদ্ধার কাজ। 'চেতনার' উদ্যোগে বিভিন্ন প্রান্তে তল্লাশি চলল। বিভিন্ন নিষিদ্ধ পল্লি থেকে দেহব্যবসার হোটেলে সব জায়গায় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মচারীরা কাস্টমার সেজে খোঁজ শুরু করল। দীর্ঘ কয়েকমাস কেটে যাওয়ার পর মেয়ের খোঁজ মিলল দিল্লির জিবি রোডের 'নিষিদ্ধ পল্লি'তে। সঙ্গে সঙ্গে খবর চলে এল কাকদ্বীপ 'চেতনা'তে। খবর আসা মাত্রই অ্যান্টি ট্রাফিকিং ম্যানেজিং কমিটির সুব্রতবাবু কাকদ্বীপ থানায় গিয়ে পুলিশের সঙ্গে পরামর্শ করেন। পরে কাকদ্বীপ থানা থেকে ফোর্স নিয়ে সুব্রতবাবু দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। দিল্লি গিয়ে জানতে পারেন ওই নিষিদ্ধ পল্লি কমলাগঞ্জ থানার অধীন। পরে ওই থানায় গিয়ে আলোচনা হয় যে সুব্রতবাবু নিজে কাস্টমার সেজে যাবেন আর পুলিশ গোটা মার্কেটে তল্লাশি চালাবে। শুরু হল অভিনয়ের পালা। টানা দুদিন কাটার পর দেখা মিলল পাচার হয়ে যাওয়া কিশোরীদের। যথারীতি পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় সুব্রতবাবু ও তার এক সহকর্মী ওই মার্কেটে গেলেন। মার্কেটের নাম ঋষি বঙ্কিম। দুজনে দুটি করে একটি পাঁচশ ও আরেকটি দুশোর লাইনের টিকিট কেটে দাঁড়িয়ে রইলেন লাইনে। চারিদিকে হাজারো কিশোরীর ভিড়। তারই মাঝে মধ্যবয়স্কা বেশ কিছু মহিলার ব্যস্ত উপস্থিতি। এরা মাসি নামে এলাকায় পরিচিত। এই মাসিরা লাইন ঠিক করে, আবার কখনও মেয়েদেরকে ঘর থেকে নিয়ে এসে বাইরে লাইনে দাঁড় করিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে মারধরও করে। এদের ভয়ে

কান্না ভেজা কাহিনী ২

থাকে এই মেয়েরা। আর থাকে এলাকার একজন পান্ডা। এই পান্ডার অধীনে থাকে বেশ কিছু মাঝবয়সী ছোকরা। বন্দুক, ছোরা এদের কাছে খুব সাধারণ জিনিস। যখন কোনও মেয়ে রাজি হয় না তখন এই ছোকরা গিয়ে চুল ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে মারধর করে, প্রাণের ভয় দেখায়। এমনকি করা হয় ধর্ষণ থেকে আরও জঘন্য পাশবিক অত্যাচার। এরই মাঝে সুব্রতবাবু ও তার এক সহকর্মী মার্কেটের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, দেখলেন ওখানাকার পরিবেশ। এমনই সময় ওই সহকর্মী লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা পাচার হয়ে যাওয়া কিশোরীকে দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। হঠাৎ করে আবেগ বশে ওই মেয়েটির কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বলেন, 'তোর কোনও চিন্তা নেই সুব্রতদা ও আমরা এসে গিয়েছি। তোকে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাব।'' সুব্রতবাবুকে ইশারা করে ডাকা হয় মেয়েটির কাছে, এর মধ্যে ঘটে গেল বিপত্তি। এক মাসি মেয়েটি ও ছেলেটির কথোপকথন শুনতে পায়। আর শোনামাত্রই ওই মাসি ছুটে এসে ছেলেটিকে ধরে আর বলে, ''ক্যায়া রে তু লেড়কি কে সাথ ক্যায়া বাতচিত চালা রাহা হে। তু হার দিন আতা হ্যায়'' আর তার সঙ্গে সুব্রতবাবুকে ধরে বলে ক্যায়া হ্যায়, কোন হ্যায় আপ, ইহা কিঁউ আয়া হ্যায়? হাজারও প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া হয় সুব্রতবাবুর দিকে। সুব্রতবাবু চোখ এদিক ওদিক ঘুরিয়ে নিয়ে বলেন, 'হাম দিল্লিকা হ্যায়, ইহা মস্তি করনে আয়া হুঁ'। মাসির হুমকি, 'তু দিল্লিকা নেহি হ্যায়, তু পুলিশ কা ভেড়ুয়া। সেলিম ইস কো ঠিকানা লাগা দে।' বলা মাত্র দিন চারজন যুবক সুব্রতবাবু ও তার সহকর্মীকে ঘিরে ধরে। কপালে ঠেকায় বন্দুক। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক অন্ধকার হয়ে যায়। চলল শূন্যে গুলি। সেইমাত্রই সুব্রতবাবু পকেটের ফোন থেকে স্পিড ডায়াল করে পুলিশকে জানিয়ে দেয়। গোটা মার্কেট পুলিশ ঘিরে ফেলে। ততক্ষণে ওই মাসি ও একটি ছেলে সুব্রতবাবুদের কব্জায়। কিন্তু চারিদিকে শূন্য। মুহূর্তের মধ্যে ফাঁকা শুনশান হয়ে যায় এলাকা। গোটা মার্কেটে কেউ নেই। জানা গেল, মার্কেট থেকে গোপন সুড়ঙ্গ ধরে পালিয়েছে সব মেয়েরা। অগত্যা তখন পুলিশ ওই মাসি ও ছেলেটিকে নিয়ে কমলাগঞ্জ থানায় আসে। ছেলেটির কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়। পরে সুব্রতবাবু ওই মার্কেট থেকে পাচার হয়ে যাওয়া কিশোরীকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা পুলিশকে জানান। পুলিশ ওই ছেলে ও মাসিকে জেরা শুরু করে।

এরপর পাঁচের পাতায়

ফের বিক্রেতার ভূমিকায় বিদেশিরা

ইউরোপের উথালপাতাল অর্থনীতিতে বেসামাল ভারত

শুদ্ধাশিস গুহ

২০১৫ টা কিছুতেই স্থিরতার সন্ধান দিচ্ছে না অর্থবাজারকে। এই তো গত সপ্তাহতেই মার্কেট সারা বিশ্বব্যাপী ইঙ্গিত দিচ্ছিল চিনা বিপদ কেটে গিয়েছে, এবার এগিয়ে চলো সামনের দিকে। অথচ সপ্তাহখানেক কাটতে না কাটতেই ফের ভয়াল কালো মেঘ এসে ঢেকে দিয়েছে তামাম অর্থবাজারের অগ্রগতি। কিন্তু কেন বারংবার এমন ঘটছে। মানে গড়ে ওঠার সময় হঠাৎ করে সব লন্ডভন্ড হয়ে যাচ্ছে। অনেকটা সেই বালির বাধের সমুদ্রের তোড়ে ক্ষণে ক্ষণে ভেঙে যাওয়ার মতো অবস্থা। তাহলে এই ঝড় থামবে কিভাবে? নাকি আরও অনেক কষ্ট অপেক্ষা করছে অর্থনীতির দুনিয়ার জন্য? মনে তো হচ্ছে এই শেয়ার ঝঞ্ঝা সহজে দাঁড়াবে না। বরং বাজারকে আরও বেশ খানিকটা ধরাশায়ী করে তবেই ক্ষান্ত হবে। এই তো ভারতীয় বাজারের কথাই ধরুন না কেন? এই কয়েকদিন আগে ক্রমাগত পতনের ধাক্কায় ভারতীয় নিফটি পৌঁছে গিয়েছিল সাড়ে সাত হাজারের ঘরে। সেইসময় অনুমান করা হচ্ছিল বাজার হয়তো আরও নিচে আসতে চলেছে। সেক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা যে সব ধারনা তুলে ধরছিলেন তাতে মনে হচ্ছিল ঘোরালো সঙ্কট ঘনীভূত হতে চলেছে বাজারে। এখান থেকে আবার চাকাটা উলটো দিকে ঘুরতে থাকে। অর্থাৎ যারা প্রচুর খারাপ সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন তারাও খানিকটা চুপ করে যান। এর আগে ৮৬০০–র কাছাকাছি জায়গা থেকে ভারতীয় নিফটি সূচক চলে এসেছিল হাজার পয়েন্ট নিচে। সেখান থেকে প্রায় ৫–৬ শো পয়েন্ট বেড়ে যখন একটা ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে তখন সব তালগোল পাকিয়ে গেল। বোঝা যাচ্ছে না এই সপ্তাহের শুরুর দিকে ইউরোপের বাজার কেন এতটা পড়তে শুরু করলো? নিশ্চয়ই কোনও বড় কারণ আছে যা পুরো আমেরিকা এবং ইউরোপকে চিন্তান্বিত করে তুলছে। আর এই বিশ্বায়নের ভরা বাজারে ভারতের বাজারে যতই ভালো উপাদান থাকুক না কেন। বিদেশিদের লাগাতার বিক্রির চাপ সে সামলাতে পারছে না।

মার্কিন দুনিয়ায় কি হচ্ছে না হচ্ছে তার প্রভাব অনেকসময় খুব গুরুতরভাবে প্রকট হয় ভারত এবং অন্যান্য দেশের শেয়ার বাজারে। আমেরিকা ছাড়াও ইউরোপ এবং এশিয়ার পুঁজিপতি দেশের নড়াচড়ার ওপরেও ভারতীয় আর্থিক বাজার কিছুসময় নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আসলে এর নাম বিশ্বায়ন। এতে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। এখন অর্থনীতির মোড়কে দুনিয়ার তামাম দেশ নিজেদের মধ্যে এক অদ্ভুত যোগসূত্র গড়ে তুলেছে। সেই নব্বইয়ের দশক থেকেই এই ধারা চলে আসছে। যার মধ্যে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গিয়েছে ভারতের নামও।

শেয়ার বাজার সবসময় সন্ধান করে কিছু উপাদানের, যা কখনও নেতিবাচক আবার কখনও বা ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে থাকে। কারণ খবর বা উপাদানের নিয়মিত যোগান ছাড়া বাজার এগোতে পারেনা কখনওই। এই উপাদান একাধারে মার্কিন মুলুক থেকে ইউরোপ–হয়ে নানাভাবে ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের উন্নতশীল মঞ্চে বড় প্রভাব ফেলে থাকে। তবে সবসময় এইসব বিদেশের খবরাখবরের দিকে ভারতীয় অর্থনীতি বা অর্থবাজার তাকিয়ে থাকেনা। সেখানে অনেকসময় জায়গা করে নেয় ভারতের কোনও গুরুত্বপূর্ণ সমাচার। এইরকম উদাহরণ আছে ভুরিভুরি। ভারতের নিফটি এবং সেনসেক্সের ওপর এর প্রভাব মারাত্মক আকারে ঘনীভূত হয়েছে বারংবার।

অর্থনীতি

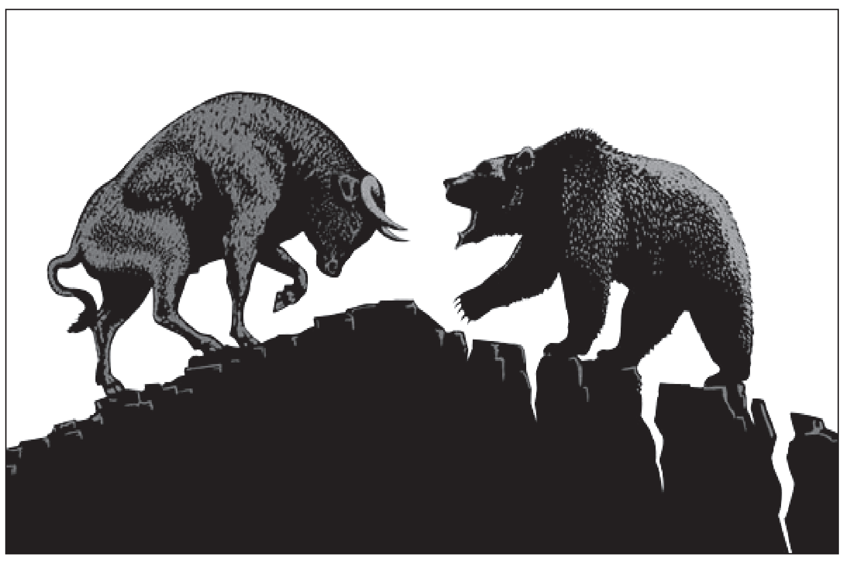

ভারতের যেসব বিষয় সরাসরি বাজারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বা প্রভাবিত করে থাকে তার মধ্যে প্রথমেই নজরে আসবে ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচন পর্ব। উল্লেখ সেবার দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় আসে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ, যাকে ইউপিএ–২ বলেই চিনে থাকেন ভারতবাসী। কেন্দ্রে যে স্থায়ীভাবে কোনও সরকার আসতে চলেছে তা বোঝা যাচ্ছিল ভোট গণনার এক–দুদিন আগে থেকেই। নিফটি এবং সেনসেক্স উভয়ই উর্দ্ধমুখ ধারণ করেছিল। তাও গণনার ঠিক প্রাক মুহূর্তে নিফটি দাঁড়িয়েছিল ৩৬০০–র কাছাকাছি। কেউ ভাবতেই পারেনি যে এখান থেকে বাজার পরেরদিন অর্থাৎ সোমবার বিশাল একটা উচ্চতায় গিয়ে পৌঁছাবে। সেই অবাস্তব ঘটনাই স্বপ্নের মতো বাজারে উত্তোলিত হয়। শনিবার গণনা শেষে দেখা যায় যাবতীয় অনিশ্চয়তা কাটিয়ে ফের মনমোহন সিং গঠন করতে চলেছেন দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার। তফাতের মধ্যে যাতে সামিল হতে চলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস। আগেরবারের জোটসঙ্গী সিপিএম তথা বামপন্থীরা পরমাণু ইস্যুকে (খায় না মাথায় মাখে কেউ জানে না) সামনে রেখে চলে যায় ইউপিএ–২–এর বৃত্তের বাইরে।

যদিও বামেদের এই বেরিয়ে যাওয়া শেয়ার বাজারকে খুশি করেছিল (তখনও বোঝা যায়নি বামেদের বদলে সমর্থক হিসেবে আবির্ভূত তৃণমূল বামেদের থেকেও গোড়া বা কট্টর বাম)। যাক মনমোহন সিংয়ের এই ফিরে আসার নেপথ্যে বাজার রীতিমতো চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ভারতীয় শেয়ার বাজারের ইতিহাসে রেকর্ড তৈরি করে সেদিন নিফটি এবং সেনসেক্স চলে যায় বিশাল এক উচ্চতায়। ভারতীয় বাজারে প্রথমবারের জন্য ডবল বাইং ফ্রিজ শব্দের উৎপত্তিও ঘটে একসঙ্গে। যে নিফটি আগের দিন ছিল ৩৬০০–র ঘরে তা চলে যায় ৪৭০০–র ঘরে। বলাইবাহুল্য এই প্রবল ইতিবাচক ভারতীয় উপাদানে সমৃদ্ধ খবরের জেরে একইসঙ্গে ভারতীয় শেয়ার বাজারের মন্দা বা রিশেসনের বন্ধাত্ব থেকেও মুক্তি পায়। উল্লেখ্য এর আগে পতনের ক্রমাগত ধাক্কায় ভারতীয় নিফটি চলে গিয়েছিল ২২০০ এবং সেনসেক্স আট হাজারের কাছে পিঠে। সেদিক থেকেও বলা চলে ভারতীয় বাজার রাহুমুক্ত হয় ওই বিশেষ ট্রেডিং–এর দিনে। কোনও বিদেশি খবরের জেরে নয় নিখাদ ভারতীয় ঘটনাবলী এভাবে বাজারকে চাঙ্গা করেছে এই উদাহরণ হয়তো খুব বেশি মিলবে না।

ভারতীয় বাজারের ওই ঐতিহাসিক দিনটির কাছাকাছি যদি রাখা যেতে পারে তাহলে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে গত বছরের মে মাসে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ–র নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা লাভ করা। মোদির এই বিশাল জয় ভারতের বাজারকে বিশাল রসদ দিয়েছে যার জের চলেছে অনেকদিন ধরেই। কিন্তু এই বছরের মাঝপর্ব থেকেই সেই মধুচন্দ্রিমা পর্ব সাঙ্গ হয়ে গিয়েছে। তার কুপ্রভাব যেভাবে জাঁকিয়ে বাড়ছে তাতে ভয়ভীত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এটাও ঠিক ভারতের বাজারকে এই খারাপ সময়ও ইমার্জিং অর্থনৈতিক বিশ্বের সেরা বলে আখ্যা দিচ্ছেন তাবড় পণ্ডিতরা। তাও যাতনা কিছুতেই যাওয়ার নয়। ভাবুন না যেসব লগ্নিকারী তাদের বিপুল অঙ্কের টাকা এই বাজারে বিনিয়োগ করেছেন ভালো লাভের আশায় মূলধন তুলতে তাদের কার্যত কালঘাম ছুটে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে ভারতের শেয়ার বাজার শুধু তো নয় বিশ্বের অর্থ বাজার চাপে রয়েছে।

গ্রিস, চিন নিয়ে সমস্যাগুলি বছরের একটা বড় সময়ে আলোচিত হয়েছে। সেই সময় ভারতের বাজার চাপে থাকলেও আমেরিকার অর্থনীতির অগ্রগতি অব্যাহত ছিল। সেদিক থেকেই ঝড় উঠে গিয়েছে। আর ব্যাপার হল ভারতের অর্থনীতি এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে আবারো পিছু হঠতে শুরু করেছে। যে উপাদানসমূহের কথা বলা হচ্ছিল তাতে উল্লেখ করা হয়েছিল কোন কোন সমস্যা বাজারকে অস্থির করে তোলে। তাতে যা উঠে আসছে তাতে ভারতের অভ্যন্তরীন বিপদের থেকেও বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে বাহ্যিক সমস্যা। অর্থাৎ আমেরিকা–ইউরোপ থেকে চালান হওয়া বিপদের বিষবাষ্প ভারতের অর্থনীতির আকাশকে তমসাচ্ছন্ন করে তুলেছে। অনেকে আবার বলছেন চিনের বিপদ এখনও নাকি পুরোপুরি কাটেনি। ফলে ঝঞ্ঝা অব্যাহত থেকেই যাচ্ছে। এমতাবস্থায় কি করতে হবে, আর কি করব না। এর জন্য একটা মোটামুটি একটা ছক কষে এগোলেই ভালো। যাতে হাজারো বাধা–বিপত্তিকে অচিরেই পাশ কাটানো যায়। এর জন্য এই সময় শেয়ার হাতে থাকার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল হাতে ক্যাশ বা টাকা মজুত থাকে। আর বাজারের প্রতিটা পতনের সঙ্গে সাযুশ্য রেখে অল্প অল্প করে ভালো স্টক কেনায় মনোনিবেশ করতে হবে। হতে পারে আপনার কেনা দামের চেয়ে সংশ্লিষ্ট শেয়ার অনেক নিচে চলে গেল। তাও চিন্তা না করে কেনাটা বজায় রাখতে হবে। পরবর্তীকালে এই নিচু বাজারে কেনা শেয়ার প্রচুর কাজে আসবে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৬ সেপ্টেম্বর – ২ অক্টোবর, ২০১৫

মেষ : মানসিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটবে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য লাভ করবেন। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যবসায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। সপ্তাহের শেষের দিক থেকে উন্নতির যোগ।

বৃষ : লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। সপ্তাহের শেষের দিক থেকে দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে বাধার মধ্য দিয়েও সফলতা পাবেন। গৃহ–ভূমি ও জমি–জমা সম্পর্কে আশানুরূপ ফল পাবেন না।

মিথুন : নতুন নতুন কাজের যোগাযোগ আসবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে সফলতা পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। আত্মীয়–স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে পারবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ থাকবে।

কর্কট : স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে মিশ্রফল পাবেন। গৃহভূমি ও যানবাহন সম্পর্কে শুভফল পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। কর্মস্থলে সাবধান ও সতর্ক থাকতে হবে।

সিংহ : পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজগুলিতে সাফল্য লাভ করবেন। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভফলের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন। রক্তের উচ্চ চাপ জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আয় যোগ ভালই আছে কিন্তু সঞ্চয়ে বাধা।

কন্যা : আপনার বুদ্ধির জোরে অসাধ্য সাধন করতে পারবেন। কিন্তু বুদ্ধির ভুল হতে পারে। ফলে আপনাকে খুব সতর্কে প্রতিটি কাজে পদার্পণ করতে হবে। অন্যের দায়িত্ব উপযাচক হয়ে নিতে যাবেন না। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন।

তুলা : কর্মস্থলে গোলযোগের সৃষ্টি হলেও সপ্তাহের শেষের দিক থেকে গোলযোগ হ্রাস পাবে। ক্রায়–বিক্রয় ব্যবসায় লাভ যোগ লক্ষিত হয়। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলুন।

বৃশ্চিক : আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন কতে পারবেন। গৃহভূমি ও যানবাহন সম্পর্কে শুভফল পাবেন। নূতন কোন ব্যবসা শুরু করতে পারনে। শরীর আগের তুলনায় ভালো থাকবে।

ধনু : আপনার ব্যক্তিত্বের জোরে আপনি সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। গৃহ ভূমি ও যানবাহন সম্পর্কিত বিষয়ের শুভ ফল পাবেন। বয়স্করা পায়ে বাত–বেদনায় কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় শুভ হবে।

মকর : স্নেহ–প্রীতির দিকে মন আকৃষ্ট হবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে সাফল্যের যোগ রয়েছে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভালো ফল পাবেন। কর্মস্থলে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। শরীরের প্রতি নজর রাখবেন।

কুম্ভ : আর্থিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যার সৃষ্টি হবে। পাকাশয়ের পীক্ষায় কষ্ট পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলি পরিকল্পনা অনুযায়ী করতে সফলতা পাবেন। লেখাপড়ায় ভালো ফল পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ রয়েছে।

মীন : শরীরের প্রতি যত্নবান হতে হবে। লেখাপড়ায় জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাবে। সাহিত্যিক বা শিল্পীদের পক্ষে সময়টি শুভদায়ক। মন ভীষণ চঞ্চল থাকবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে সফলতা পাবেন। বাধা থাকবে।

মেডিক্যাল সায়েন্সেসে ১১৬ নার্স

১১৬ জন নার্স নেবে ইম্ফলের রিজিওন্যাল ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস। নিয়োগ হবে স্টাফ নার্স পদে।

তফসিলি জাতি প্রার্থীদের জন্য ১৮টি, তফসিলি উপজাতিদের জন্য ৮টি এবং ওবিসিদের জন্য ৩১টি শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক। সঙ্গে জেনারেল

নার্সিং ও মিডওয়াইফারির ডিপ্লোমা। প্রার্থীকে কোনও স্টেট নার্সিং কাউন্সিলে 'এ গ্রেড' নার্স হিসেবে নথিভুক্ত হতে হবে।

বয়স : ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বয়সে তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৯,৩০০–৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,৬০০ টাকা।

দরখাস্ত করবেন এ–ফোর মাপের কাগজে নির্দিষ্ট বয়ানে।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন : * মোট ৫ কপি পাসপোর্ট মাপের ফটো। এর মধ্যে একটি কপি দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দিতে হবে। গেজেটেড অফিসার কর্তৃক প্রত্যায়িত দু'কপি ফটো দু'প্রস্থ অ্যাডমিট কার্ডের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন। দু'কপি ফটো দরখাস্তের সঙ্গে গেঁথে দেবেন। * ফি বাবদ Director RIMS Imphal–এর অনুকূলে ও ইম্ফলে প্রদেয় ২০০ টাকার (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৫০ টাকার) ব্যাঙ্ক ড্রাফট। * তফসিলি এবং ওবিসিদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল। * শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়সের সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল। * পূরণ করা দু'প্রস্থ অ্যাডমিট কার্ড।

দরখাস্তের বয়ান পাবেন এই ওয়েবসাইটে : www.rims.edu.in এই ওয়েবসাইটের রিক্রুটমেন্ট বারে ক্লিক করলেই অ্যাডমিট কার্ডসহ দরখাস্তের বয়ান পাওয়া যাবে। এটির প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন।

২৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ দরখাস্ত পৌঁছানো চাই এই ঠিকানায় : Director, Regional Institute of Medical Sciences, Imphal–795 004 (Manipur).

পশ্চিমবঙ্গ সরকারে ১৬৫

অডিট ও অ্যাকাউন্টস কর্মী

অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিস পদে ১৬৫ জন কর্মী নেমে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন 'ওয়েস্ট বেঙ্গল অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিস এক্সামিনেশন, ২০১৫'র মাধ্যমে।

শূন্যপদের বিন্যাস : মোট শূন্যপদ ১৬৫টি। এর মধ্যে ১০৫টি শূন্যপদ (সাধারণ ৩২, তপসিলি জাতি ৩১, তফসিলি উপজাতি ৮, বিসি–এ ১৭, বিসি–বি ৯, দৈহিক প্রতিবন্ধী৮) বর্তমানে রয়েছে এবং ৬০টি শূন্যপদ (সাধারণ ৩০, তফসিলি জাতি ১৩, তফসিলি উপজাতি ৪, বিসি–এ ৬, বিসি–বি ৫, দৈহিক প্রতিবন্ধী ২) বছরের শেষে সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা আবেদন করবেন না।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : কমার্স শাখায় স্নাতক। সঙ্গে ইনস্টিটিউট অব চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব ইন্ডিয়া অথবা ইনস্টিটিউট অব কস্টস অ্যান্ড ওয়ার্কস অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব ইন্ডিয়ার মেম্বারশিপ থাকতে হবে। বাংলা পড়তে, লিখতে ও বলতে জানতে হবে। নেপালিভাষীদের সংশ্লিষ্ট ভাষা জানতে হবে।

বয়স : ১–১–২০১৫ তারিখে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। অর্থাৎ ২–১–১৯৮৩ তারিখের আগে জন্মতারিখ হলে চলবে না। পশ্চিমবঙ্গ তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা ১৩ বছরের ছাড় পাবেন।

কাজের খবর

বেতনক্রম : ১৫,৬০০–৪২,০০০ টাকা। গ্রেড পে ৫,৪০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা।

প্রাথমিকভাবে প্রার্থী বাছাই করা হবে শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতার ভিত্তিতে। নির্বাচিত প্রার্থীদের লিখিত প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় ডাকা হবে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে অবজেকটিভ টাইপ। এতে সফল হলে দেওয়া যাবে মেন পরীক্ষা। তাতে সফল হলে থাকবে পার্সোন্যালিটি টেস্ট।

আবেদন করবেন শুধুমাত্র অনলাইনে। অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ৭ অক্টোবর (মধ্যরাত্রি ১২টা পর্যন্ত)।

অনলাইনে আবেদনের জন্য প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি ও মোবাইল নম্বর থাকতে হবে। অনলাইন আবেদন করবেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.pscwbonline.gov.in 'ওয়ান টাইম রেজিস্ট্রেশনে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। এই ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ডের সাহায্যে ড্যাশবোর্ডে 'অ্যাপ্লাই নাউ' লিঙ্কে ক্লিক করে লিঙ্কে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম পূরণ করতে হবে।

ফি বাবদ ২০০ টাকা ও সার্ভিস চার্জ বাবদ অতিরিক্ত ৫ টাকা লাগবে। অনলাইনে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৭ অক্টোবর (মধ্যরাত্রি ১২টা)। অফলাইনের ফি জমা দেওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে ডাউনলোড করা চালানের মাধ্যমে ফি বাবদ ২০০ টাকা ও সার্ভিস চার্জ বাবদ অতিরিক্ত ২০ টাকা নিকটবর্তী যে কোনও ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার শাখায় পরবর্তী কাজের দিন (বলা ১১টার পর থেকে) জমা করতে হবে। তফসিলি জাতি, উপজাতি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কোনও ফি লাগবে না। অনলাইনে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৮ অক্টোবর। খুঁটিনাটি তথ্যের প্রয়োজনে দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট অথবা ফোন করুন এই হেল্পলাইনে : (০৩৩)২৪৬৫–০৭৭৯, ২৪৬৬–০৫৬৪ (যে কোনও কাজের দিন সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে)।

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ বিতরণ নিগমে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার

গেট ২০১৬ পরীক্ষায় সফল হয়ে থাকতে হবে

৫০ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার নেমে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ বিতরণ নিগম। নিয়োগ হবে ইলেক্ট্রিক্যাল শাখায়। প্রার্থীকে গেট–২০১৬ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। এই নিয়োগের নোটিফিকেশন নম্বর MPP/201509.

শিক্ষাগত যোগ্যতা ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স (কম্বাইন্ড)–এ ৪ বছরের বিই বা বিটেক বা বিএসসি (ইঞ্জিনিয়ারিং) অথবা ফিজিক্সে বিএসসি, সঙ্গে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৩ বছরের বিটেক। সেইসঙ্গে প্রতিক্ষেত্রেই ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (ইই) বিষয়ে গেট পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে। ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে দরখাস্ত কতে পারনে।

বয়স ১–১–২০১৫ তারিখে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ এবং ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ১৫,৬০০–৩৯,১০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ৫,৪০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে গেট২০১৬ পরীক্ষার বৈধ স্কোরকার্ডের নম্বরের ভিত্তিতে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbsedcl.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থারকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ১৭ ডিসেম্বরের পর থেকে। উল্লেখ্য গেট–২০১৬ পরীক্ষার জন্য অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ১ অক্টোবর পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.gate.iisc.enet.in পরীক্ষা হবে ৩০ জানুয়ারি থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। গেট–এর জন্য অনলাইন দরখাস্ত করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ বিতরণ নিগমের জন্য অনলাইন দরখাস্তের সময় এই রেজিস্ট্রেশন নম্বরের প্রয়োজন হবে। মনে রাখবেন, গেট–২০১৬ পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড না পাওয়া পর্যন্ত দরখাস্ত করা যাবে না। অ্যাডমিট কার্ড ১৭ ডিসেম্বর থেকে ডাউনলোড করা যাবে। বিস্তারিত জানতে দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

পশ্চিমবঙ্গে ই এস আইয়ে মাল্টি টাস্কিং স্টাফ, আপার ডিভিশন ক্লার্ক ও স্টেনোগ্রাফার

মাল্টি টাস্কিং স্টাফ, আপার ডিভিশন ক্লার্ক ও স্টেনোগ্রাফার পদে কিছু কর্মী নেমে এম্প্লয়িজ স্টেট ইনশিওরেন্স কর্পোরেশনের পশ্চিমবঙ্গের রিজিওনাল অফিস। এটি কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম ও রোজগার দফতরের অধীনস্থ একটি সংস্তা। এটি দৈহিক প্রতিন্ধীদের জন্য বিশেষ নিয়োগ। শুধু দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীরাই আবেদন করবেন।

মাল্টি টাস্কিং স্টাফ : মোট শূন্যপদ ৭টি (দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিন্ধী ৩, শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ২, অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্দী ২)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। বয়স : ৩১–১০–২০১৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১,৮০০ টাকা।

আপার ডিভিশন ক্লার্ক : মোট শূন্যপদ ৩টি (দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্দী ২, শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক বা সমতুল। কম্পিউটারে ডেটা বেস–সংক্রান্ত কাজ জানা চাই। বয়স : ৩১–১০–২০১৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৪০০ টাকা।

স্টেনোগ্রাফার : মোট শূন্যপদ ১টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। কম্পিউটারের ডেটা বেস–সংক্রান্ত কাজ জানা চাই। ইংরেজি বা হিন্দিতে মিনিটে ৮০টি শব্দের গতিতে স্টেনোগ্রাফির দক্ষতা থাকা চাই। বয়স : ৩১–১০–২০১৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৪০০ টাকা।

তফসিলি প্রার্থীরা বয়সে অতিরিক্ত ৫ বছর এবং ওবিসি প্রার্থীরা বয়সে অতিরিক্ত ৩ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা ৩ বছর বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে স্টেনোগ্রাফি পদের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা, স্টেনোগ্রাফি টেস্ট ও কম্পিউটারে স্কিল টেস্টের মাধ্যমে, আপার ডিভিশন ক্লার্ক পদের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা ও কম্পিউটার স্কিল টেস্টের মাধ্যমে এবং মাল্টি টাস্কিং স্টাফ পদের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা।

দরখাস্ত করবেন এ–ফোর মাপের সাদা কাগজে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.csicwsibengal.org পূরণ করবেন নিজের হাতে লিখে। একের বেশি পদের জন্য আবেদন করতে চাইলে আলাদা দরখাস্ত করবেন।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

এক কবি পাসপোর্ট মাপের ফটো। এটি দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন।

যাবতীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট ও মার্কশিটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।

বয়সের প্রমাণপত্রে স্বপ্রত্যায়িত নকল।

কাস্ট সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। অ্যানেক্সার 'এ' ও 'বি' অনুসারে।

দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল। অ্যানেক্সার 'সি' অনুসারে।

ইএসআইসি এমপ্লয়ি বা সরকারি চাকুরিরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে অ্যানেক্সার ডি অনুসারে এজ–রিল্যাক্সেশন সার্টিফিকেটের কপি।

ডিফেন্সে চাকুরিরত প্রার্থীদের জন্য অ্যানেক্সার–ই অনুসারে সার্টিফিকেট।

দরখাস্ত ভরা খামের ওপরে লিখবেন : Special Recruitment Drive for filling up the posts under PWD category of (............) শূন্যস্থানে যে পদের জন্য আবেদন করছেন সেই পদের নাম লিখবেন। যাবতীয় নথিপত্র–সহ পূরণ করা দরখাস্ত ৩১ অক্টোবরের মধ্যে রেজিস্টার্ড বা স্পিড পোস্টে পৌঁছনো চাই এই ঠিকানায় : The Regional Director, ESI Corporation, Regional Office, Establishment Branch–I, Punchdeep Bhawan, 3/1, Grant Lane, Kolkata 700 012 লিখিত পরীক্ষা ও কম্পিউটার স্কিল টেস্টের ধরন, সিলেবাস বা অন্যান্য যে–কোনও খুঁটিনাটি প্রয়োজনে দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

লরির ধাক্কায় জখম ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : রবিবার সকালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি লরি তালদি বাসস্ট্যান্ডে একটি অটোকে ধাক্কা মারলে গুরুতর জখম হয় অটো চালক আমির সরদার। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থাকার তালদি বাসস্ট্যান্ডে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তালদি বাসস্ট্যান্ডে অটোতে তেল ভরছিল অটো চালক আমির সরদার। সেই সময় বারুইপুর থেকে একটি মাল ভর্তি অটো লরি আসছিল। হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরিটি অটো চালককে ধাক্কা মেরে একটি দোকানের বারান্দা ভেঙে ঢুকে যায়। জখম অটো চালককে প্রথমে ক্যানিং হাসপাতালে ও পরে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ লরিটি আটক করে। লরির চালক ও খালাসি পলাতক। পুলিশ জানান একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটোচালককে ধাক্কা মারলে জখম হয় অটোচালক। সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। লরিটি আটক করা হয়েছে। লরির চালক ও খালাসি পলাতক।

কয়েকশো বামকর্মী তৃণমূলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : রবিবার দুপুরে জয়নগর বিধানসভা কেন্দ্রের চৌভাঙ্গি এলাকায় সিপিএমের ৪০০ জন কর্মী সমর্থক এবং এসইউসিআই–এর ৪০০ জন কর্মী সমর্থক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলে তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, মগরাহাট পূর্ব কেন্দ্রের বিধায়ক নমিতা সাহা, জেলার সহ সভাপতি তৃণমূলের শক্তি মণ্ডল, জয়নগর কেন্দ্রের চেয়ারম্যান গৌড় সরকার প্রমুখ। এদিন চৌভাঙ্গি এলাকার শিবনাথ আচার্য স্কুল প্রাঙ্গন মাঠে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি রক্তদান উৎসব আয়োজন হয়।

পঞ্চায়েতে আগুন

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : বুধবার সকালে ক্যানিং থানার মাতলা–১ গ্রাম পঞ্চায়েতে আগুন দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকাবাসী। পুড়ে ছাই হয়ে যায় বহু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র। ক্ষতি হয় কয়েক লক্ষ টাকার সম্পত্তির। ঘটনাস্থলে আসেন মাতলা–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তপন সাহা, উপ–প্রধান মঞ্জু নাথ এবং পঞ্চায়েত সদস্যরা। বারুইপুর থেকে ২টি দমকলের ইঞ্জিন প্রায় ১ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ইলেকট্রিক সটসার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিক অনুমান।

বাসভাড়া কমানোর দাবিতে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডিজেলের দাম ইতিমধ্যেই প্রতি লিটার ১৫ টাকা কমেছে। বাস ভাড়া কমানোর দাবিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপে গত সোমবার দুপুর ১টার সময় বামুনের মোড়ে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করলো এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের কর্মীরা। এদিন দলের পক্ষ থেকে রাস্তায় মিছিল সংগঠিত হয় রামু সাউয়ের নেতৃত্বে। দলের দাবি ২০১৪ সালে ডিজেলের লিটার পিছু দাম ছিল ৬৩ টাকা ২২ পয়সা। তখন বাস ভাড়া বেশ কয়েক বার বাড়ানো হয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে ডিজেলের দাম ৪৮ টাকা ২৩ পয়সা। ২০১৪ সালের পর ১৪ টাকা ৯৯ পয়সা তেলের দাম কম থাকা সত্ত্বেও বাস ভাড়া কমানো হয়নি। এই অভিযোগে মিছিল, রাস্তা অবরোধ হয়। পরে স্থানীয় পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ উঠে যায়। এদিন এসউইসিআই দলের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়, অবিলম্বে বাসের ভাড়া প্রথম ৫ কিমিতে ৫ টাকা এবং পরবর্তী প্রতি স্টেজে ভাড়ার চেয়ে ২ টাকা করে কমাতে হবে। যাত্রীর স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়টি সরকারি ভাবে তদারকি করতে হবে, বাস চলাচলের অব্যবস্থা দূর করতে হবে, বেশি ভাড়ার বাসের পরিবর্তে সমস্ত রুটে সরকারি বাস বাড়াতে হবে।

দলের পক্ষ থেকে জানানো হয় এই দাবি রাজ্য সরকারকে চিঠি করে জানানা সত্ত্বেও কোনও ফল হয়নি। যার ফলে এই কর্মসূচি নিতে তারা বাধ্য হয়েছেন।

মা আসছেন ...

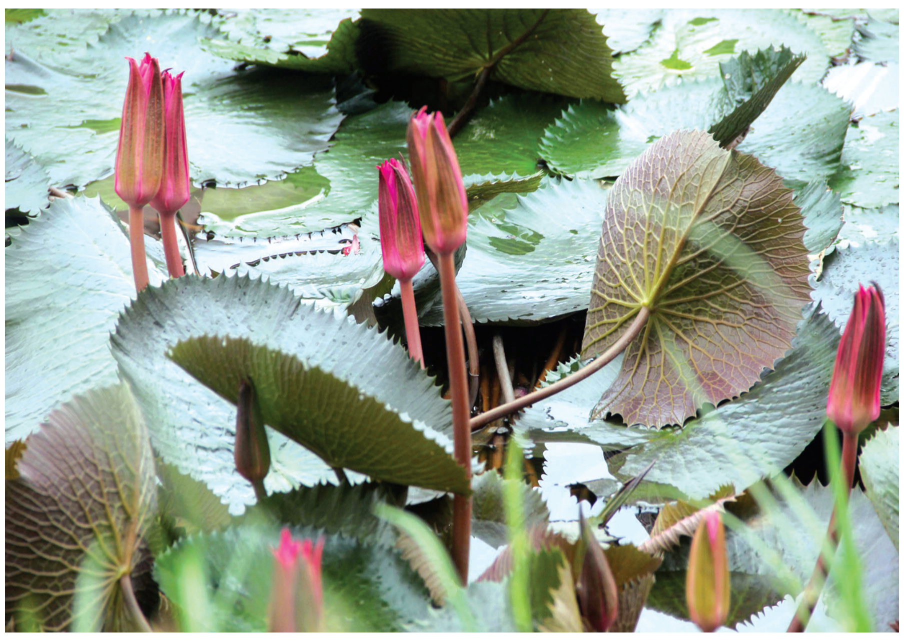

তাই তো বেড়ে ওঠা। বরণডালা সাজিয়ে শরৎ এসেছে। এবার শুরু হবে আগমনী। উৎসবে মেতে উঠতে একটু একটু করে বেড়ে উঠছি আমি। ছবি : অরুণ লোধ

দুষ্কৃতী আক্রমণে জখম ৩ তৃণমূলী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : শুক্রবার রাতে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতীর আক্রমণে জখম তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি শম্ভু নস্কর সহ কর্মী সুধন্য পাইক খলিল মোল্লা। ঘটনায় পুলিশ ১ জনকে গ্রেফতার করে। ধৃতের নাম ইদ্রিশ মোল্লা। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং থানার দাঁড়িয়া গগরামারি গ্রামে। রাজনৈতিক সূত্রে জানা গিয়েছে দাঁড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪ নম্বর গ্রাম এবং ক্যানিং–১ পঞ্চায়েত সমিতির তালাদির ৫ নম্বর সমিতি অঞ্চলে উপ–নির্বাচন হবে আগামী ৩ অক্টোবর। ফলে যত দিন এগিয়ে আসছে তত রাজনৈতিক হানাহানি বাড়ছে। দাঁড়িয়া পঞ্চায়েতের ১৪ নম্বর গ্রাম সভা আসনে সিপিএমের পঞ্চায়েত সদস্য শুভেন্দু সরদার এবং পঞ্চায়েত সমিতির ৫ নম্বর আসনে তৃণমূল সদস্য কিশলয় মণ্ডলের মৃত্যু হলে এই আসন দুটি শূন্য হয়। দাঁড়িয়া ১৪ নম্বর গ্রাম সভা আসনে বর্তমানে ভোটার সংখ্যা ১৬০০ জন এবং ৫ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি আসনে ভোটার সংখ্যা ৯,৮০০ জন। দাঁড়িয়া ১৪ নম্বর গ্রাম সভা আসনে উপ–নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী আফতার উদ্দিন মোল্লা, বিজেপির বুদ্ধদেব বৈদ্য, সিপিএমের আবুল কাসেম মোল্লা এবং নির্দল প্রার্থী তপন কুমার মণ্ডল। ৫ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির আসনে উপ–নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী অশোক হালদার, বিজেপির তপন মন্ডল, সিপিএমের তাপস মণ্ডল এবং কংগ্রেসের তপনকুমার রায়।

এদিন রাতে দাঁড়িয়া গগরামারি গ্রামে একটি বাড়িতে তৃণমূলের কর্মী বৈঠক হয়। বৈঠক শেষ হতে রাত হয়ে যায়। বৈঠক শেষ করে বাড়ি ফিরছিল তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি শম্ভু নস্কর সহ আরও ২ জন। হঠাৎই বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী লাঠি–সোটা নিয়ে চড়াও হয়। বেধড়ক মারধর করে। জখম তৃণমূল কর্মীদের ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের ভর্তি করা হয়েছে। অঞ্চল সভাপতি শম্ভু নস্করের অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা তাকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। ক্যানিং–১ ব্লক তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক তথা খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ সুশীল সরদার বলেন বিজেপি, সিপিএম, আরএসপি পরিকল্পিতভাবে এমন ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে এলাকায়।

থমকে ম্যাজিক পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৪ সেপ্টেম্বর বুড়ুল–বজবজ রুটে ম্যাজিক গাড়ি চালু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নানা কারণে তা সম্ভব হয়নি। গত ২৩ সেপ্টেম্বর বুড়ুল থেকে বজবজ ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনুষ্ঠানিকভাবে বুড়ুল থেকে দুটি রুটে বজবজ পর্যন্ত ম্যাজিক পরিষেবা চালু করলেও, তা কার্যত অটো চালকদের প্রতিবাদ আন্দোলনে মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যায়। অটো চালকরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। বিশালাক্ষীতলায় নোদাখালি থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে। প্রোগ্রেসিভ ম্যাজিক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কুতুবউদ্দিন মোল্লা বলেন, আবার আমরা সোমবার বৈঠকে বসছি। সরকারি পারমিট প্রাপ্ত রুটকে বন্ধ করা যাবে না। আশা করছি আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মিটে যাবে। আগামী মঙ্গলবার থেকে গাড়ি চলবে।

কুতুববাবু বলেন, চড়িয়ালে শেখ বাপীর উদ্যোগে অটোচালকরা বিক্ষোভ দেখিয়ে ম্যাজিক পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে। শেখ বাপী বলেন, কুতুব নিজের এলাকায় বিশালাক্ষীতলায় সমঝোতা করতে পারছে না, উল্টে আমাকে দোষারোপ করছে। তিনি আরও বলেন, চড়িয়াল রুটের অটো চালকদের সঙ্গে আলোচনা না করেই ম্যাজিক গাড়ি চালানোর চেষ্টা হয়, তাই অটো চালক বাধা দিয়েছে। বজবজ–২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় বলেন, সাতগাছিয়া বিধানসভা ও বজবজ বিধানসভা এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষরা পরিবহন সমস্যায় জর্জরিত। সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত রুটকে এভাবে বন্ধ করা যাবে না। খুব শীঘ্রই সমস্যা মিটে যাবে। নাহলে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হব আমরা।

খুনের অভিযোগে বাবা গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : শারীরিক সম্পর্কে বাধা দেওয়ায় বিবাহিত মেয়েকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ উঠল খোদ বাবার বিরুদ্ধে। পুলিশ জানিয়েছে মৃতার নাম মামনি জানা (২০)। গত ১৯ সেপ্টেম্বর শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে সাগর থানার মনসা দ্বীপ খাসমহল এলাকায়। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত বাবা তপন সাতরা ও মা পলাতক। স্বামী বরুণ জানার অভিযোগের ভিত্তিতে তপন সাঁতরার বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও খুনের মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এদিন সকালে ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে এলাকার বাসিন্দারা অভিযুক্তের বাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়। খবর পেয়ে সাগর থানার ওসি অরিন্দম ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী এলাকায় পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অভিযুক্তের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

তৃণমূলের সাগর বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা জানান, ‘অভিযুক্ত তপন সাঁতরা আমাদের দলের কেউ নয়। ঘটনাটি নিন্দনীয় ও কুরুচিকর। আইন আইনের পথে চলবে। দ্রুত পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করুক।’ জেলার এক পুলিশ কর্তা জানান, ‘ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর বধূর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। আপাতত অভিযুক্তের খোঁজ চলছে। অবিলম্বে গ্রেফতার করা হবে।’

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের চেক প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় অতি বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ১৬০ কোটি টাকার চেক তুলে দিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন ও কৃষি দফতর। শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলপি ব্লক থেকে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চেক বিলির সূচনা করলেন কুলপির কুলপির বিডিও বলেন ‘‘মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই চেক বিলি শুরু হল প্রথম কুলপি ব্লকে। তিনি আরও বলেন কৃষকদের সময় অসময়ে আমরা সব সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে থাকব।’’

কুলপির সহকারি সভাপতি বলেন ‘‘রাজ্য সরকারের মোট ১৬০ কোটি টাকার মধ্যে কুলপির ৬টি ব্লকের মধ্যে মোট ৬ কোটি টাকা দেওয়া হবে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের। আজকের পর থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্যান্য ব্লক গুলিতে এই চেক বিলি করা হবে।’’

বিডিও বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুলপির যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রাকেশ গুপ্তা, কুলপি পঞ্চায়েত সমিতির সহকারি সভাপতি প্রদ্যুৎ মণ্ডল ও কৃষি কর্মাধ্যক্ষ অনুপ সাহা।

পুজোর আগেই টান রান্নার গ্যাসে

মলয় সুর : পুজোকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরই নিয়ম করে চাহিদা বাড়ে রান্নার সিলিন্ডারের। গ্যাস ‘বুকিং’ করে দিনের পর দিন অপেক্ষা করেও মেলে না সিলিন্ডার। এবারও সেই একই অবস্থা হয়েছে বাঙালির। কোথাও কোথাও গ্যাস বুকিংয়ের ২ মাস কেটে যাচ্ছে। আবার কোথাও মাস পেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হাপিত্যেস করে বসে থেকেও দেখা মিলছে না সিলিন্ডারের ডেলিভারি ম্যানের। ফলে গভীর সংকটে পড়েছে বঙ্গের হেঁসেল। বর্তমানে কাঠ, কয়লার পাট প্রায় উঠেই গিয়েছে। তেল সংস্থার কর্তারা বলছেন, এ দেশে এলপিজি আমদানি করা হয় যে বন্দরগুলি থেকে তার মধ্যে গুজরাত, মুম্বই, ম্যাঙ্গালোর ও বিশাখাপত্তনম। হলদিয়া হয়ে এলপিজি পশ্চিমবঙ্গে আসে ঠিকই, কিন্তু বিশাখাপত্তনম বা ভাইজাগের ভূমিকাও এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশাখাপত্তনম বন্দরে এলপিজি গ্যাস খালাসের সাময়িকভাবে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। এটাই কলকাতাসহপাশ্ববর্তী মফঃস্বল শহরে এখন যে গ্যাস সংকট চলছে তার অন্যতম কারণ। তবে গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটররাও এর সঙ্গে অনেকগুলি অভিযোগকে জুড়ে দিয়েছেন। প্রথম তিন বছর আগে ও রাজ্যে যতগুলি ডিস্ট্রিবিউটরশিপ ছিল, তার সংখ্যা এখন প্রায় আড়াইশো গুণ বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু রাজ্যের যে কেন্দ্রগুলিতে সিলিন্ডার ভরতি করা হয় সেখানে পরিকাঠামোগত কোনও উন্নতি হয়নি। এই চাহিদার সংকট সেই একই পরিকাঠামোয় কী করে মোকাবিলা করা সম্ভব তা কিছুতেই বুঝে পাচ্ছেন না ডিলাররা। দ্বিতীয়ত তাঁরা গ্যাস ডেলিভারির ‘ব্যাক লগ’ এর থাকার জন্য দায়ী করেছেন বর্তমান বুকিং ব্যবস্থাকেই। ডিলারদের বক্তব্য, আগে গ্যাসের বুকিং বাতিলের নিয়ন্ত্রণ তাঁদের হাতে অনেকটাই থাকত। গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী ডেলিভারি দেওয়া যেত।

এখন নয়া পদ্ধতিতে ‘ক্যাশমেমো’ ক্যানসেল করা সহজ হলেও বুকিং ক্যানসেল করাটা কঠিন হয়ে যায় জানাচ্ছেন ডিলাররা। ফলে বিপুল চাহিদার যোগান দিতে হিমশিম খেতে হয় তাঁদের। সরকার বছরে ১২টি সিলিন্ডার বরাদ্দ করেছেন গ্রাহকের। এদিকে ডিলারদের অভিজ্ঞতা বলছে অর্ধেকেরও বেশি বাড়িতে বছরে ছটির বেশি সিলিন্ডারের প্রয়োজনই হয় না। সেক্ষেত্রে গ্যাস বুক কলে তাঁরা ডেলিভারি দিতে বাধ্য। সেই সিলিন্ডার নিয়ে গ্রাহক কী করছেন তা ‘মনিটর’ করার কেউ নেই। তৃতীয়ত, এই সমস্যার জন্য অনেকেই দায়ী করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামীণ এলপিজি উদ্যোগকে।

গ্রামে গ্রামে গ্যাসের জোগান বাড়াতে কেন্দ্রীয় সরকার রাজীব গান্ধি গ্রামীণ এলপিজি বিতরণ নামে যে প্রকল্প চালু করেছে সেখানে সিলিন্ডার ডেলিভারি দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। গ্রাহককে দোকানে এসে সিলিন্ডার নিয়ে যেতে হয়। সেই ব্যক্তি সিলিন্ডার নিয়ে গিয়ে কোন কাজে তা লাগাচ্ছে তা তদারকি করার কেউ নেই। শহর লাগোয়া গ্রামগুলি থেকে সিলিন্ডার শহরে চলে আসছে অসাধু উদ্দেশ্যে। তাই পুজো সহ একের পর এক উৎসবে কর্মী সমস্যা তৈরি হয়। তেমনই গাড়ীতে লোড–আনলোড প্রক্রিয়াতে ও গোলমাল তৈরি হয়। এদিকে ডেলিভারি ম্যানরাও উৎসবে ছুটি নিলে সমস্যা আরও গুরুতর হয়।

বন্ধ বারুদ কারখানায় সবুজায়ন শুরু

অভীক মিত্র : চিনপাই বন্ধ বারুদ কারখানায় গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন শুরু করতে চলেছে বীরভূম জেলার বন দফতর। চিনপাই বারুদ কারখানা ‘ইস্টার্ন এক্সপ্লোসিভ অ্যান্ড কেমিক্যাল–এর জন্য ২৫০ জন স্বেচ্ছায় জমি দিয়েছিলেন। ১৯৮৬ সালে উৎপাদন শুরু হবার পর ১৯৯০ সালে রুগ্ন ঘোষিত হয়। ১২৬২ একর জায়গা নিয়ে তৈরি হয়েছিল চিনপাই বারুদ কারখানা। ১৯৯৮ সাল থেকে কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই বন দফতর সেখানে সবুজায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। নিঃসন্দেহে এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ। ৮০০ একর জমির মধ্যে ১০০ একর জায়গায় ৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বনসৃজন শুরু হয়েছে। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গাছগুলির পরিচর্যা করা হবে। ৮০০ একর জায়গা ৩০ বছরের জন্য লিজ নিয়েছে বন দফতর। জেলা আধিকারী সন্তোষ জি আর জানান, আপাতত ১০–১৫ একর জমিতে বনসৃজন খুব ভালোভাবেই করা সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে, পরিত্যক্ত কয়লা খাদান রাজগ্রাম, গোপালপুর এলাকায় বনসৃজন করে বনদফতর বলে জানা গিয়েছে।

মহানগরে

মামরাজ আগরওয়াল ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে প্রতিবারের মতো এবারেও রাজ্যের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হল। রাজভবনে অনুষ্ঠিত এই মেধা পুরস্কারের আসরে মহাদেবী বিড়লা শিশু বিহার বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী শ্রেষ্ঠা ঘোষের হাতে মানপত্র এবং সম্মান প্রদান করছেন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠি। পুরস্কার মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। নিজস্ব চিত্র

মহিলাদের পুজোতে দান–খয়রাত

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা পুরসভার কেন্দ্রীয় পুরভবনের আনাচে–কানাচে কান পাতলেই শোনা যাবে অর্থের অভাবে নগরবাসীর প্রয়োজনীয় একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ হয় শুরুই করা যায়নি, নয় তো কাজ শুরু হয়ে ধিকধিক করে চলছে। অথচ এ শহরের বারোয়ারি ‘মহিলা পরিচালিত পুজো কমিটি’র নামে দান–খয়রাতি থমকাচ্ছে না। কলকাতা পুর এলাকার সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত দুর্গা পুজো কমিটিকে ১০,০০০ টাকা সরকারি অনুদান দেওয়া হবে। গত ২২ সেপ্টেম্বর পুর–অধিবেশনে ‘শহরী রোজগার যোজনা’ বিষয়ে এক প্রস্তাবের জবাবী বক্তব্য রাখতে গিয়ে মহানাগরিক ঘোষণা করেন, পুরসভার পক্ষ থেকে এ শহরের সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত সমস্ত পুজো কমিটিকে ১০,০০০ টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই যে পুরসভা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাও মহানাগরিক জানিয়েছেন। এদিকে পুরসভার এ সিদ্ধান্তে শহরে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। পুরসভার কোষাগারের হাল তলানিতে। ফলস্বরূপ, শহরের প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। তখন বারোয়ারি মহিলা পরিচালিত পুজো কমিটির নামে হাজার হাজার টাকার দান–খয়রাতি কেন? শহরের মহিলা পরিচালিত পুজোই বা কী কী বিষয় দেখে, কিভাবে বাছাই হবে তা নিয়ে ধন্দের সৃষ্টি। মহানাগরিক কেবল ঘোষণা করেছেন, শহরের যতগুলি সর্বজনীন মহিলা পরিচালিত পুজো হবে অর্থ সাহায্য করবে কলকাতা পুরসভা। শহরের কোথায় কতগুলি মহিলা পরিচালিত দুর্গাপুজো হয়, তার তালিকা স্থানীয় থানায় খবর নিয়ে কলকাতা পুলিশ তৈরি করে পুরসভাকে জানাবে। সেইমতো পুরসভা পুজো কমিটির হাতে টাকা তুলে নেবে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পালন করতে গিয়ে মহা বিপাকে পড়েছে পুর আধিকারিকরা। শহরের মহিলা পরিচালিত বারোয়ারি পুজো আর এর বাইরে মহিলা পরিচালিত আবাসনের পুজো। ফলে কারা অনুদান পাবে, আর কারা পাবে না। সেটা বিচার করা দুরূহ।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা, ২৬ সেপ্টেম্বর – ২ অক্টোবর, ২০১৫

এত দ্বিধা কেন?

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক অবিস্মরণীয় চরিত্র। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তিনি ভারতবাসীর কাছে একজন গর্বিত দেশনায়ক। তাঁর অন্তর্ধান, মৃত্যু, বিবাহ ইত্যাদি নিয়ে যে সংশয় ৬৮ বছর ধরে রাজনৈতিক নেতা তথা সাধারণ মানুষকে কষ্ট দিচ্ছে তা অন্য কোনও দেশে হলে হয়তো সম্ভব হত না। এই যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করে বাংলার সাহসী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি কিছুটা লাঘব করেছেন। হয়তো এখনও অনেক পদক্ষেপ বাকি। কিন্তু শুরু করাটাই আসল কাজ। কথায় আছে 'বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?' এ নিয়েই যত দ্বিধা দ্বন্দ্ব মমতা কিন্তু সেই ঘণ্টাটি ইতিমধ্যে বেঁধে দিয়েছেন। ফলে যারা এতদিন ছাগল ছানার মতো এই গোপন ফাইলের তথ্য নিয়ে সাধারণ মানুষকে ভুল বুঝিয়ে চলেছেন তাদের এখন অশনি সংকেত।

কিন্তু কেন এত সংশয়? নেতাজি ফাইল প্রকাশ করলে নাকি পররাষ্ট্র সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্থ হবে। জনগণ নাকি আইন শৃঙ্খলা অবনতির মধ্যে পড়বে। এই জুজু দেখিয়ে কত দিন চেপে রাখা যাবে সরকারি তথ্য? একদিন না একদিন প্রকাশ করতেই হবে তা যতই বেদনাদায়ক হোক না কেন। মমতা তাঁর উদ্যোগের মাধ্যমে এটা অন্তত পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, এক সময় ভারতের অবিসম্বাদিত নেতা ও দেশনায়ক সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রতি যে অবিচার এবং প্রতারণা হয়েছে তার শেষ দেখতে দেশবাসী এখন উদগ্রীব হয়ে আছে। তিনি এ কথা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন অতীতে যারা দেশ ভাগ ও স্বাধীনতার নামে ক্ষমতা হস্তান্তরে নিজেদের ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে পাপের কালিমায় নিজেদের কলঙ্কিত করেছে তাদের পাপ বর্তমান প্রজন্ম আর বইতে চায় না।

১০ বছরের কংগ্রেস সাশিত ইউপিএ সরকারের অবসান ঘটিয়ে জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন নিয়ে যারা আজ ভারতবর্ষের ক্ষমতায় আসীন তারা তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে এই কু–কর্মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার লোভ দেখিয়ে ছিলেন। আজ তবে কেন পিছিয়ে আসা? নেতাজি ফাইল প্রকাশের মতো একটি পবিত্র কর্ম যা সম্ভবত শতাব্দীর সেরা প্রতারণা বলে চিহ্নিত তাকে উন্মোচন করা যাদের কর্তব্য বলে মনে হয়েছিল তারা তখতে বসে কেন পাল্টে গেলেন তা মানুষ জানতে চায়। এর জন্য কী কোনও আন্তর্জাতিক চাপ, নিজেদের কোন্দল দায়ী? যদি তাই হয়, তবে জনগণের দাবি আগামী দিনে আরও বলিষ্ঠ ও জোরদার হতে চলেছে। ইতিমধ্যে উত্তরপ্রদেশ সরকার আদালতের নির্দেশে এক সাধু বলে পরিচিত ব্যক্তি নানা জিনিসপত্র সংরক্ষণ করতে নির্দেশ দিয়েছে। চলছে তদন্ত গবেষকদের বিশ্বাস এই সাধুই আমাদের অতি কাছের সেই দেশনায়ক নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু। একদিন যদি এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তা হলে আজকের প্রজন্ম কাউকেই ছেড়ে কথা বলবে না। কোনও ইতিহাসকে কোনও কালে চেপে রাখা যায়নি, যাবে না। ধীরে ধীরে মানুষের কৌতুহল, আবেগ, ক্ষোভ বাড়বেই। এর উত্তর এরপর দিতে পারা যাবে তো?

অমৃত কথা

কলকাতার কোনো বিখ্যাত ধনী পরমহংসদেবকে দর্শন করতে এসে নানারকম কূটতর্ক আরম্ভ করেন। পরমহংসদেব তদুত্তরে বললেন, 'বৃথা তর্কে লাভ কি? সরল ভাবে ভগবানকে ডেকে যাও, তা হলে তোমার নিজের কাজ হবে।' কথাগুলো সেই দাম্ভিক লোকটির মনোমতো না হওয়ায় তিনি বললেন, 'আপনি কি সব জানতে পেরেছেন?' পরমহসদেব অতি বিনীত ভাবে হাত জোড় করে তাঁকে বললেন, আমি কিছুই জানতে

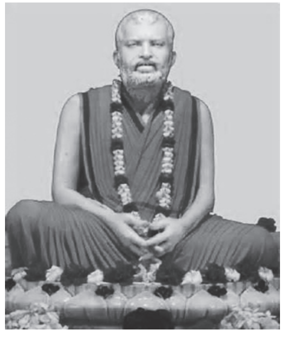

পারিনি সত্য কিন্তু ঝাঁটা নিজে অপবিত্র হলেও যে স্থান ঝাঁট দেয়, সে স্থানকে পবিত্র করে।'

তাঁর কৃপা একজনের ওপর বেশি আর একজনের ওপর কম, সে কি? ঘোড়াটাও টা আর সরাটাও টা, বিভূরূপে তিনি সকলকার ভেতর সমান আছেন। আমার ভেতর যেমন, পিঁপড়েটার ভেতরও তেমনি, কিন্তু শক্তিরূপে প্রভেদ। এমন লোক আছে যে একলা একশো লোককে হারাতে পারে। লোকে কেশব সেনকে অতো মান্য করতো কেন?

শ্রীমতী রাধা যখন সহস্র ধারা কলসী নিয়ে গেলেন, তখন একবিন্দুও জল পড়েনি দেখে সকলে 'এমন সতী আর হবে না' বলে প্রশংসা করতে লাগলো। তখন শ্রীমতী রাধা বললেন, 'তোমরা আমার জয় কেন বল? বল শ্রীকৃষ্ণের জয়, জয় শ্রীকৃষ্ণের জয়।'

অহল্যা বলেছিলেন, 'হে রাম! যদি শূকর যোনিতে জন্ম হয়, সেও স্বীকার; কিন্তু যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি থাকে, আর আমি কিছুই চাই না।'

রাজবাড়িতে ভিক্ষে করতে গিয়ে যে লাউ, কুমড়ো প্রভৃতি তুচ্ছ জিনিস চায় সে অতি নির্বোধ। রাজাধিরাজ ভগবানের দ্বারস্থ হয়ে জ্ঞান, ভক্তি ইত্যাদি রত্ন প্রার্থনা না করে অষ্টসিদ্ধাই প্রভৃতি তুচ্ছ বস্তুর নিমিত্ত যে প্রার্থনা করে, যেমন–ডাকাতেরা ডাকাতি করবার আগে কালী পুজো করে জয় মা কালী বলে হুঙ্কার দেয়! সে কত বড় নির্বোধ।

বাবুর কাছে অনেকেই এসে নানারকম কামনা করে, কিন্তু যদি কেউ এসে কিছু না চায়, কেবল ভালোবাসে বলে বাবুকে দেখতে আসে, তা হলে বাবুরও ভালোবাসা তার ওপর পড়ে। যেমন প্রহল্লাদের ঈশ্বরের প্রতি শুদ্ধ নিষ্কাম ভালোবাসা।

শ্রীমতী যতো শ্রীকৃষ্ণের কাছাকাছি হচ্ছেন, ততই কৃষ্ণের দেহের গন্ধ পাচ্ছিলেন। ঈশ্বরেরকাছে যতই যাওয়া যায়, ততই তাঁতে ভাব ভক্তি হয়।

ফেসবুক বার্তা

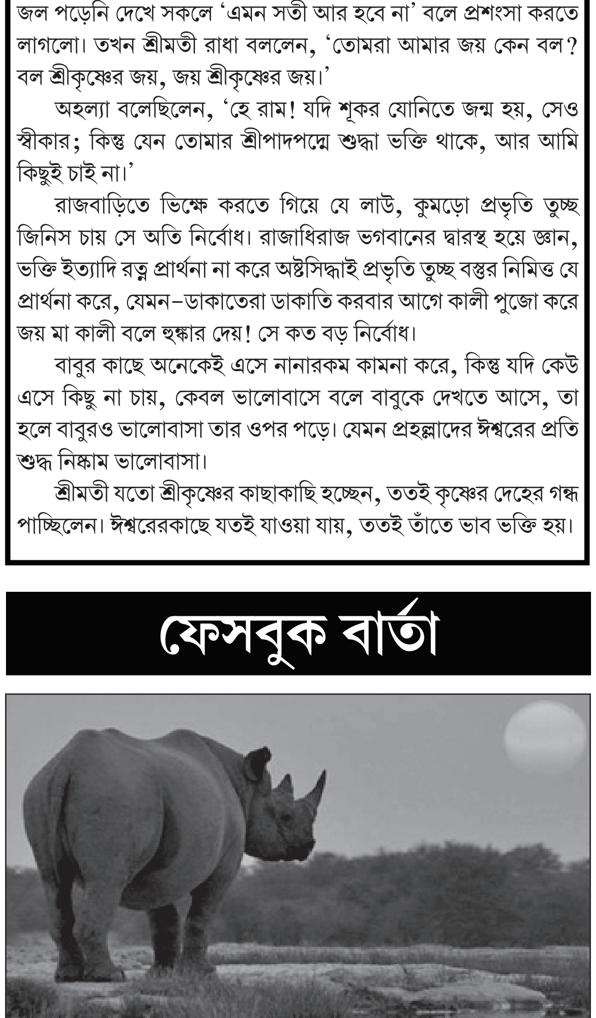

সন্ধ্যের অপেক্ষায় গন্ডার। বিশ্ব গন্ডার দিবসে এমনই এক চিত্র ধরা পড়ল আমাদের ফেসবুকে। ইদানিং ফেসবুক সহ সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রায় প্রতিদিনই উঠে আসছে জীবজন্তু নিয়ে নানা ছবি ও প্রতিবেদন যা কমেন্টস এবং লাইকে ছুঁয়ে যাচ্ছে মানুষের হৃদয়। বোঝা যাচ্ছে অন্যান্য জীবের প্রতি মানুষের ভালোবাসা বাড়ছে।

ক্যাগের রিপোর্ট : উপনগরীর দুর্নীতি স্বজনপোষণ

বিকল্পিত রাজারহাট পর্ব ৮

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজারহাট নিউটাউন প্রকল্প নির্মাণ হয়ে বিপুল অর্থ নয়ছয় হয়েছে, তা কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের রিপোর্টে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৯৯ সালে হিডকোর চেয়ারম্যান তথা আবাসন মন্ত্রী গৌতম দেব বলেছিলেন ৩.০৮৭ হেক্টার এলাকায় উপনগরী গড়তে খরচ হবে ৭৪.২৯৫.৭০ মিলিয়ন টাকা। ২০০৭ সালে ক্যাগের performance review রিপোর্ট সমালোচনা করে বলা হয় হিডকো গত দু–তিন বছর ধরে নিউটাউন প্রকল্প নির্মাণের জন্য পরিকল্পনার কথা বলে আসছে। কিন্তু নিউটাউন পুরনগরী নির্মাণে কোনও পরিকল্পনা রূপায়িত করতে পারে নি। নিউটাউন শহরে তথ্য প্রযুক্তি কেন্দ্র আবাসন জল–বিদ্যুৎ–রাস্তাঘাট সহ নগরায়নের জন্য স্ট্র্যাটেজিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হিডকো ব্যর্থ হয়েছিল। স্বাভবিকভাবেই নিউটাউন উপগনরী গড়ে উঠেছে পরিকল্পনাহীন ভাবে তৎকালীন বাম সরকারের খেয়াল খুশি মতো জমি চুরি আবাসন নির্মাণ হয়েছে। গৌতম দেব, রবীন মণ্ডলরা এই সমালোচনাকে নস্যাৎ করতে পারবে না।

ক্যাগের রিপোর্টে দেখানো হয়েছে ৭০৮.৬৫ হেক্টর জমি চাষিদের কাছ থেকে বাজার দরের চেয়ে সস্তায় ক্রয় করতে বাধ্য করা হয়েছে। তারফলে গরিব চাষির ৫০৩.৪ মিলিয়ন অর্থ ক্ষতি হয়েছে। তিন মৌজার ৭১২.৯৪ হেক্টর জমি ৩ থেকে ১৭৪% বাজার দরের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণ আইনকে উপেক্ষা করে হিডকো কর্তৃপক্ষের ইন্ধনে খেয়ালখুশি মতো দামে জমি বিক্রি হয়েছে। হিডকো জমি অধিগ্রহণের স্বার্থে যে ক্ষতিপূরণের হিসাব দিয়েছে তাতে যে ব্যাপক গরমিল হয়েছে তা ক্যাগের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ৮৩% জমির মালিককে চিহ্নিত করা যায়নি যারা ক্ষতিপূরণ বাবদ আর্থিক সাহায্য লাভ করেছে। ক্যাগের ভাষায় জমিহারাদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের গায়ের জোরে বিতাড়িত করেছে। "Land was acquired either below prevailing rates or above market rutes without any detailed justification. Moreover rehabili-tation and resettlement program was dragged along without cor-rcern for the land owners."

২০০৯ সালে ক্যাগ বাণিজ্যিক হিসাব করে হিডকোর কাজকর্মের ওপর। জমি বিক্রি এবং জমি উন্নতি এই দুই ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেনের হিসাবে ব্যাপক দুর্নীতি জালিয়াতি ধরা পড়ে। ক্যাগের রিপোর্ট অনুযায়ী ৭.৮৮ বিলিয়ন অর্থ এই দুই বাণিজ্যিক খরচাখরচে ক্ষতি হয়েছে। যা সমগ্র প্রকল্পে ১১%। ৫০৮.৭৯ একর জমির ক্ষেত্রে হিডকোর ক্ষতি হয়েছে ৩.৭১৭.৫০ মিলিয়ন টাকা। বেঙ্গল ইউনিটেককে জলের দরে জমি বিক্রির জন্য রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ ৪৯৬.১০ মিলিয়ন। ডিএলএফ ম্যাগন্যাস বেঙ্গল প্রাইভেট লিমিটেড নামক সংস্থাকে জমি বিক্রির ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বের হল রাজারহাট–নিউটাউন প্রকল্প তৈরির সময় সর্বহারার 'চোখের মণি' বামফ্রন্ট সরকার সমাজের আর্থিকভাবে দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য অথবা নিম্ন আয়ের জনগণের পূর্ণবাসনে স্বার্থে কতটা অর্থ খরচ করেছে? ক্যাগের রিপোর্টে নিম্ন আয়ের জনগণের জন্য যে অর্থ খরচা খরচের হিসাব দেওয়া হয়েছিল সেক্ষেত্রে বিপুল ভুয়ো নাম যুক্ত

কৃষক খেত মজুরের জমি দখল করে তৎকালীন বাম সরকার ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, উচ্চবিত্ত শ্রেণি, এবং যারা সরকারের চাটুকার তথা তাদের আত্মীয় স্বজনদের কৃষকের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া জমি প্রসাদ হিসাবে বিলি করেছিল। ক্যাগের সদস্যরা জমিবন্টন সংক্রান্ত কাগজপত্র ফাইল স্ক্রুটিনি করে দেখেছে সরকারি কোটার নামে কিভাবে হিডকো কর্তৃপক্ষ দুর্নীতি ও স্বজন পোষণ করেছে। হিডকোর চেয়ারম্যানের দুটি কোটা ছিল। ২০০৮–৯ সালে চেয়ারম্যানের কোটায় ৩,৬৩০টি আবেদন পত্র জমা পড়ে। ২০০৯ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ২৯২ টি জমির প্লট বিলি হয়। যার মধ্যে ১৭২টি প্লট বিলির ক্ষেত্রে বেনিয়ম হয়েছে বলে ক্যাগের অভিমত।

অভিযোগের সত্যতাকে স্বীকার করে নিয়েছে ক্যাগ। বেঙ্গল অম্বুজার ক্ষেত্রে ৩ লক্ষ ৬০ টাকা প্রতি কাঠা জমি বিক্রি করা হয়। যেখানে হিডকো একটি জায়গায় জমির দাম নির্ধারণ করেছিল ৭ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা প্রতি কাঠা। কাঠা প্রতি সরকারের ক্ষতি হয় ৪ লক্ষ ৬ হাজার টাকা। টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসকে একইভাবে হিডকোর জমি বিক্রি করতে গিয়ে ১,২৪৮.৭০ মিলিয়ন আর্থিক ক্ষতি হয়। হিডকো নিজে ৮,৫৭৩ জন জমি বিক্রেতাকে জমি সস্তায় বিক্রি করে ১,৭৯৪.৭০ মিলিয়ন অর্থ ক্ষতি হয়। প্রশ্ন করা হয়েছে বলে অভিযোগ জমা পড়েছে।

জমির মূল্য নীতির ক্ষেত্রেও হিডকোর ব্যাপক বেনিয়ম হয়েছে বলে ক্যাগ একাধিকবার প্রশ্ন তুলেছে। কিন্তু হিডকোর তৎকালনী চেয়ারম্যান এবং রাজ্য সরকারের আবাসন দফতর এই প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করেনি। কলকাতা হাইকোর্টে যে রিট পিটিশন জমা পড়েছিল ১৯৯৯ সালে (আপিল নং ৩৮৭৯) আদালতে আবেদনকারীদের বক্তব্য ছিল জনগণের উদ্দেশ্যে (Public Purpose) যে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ অসত্য বিবৃতি। সাত্রাগাছির মতন এলাকায় জমির দাম ছিল সেই সময় ২ লক্ষ টাকা প্রতি কাঠা কিন্তু চাষিকে সরকার ৬ হাজার টাকা প্রতি কাঠা জমি বিক্রি করে। জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার কোনও প্রকার নটিফিকেশন ছাড়াই বলপ্রয়োগ করে জমি দখল করেছে। ঘটনাচক্রে কোনও পরিকল্পনা ছাড়াই কৃষি জমি দখল করে। তৎকালীন বাম সরকার এই অভিযোগের কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি।

কৃষক খেত মজুরের জমি দখল করে তৎকালীন বাম সরকার ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, উচ্চবিত্ত শ্রেণি, এবং যারা সরকারের চাটুকার তথা তাদের আত্মীয় স্বজনদের কৃষকের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া জমি প্রসাদ হিসাবে বিলি করেছিল। ক্যাগের সদস্যরা জমিবন্টন সংক্রান্ত কাগজপত্র ফাইল স্ক্রুটিনি করে দেখেছে সরকারি কোটার নামে কিভাবে হিডকো কর্তৃপক্ষ দুর্নীতি ও স্বজন পোষণ করেছে। হিডকোর চেয়ারম্যানের দুটি কোটা ছিল। ২০০৮–৯ সালে চেয়ারম্যানের কোটায় ৩,৬৩০টি আবেদন পত্র জমা পড়ে। ২০০৯ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ২৯২ টি জমির প্লট বিলি হয়। যার মধ্যে ১৭২টি প্লট বিলির ক্ষেত্রে বেনিয়ম হয়েছে বলে ক্যাগের অভিমত। যাদের মধ্যে ৬ জন প্লট ক্রয়ের জন্য কোনও প্রকার সরকারি কাগজপত্র জমা দেয়নি। অথচ তাদের নামে জমি বিক্রি হয়েছে। ৯০ জন কোনও ক্যাটাগরিতে জমি পেয়েছে সে সম্পর্কে হিডকোর কাছ থেকে কোনও সদুত্তর পাওয়া যায় নি। অবাক করার বিষয় ১৭২ জন প্লট প্রাপকদের মধ্যে ১৬৭ জন জমি ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেয় নি। কিন্তু চেয়ারম্যানের স্বেচ্ছাধীন কোটায় এই ১৬৭ জন জমির আবেদনকারীরা জমির প্লট পেয়েছে। অন্যদিকে ৯৫ জন আবেদনকারী বৈধ কাগজপত্র জমা দেওয়া সত্ত্বেও তাদের প্লট বন্টন থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এই আবেদনকারীদের আবেদনপত্র কেন বাতিল করা হয়েছে চার যৌক্তিকতার লিখিত বক্তব্য জানতে পারেনি। কার্যত প্রাক্তন আবাসন মন্ত্রীর অঙ্গুলি হেলনে সেই সময় হিডকোর পদস্থ আমলারা রাজারহাট নিউটাউন উপনগরী নির্মাণের নামে স্বজন–পোষণ দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করেছিল এই সংস্থাকে। হিডকোর চেয়ারম্যান 'কোটা'কে কাজে লাগিয়ে আবাসন মন্ত্রী ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করেছিলেন। গৌতম দেবের বিরোধী সিপিএমের কতিপয় কমরেডরা এই দানছত্রের ফল পায় নি। আগেই লেখা হয়েছে আবাসনমন্ত্রী দুধরনের চেয়ারম্যান কোটা হিডকোর জমি প্লট বন্টনের ক্ষেত্রে নির্ধারণ করেছিল। দ্বিতীয় ধরনের কোটার বিশেষ কোটা হিসাবে চিহ্নিত করে ৩০০টি প্লট বিলির বন্দোবস্ত করা হয়। ক্যাগ তার রিপোর্টে এই ধরনের কোটা ব্যবস্থাটা যে সম্পূর্ণভাবে অগণতান্ত্রিক ছিল তার সমালোচনা করে। ক্যাগের রিপোর্টে লেখা আছে, 'জনগণের সম্পত্তি' এই প্লটগুলি বন্টনের আগে জনস্বার্থে নোটিশ দিয়ে সর্বসাধারণের ক্রয়ের জন্য সুযোগ সুবিধা দেওয়ার দরকার ছিল। কিন্তু হিডকো কর্তৃকক্ষ এই 'গাইডলাইন' মানেনি। যা পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাব এবং কায়েমি স্বার্থের পরিচয়। এই বিশেষ কোটায় ৭২ জন সরকারি অফিসার আমলাদের প্লট বন্টন করা হয়। এই বন্টনের স্বপক্ষে কোনও সরকারি কাগজপত্র হিডকো দেখাতে পারে নি। এই প্লট প্রাপকদের মধ্যে কারা ছিল? হিডকো দুই ডাইরেক্টর যারা নিজেরাই নিজেদের নাম সুপারিশ করেছিল। আবাসন মন্ত্রী, লরির চালক প্রমুখরা। অথচ মন্ত্রীর স্ত্রীর নামে কলকাতায় নিজস্ব বাড়ি রয়েছে। সরকারি চাকুরির নিয়ম অনুযায়ী উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার কখনোই নিজের নাম নিজে সুপারিশ করতে পারে না। প্লট প্রাপক এবং ডাইরেক্টর প্লট পেয়েই তা লাভজনক দরে বিক্রি করে দেয়। ইহা অসততা ও সরকারি অপরাধেযোগ্য হলেও সেই ডাইরেক্টরের কোনও শাস্তি হয় নি।

ক্যাগের ২০১০ সালের রিপোর্টে বলা হয় যে ২০০৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত নিউ টাউন নির্মানের জন্য ৭৪২৯.৫০ কোটি টাকা খরচের আনুমানিক হিসাব দেওয়া হয়েছিল। বাস্তবে দেখা যায় ৯৮৮.২০ কোটি টাকা অপচয় করেছে হিডকো কর্তৃপক্ষ। ক্যাগ তাঁর রিপোর্টে রাজারহাট নিউটাউন উপনগরী নির্মাণের ক্ষেত্রে আবাসন মন্ত্রী গৌতম দেব এবং তার পদলেহক আমলা অফিসারদের জমি অধিগ্রহণ থেকে বন্টন, উপনগরায়নের নামে বিপুল অর্থের নয়–ছয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে অনুসন্ধানের বার্তা দেয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় রাজ্যে বর্তমান তৃণমূল সরকার রাজারহাট–নিউটাউন–উপনগরী প্রকল্পের বিপুল অর্থের দুর্নীতি নিয়ে প্রাক্তন আবাসন মন্ত্রী পদস্থ অফিসার ডাইরেক্টরের বিরুদ্ধে ক্যাগের সুপারিশ নিয়ে মাথাব্যথা নেই। থাকবেই বা কি করে?

২০১১ সালের নির্বাচনের পর নব্য তৃণমূলের বেনো জলে আসল তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা ব্যাকফুটে। এতারাই তো দলের কেষ্ট–বিষ্টু। আর পদলেহক আমলারা বাম পা লেহন ছেড়ে ডান পা লেহনে ব্যস্ত। সরকার পরিবর্তনে তারাও প্রোমোশন পোস্ট অথবা চাকুরি চলে যাবার পর সরকারি অধীনস্থ দফতরের পরামর্শদাতার চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে। অতএব বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে? ছিঁচকে চোর চুরি ধরা পড়লে তাঁর ভাগ্যে গণপিটুনি জোটে। আর এদেশের পুকুর চোরেরা পায় চুরির প্রসাদ এবং সরকারের আলিঙ্গন। আজব দেশের আজব আইন।

তৃণমূলের শুদ্ধিকরণ — কতটা আন্তরিক

নির্মল গোস্বামী

একজনের কানের কাছে রাতদিন ভালো হও, সৎ হও, হাজার বার বললেই কি মানুষ ভালো হয় বা সৎ হয়? ভাল বা সৎ হওয়ার প্রক্রিয়াটা যদি তাই হতো তাহলে ক্যাসেট শুনিয়ে দিলেই আমরা হাজার হাজার তরুণ তরুণী ছাত্র যুবককে পেতাম সারা সকলেই ভাল হতো, সৎ হতো। অতি দ্রুত আমাদের রাজনীতির জগত, আমাদের শিক্ষাক্ষেত্র, আমাদের কর্ম সংস্কৃতি, আমাদের অন্যের প্রতি সহানুভূতি বা সহমর্মিতা, নারীর প্রতি শ্রদ্ধাসম্ভ্রম আমাদের চিকিৎসা ক্ষেত্র, আমাদের পুলিশ প্রশাসন আমাদের বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলোর চেনা ছবি সব পালটে যেতো। এক মাসের মধ্যেই কত কোটি যুবক যুবতীকে সাউন্ড থেরাপি দিয়ে সৎ আদর্শবান করে গড়ে তোলা যেতো।

তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই চার বছরে প্রতিটা সভায় তার দলের কর্মীদের ভালো হওয়ার বার্তা শুনিয়েছেন। তবুও দলের কর্মী সমর্থকে কিছুতেই কাবু করা যাচ্ছে না। সেই সিন্ডিকেট রাজ। সেই গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব মারামারি। সেই কলেজে কলেজে হাঙ্গামা। তৃণমূল দলের সঙ্গে জড়িত লোকজন কখনও খুনের দায়ে ধরা পড়ছে, সমিতির সদস্য, কখন সোনা চালানকারী হিসাবে ধরা পড়ছে, কখনও চোরাই চন্দনকাঠ সমেত ধরা পড়ছে। এমএলএ–র ছেলে লোহা চুরির দায়ে দোষী সাব্যস্ত হচ্ছে। এসব ছাড়া এলাকায় এলাকায় মদ, সাট্টা, জুয়ার সঙ্গে জড়িত বা তোলা আদায়কারী কর্মীর সংখ্যা অগণ্য। এলাকার বোমা বন্দুক পিস্তল কার্তুজের আড়ত গড়ে তুলেছে এমন তৃণমূল নেতাও পুলিশের জালে ধরা পড়েছে। সামনে ভোট কয়েকটা পুরসভা এবং সর্বোপরি ২০১৬ –র বিধানসভা নির্বাচন দোরগোড়ায় এসে গিয়েছে। নেত্রী একটু চিন্তিত এই সব কর্মীদের নিয়ে। যতই উন্নয়নের বার্তা দিক এগুলোকে জনগণ সহ্য করবে না তা তিনি ভালোভাবেই জানেন। তাই সৎ কর্মী তৈরির লক্ষ্যে তিনি কর্মশালা করবেন বলে স্থির করেছেন। এই প্রসঙ্গে এই নিবন্ধের অবতারণা।

প্রথমেই বলি যে এটা শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্যা নয়। সব রাজনৈতিক দলেরই এই সমস্যা প্রকট হয় যখন দল ক্ষমতায় থাকে। এখন বাংলার মসনদে যেহেতু তৃণমূল কংগ্রেস তাই সেই দলের সমস্যাটাই মানুষের চোখে পড়ছে। যাই হোক, প্রথম প্রশ্ন হল যে দলের যে কর্মীরা উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করছে, তোলাবাজি করছে, গুণ্ডামি করছে, সিন্ডিকেটের হয়ে মারামারি করছে তারা কেউ কিন্তু নেত্রীর কথায় এসব করছে না। অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছে বলে করছে না। তাহলে বারণ করলেই বা শুনবে কেন? এই সব কুকর্ম করার বাতাবরণ রাজ্যে আছে বলেই তারা করছে। এবং রাজনীতির আশ্রয় নেওয়ার ফলে অনেকটা নিশ্চিন্তে থাকা যায় বলে সমাজবিরোধীরা রাজনীতির ছত্রছায়ায় আশ্রয় নেয়।

রাজনীতির নির্ভরতা পেলে আলাদা করে আর পুলিশ প্রশাসনে তদ্বির করতে হয় না। আর ভোটের রাজনীতিতে গান্ধি পন্থায় জয় আসে না। ভোটে জিততে হলে মাসলম্যানদের প্রয়োজন হয়। রাজনীতিকদের প্রশ্রয়ে তাই তারা দলে ঠাঁই পায়।

এখানে পাঁচালি–পাঠ করে নীতিকথা শুনিয়ে কাজ হয় না। যদি নেত্রী সত্যিই চাইতেন দলের ওই সব অবাঞ্ছিতরা সরে যাক তাহলে অন্যরকম প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। তা না করে কর্মশালার আয়োজন করছেন কারণ একটাই। সেটা হল মানুষের আই–ওয়াশ। মানুষ বলবে আহা দেখ দেখ মমতা একা কি বা করবে? তিনি তো আপ্রাণ চেষ্টা করছেন দলকে কলুষতা মুক্ত করতে। ফলে নেত্রী ঠিক আছেন — তাঁর কোনও দোষ নেই। এই বার্তাটাই দিতে চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি যদি কলুষমুক্ত দল সত্যিই চাইতেন তাহলে এই চার বছরে অনেক ঘটনায় তিনি অন্যরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।

দুষ্কৃতী তা সে দলের হোক বা সাধারণ হোক তার কুকর্মের ফলে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে, আর যাতে সাধারণ নাগরিকরা নিরাপত্তাহীনভাবে না ভোগে। তাই পুলিশ প্রশাসনের কাজ হল অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া। কিন্তু মমতাদেবী যেদিন নিজে গিয়ে ভবানীপুর থানা থেকে এক অপরাধীকে ছাড়িয়ে নিয়ে এলেন সেই দিনই পুলিশ প্রশাসনের রাজনীতিকরণ সম্পন্ন হয়েছিল। এবং তার পরে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যা হয় তা সকলেই জানে। আর যে দিন ছাত্রদের কুকর্মকে ঢাকতে বাচ্ছা ছেলের কাজ বলে অভিহিত করলেন সেই দিন টিএমসিপি ছাত্রদের কলেজে কলেজে তান্ডব করার ছাড়পত্র দিয়েছিলেন। আর নদিয়ার ধর্ষণ সম্পর্কে "ওর স্বামী সিপিএম করত" বলে যেদিন তোপ দাগলেন সেই দিনই ধর্ষকরা বুঝেছিলেন যে তাদের আচ্ছে দিন এসে গিয়েছে। সেই ধর্ষিতাকে থানায় অভিযোগ জানিয়ে ফেরার পথে আবার ধর্ষিতা হয়ে হয়।

প্রশাসকের কাজই বুঝিয়ে দেয় তিনি কি চান। রাজনীতির কারবারীরা যে সত্য ভাষণ দেন না তা আবাল–বৃদ্ধ–বণিতা কারও জানতে বাকি নেই। তাই তিনি কি বলছেন সেটা কেউ ধরে না তিনি কি করছেন সেটাই দেখে জনগণ। যে দল চাইবে তার কর্মীরা সৎ হবে কোনও দুর্নীতি করবে না সেই দলের নেতা নেত্রীরা দল বা সরকার পরিচালনা করার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখবে এটা আশা করা অন্যায় নয়। এবং লজিক বলে বা আমাদের প্রাচীন প্রবাদ বাক্য আছে যে 'আপনি আচারি ধর্ম অপরে শিখাও'। অর্থাৎ কথায় নয় কাজে করে দেখাতে হবে স্বচ্ছতা। তবেই কর্মীরা বুঝবে নেত্রী কি চায়। বাঙলার সিংহভাগ মানুষ আজ জানে মদন মিত্র চিট ফান্ড ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থেকে কারারুদ্ধ। তাহলে সরকারের উচিত ছিল না কি মদন মিত্রকে মন্ত্রিসভা থেকে বহিষ্কার করার। তবেই তো বুঝতাম যে উনি ন্যায় ও সত্যের পথে সরকার চালাতে চান। আবার অতি সম্প্রতি রাণীগঞ্জের এমএলএ সোহরাব আলি রেলের লোহা চুরির দায়ে দু বছরের জন্য দন্ডিত হয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে এই বিচার পর্ব চলেছে। সেখানে এমএলএ নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারেনি। আরো মজার বিষয় হল রেল অপরাধীদের যে লুক আউট নোটিশ জারি করেছে তাতেও সোহরাবের ছবি আছে। তাহলে সে দলের টিকিট পেল কি করে। বা এখনও তাকে বহিষ্কার করা হল না।

তাই মনে সন্দেহ জাগা খুবই স্বাভাবিক যে তিনি কি সত্যিই সৎকর্মী নেতা চান। যদি চাইতেন তাহলে সমস্ত রকমের অজুহাত বাদ দিয়ে মদনবাবুকে মন্ত্রীত্ব থেকে এবং সোহরাবকে দল থেকে বের করে দিয়ে একটা সদর্থক বার্তা দিতে পারতেন। এবং জনগণও বুঝতে পারতেন নেত্রী বা সরকার সত্যি সৎলোক নিয়ে দল বা সরকার চালাতে চায়। শুধু একটা ইশারাই যেখানে কাফি, সেখানেই খামতি। যেখানে কার্যে প্রমাণ করা যেত সেখানে তিনি না করে কথায় বাজিমাত করতে চাইছেন। চালাকি দ্বারা মহৎ কাজ হয় না তা কি জানা নেই? আমার এমএলএ হবে চোর আমার এমপিরা জেল খাটবে, আমার মন্ত্রী জেল খাটবে আর নীচের তলার কর্মীদের মিটিং শুনে সব সাধু হয়ে যাবে মানব চরিত্র এতো সরল নয়। গ্রামের কর্মীরা জল ছেচবে আর কই খাবে কলকাতার নেতারা! এমএলএ এমপি হবে কলকাতার নেতারা সেলিব্রিটিরা, সিনে–আর্টিস্টরা তারা সারা জীবনভোর পেনশন পাবেন।

তারা নিঃস্বার্থভাবে সৎভাবে সংগঠন করে নেতাদের জেতাতে যাবে কেন? তাদের দু পয়সা কামার পন্থা যদি খোলা না থাকে? যদি তারা বালিখাদানের দখল না পায়, যদি তারা অবৈধ কয়লা খনি চালাতে না পারে– যদি তারা সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বালি সিমেন্ট সাপ্লাইয়ে সুযোগ না পায়। যদি জায়গা জমির দালালি করার বা এলাকায় বাড়ি করতে ব্যবসা করতে এলে তাদের কাছ থেকে দু দশ হাজার তোলা নেবার সুযোগ না থাকে তবে কর্মীদের চলবে কি করে? এলাকা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের সুযোগ ব্যবসার সুযোগ থাকে সেখানে সেই এলাকার ব্যবসার দখলদারী নিয়ে মারামারি হবেই। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব হবেই। যারা কামাতে চান না তার কি স্বার্থে খেটে তাপস পালকে জেতাতে যাবে? সৎ, নিষ্ঠাবান আদর্শবান নাগরিক বা কর্মী পেতে গেলে সেই আদর্শের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে নেতাদের। কারণ তারাই জাতীয় অভিভাবক আর সেই অভিভাবকত্ব ফাঁকি দিয়ে কর্তব্য না করে অর্জন করা যায় না।

পুজো ও ঈদের কমিটি নিয়ে সমন্বয় বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: সোমবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং–১ ব্লকের গোবিন্দ টকিজ হলে ক্যানিং থানার উদ্যোগে আসন্ন দুর্গাপুজো, ঈদ, মহরম উপলক্ষ্যে একটি সমন্বয় বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং মহকুমা শাসক প্রদীপ আচার্য, বিডিও বুদ্ধদেব দাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশরাম দাস এবং ওসি সতীনাথ চট্টরাজ। সমন্বয় কমিটিতে রয়েছেন ডিজিটাল সাক্ষরতার বিষ্ণুপদ ঘোষ, দমকল বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগের আধিকারিক, প্রতি অঞ্চলের প্রধান, ৪০০টি পুজো কমিটির সদস্য, ঈদ কমিটির সদস্য প্রমুখ। এদিন বৈঠকের শেষে মহকুমা শাসক প্রদীপ আচার্য বলেন দুর্গাপুজো কমিটির সদস্য এবং ঈদ কমিটির সদস্য এবং সমস্ত বিভাগের আধিকারিকদের নিয়ে একটি সমন্বয় বৈঠক হয়। আগামী ৫, ৬, ৭ অক্টোবর ক্যানিং–১ বিডিও অফিস কার্যালয়ে সমস্ত পুজোগুলির ছাড়পত্র দেওয়া হবে। এমনকি বিদ্যুৎ, দমকল সহ সমস্ত পারমিশন এখান থেকে হয়ে যাবে। ফলে পুজো কমিটির সদস্যরা খুবই উপকৃত হবেন। তিনি আরও বলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে ঈদ কমিটির ৭৮ জন সদস্য উপস্থিত হয়েছিল। বৈঠকে সর্বস্তরে ভালো সাড়া পাওয়া গিয়েছে। এমনকি পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষা বিষয়ে আলোচনা হয় নির্মল বাংলা স্বচ্ছ ভারত বিষয়ে। এদিনে বৈঠকে দমকল বিভাগের আধিকারিক বলেন নতুন ব্র্যান্ডের তার লাগাতে হবে আলোক সজ্জার জন্য। রাস্তার দুধারে আলো দেওয়ার জন্য ১৪ ফুট উপরে আলো লাগাতে হবে। প্যান্ডেল থেকে ২০০ ফুট দূরে রান্নাবান্না করতে হবে। এছাড়া বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকরা বিভিন্ন বিষয়ে পর্যালোচনা করেন। ডিজিটাল সাক্ষরতা অভিযানের আধিকারিক বিষ্ণুপদ ঘোষ বলেন এসসি এসটি সম্প্রদায় ভুক্ত এবং বিপিএল ভুক্তদের কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে বিনামূল্যে কম্পিউটারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এই প্রশিক্ষণ বিষয়ে প্রত্যেকটি পুজো কমিটি এবং ঈদ কমিটির সদস্যরা এগিয়ে এসেছে মানুষকে সচেতন করে তুলতে। এমনকি প্রশাসনের আধিকারিকরা এগিয়ে এসেছে। ফলে আগামী দিনে এই মহকুমা এনওএনআইটি পরিবার থেকে ডিজিটাল স্বাক্ষর হয়ে উঠবে। ঈদ কমিটির সদস্য সইউদ্দিন লস্কর বলেন ক্যানিং থানা যেভাবে উদ্যোগ নিয়ে এই সমন্বয় বৈঠকের আয়োজন করে তা যথেষ্ট প্রশংসনীয়। সমস্ত ইমামরা এখানে বসেছেন। সম্প্রদায় সম্প্রীতি বজায় রাখতে এই সমন্বয় বৈঠক। আগামী দুর্গা পুজো ও ঈদ ও মহরম উপলক্ষ্যে সর্ব ধর্মের মেল বন্ধনে নজির গড়বে এই মহকুমা।

রক্তদান শিবির

দীপক ঘোষ : সম্প্রতি ডিএন ঘোষ রোড সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির উদ্যোগে পুজো মন্ডপ চত্বরে রক্তদান অনুষ্ঠান সহ স্বাস্থ্য ও পরীক্ষা করান ১৫০ জন, চক্ষু পরীক্ষা করান ১৩৫ জন এর মধ্যে ৯২ জনকে চশমা দেওয়া হবে বলে সংগঠনের পক্ষে কালীপদ মাইতি।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, পুরসভার চেয়ারম্যান শ্রীমতী ফুলু দে, ফজলুল হক, ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দেব, স্নিগ্ধা মাইতি, বাসুদেব মাইতি, কাশীনাথ মাইতি, প্রশান্ত বাগ ও ডাঃ বিজন রায় সহ আরও অনেকে, বাসুদেব মাইতি জানান এ বছর ৪২ বছরে পদার্পণ করলো। এবারের পুজোর আকর্ষণ রেঙ্গুন এর 'সোনার ঝলমলে প্যাগোডা' দর্শকদের আকর্ষণ করবে বলে জানান।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত দমদম বিজেপি

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর চব্বিশ পরগনায় দমদম মণ্ডল বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল এখন চরম পর্যায়ে। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় থেকেই সারা রাজ্যের সঙ্গে দমদমেও বিজেপির পালে প্রবল হাওয়া বইছিল। এর প্রধান কারণ বিগত চার বছরে দমদম মন্ডল বিজেপির ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ। দমদম মন্ডল বিজেপিতে নির্বাচিত সভাপতি কুশকুমার সিং থাকলেও, মূলত প্রতিটি ওয়ার্ডভিত্তিক কর্মসূচি বৈঠক এবং সংগঠন বিস্তারের কাজ করে যাচ্ছিলেন, দমদম মন্ডল বিজেপির সাধারণ সম্পাদক পার্থ ভদ্র। স্থানীয় বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই পার্থ ভদ্র হলেন, দমদম এলাকায় বিজেপিকে সাংগঠনিকভাবে যারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেইসব প্রতিষ্ঠাতা নেতৃত্বের অন্যতম নেতৃত্ব প্রয়াত অরুণ ভদ্রের ছেলে। আরও জানা যায় পার্থবাবু সবাইকে একত্রিত করে কাজ করছিলেন। ভিতরে ভিতরে কিছুটা মন কষাকষি বা মতানৈক্য থাকলেও তা কখনওই ব্যাপক ছিলনা বা প্রকাশ্যে আসেনি। সবকিছুই প্রায় ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু বিগত পুর নির্বাচনের টিকিট বিলিকে কেন্দ্র করে মূলত বিরোধের সূত্রপাত হয় বলে স্থানীয় কর্মীদের একাংশের মত। এইসব কর্মীদের অভিযোগ দমদম মন্ডলের ২২টি ওয়ার্ডেই বিজেপি প্রার্থী দিয়েছিলেন। কিন্তু তার মধ্যে ১৮টি ওয়ার্ডের প্রার্থীই দলীয় কর্মী নন। এতে ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ পায় বিজেপি কর্মীদের মধ্যে। এছাড়া আর্থিক তছরুপ সহ একাধিক

অভিযোগ ওঠে দমদম গোরাবাজারের বাসিন্দা তথা বিজেপি রাজ্য কমিটির এক অবাঙালি নেতা সহ উত্তর শহরতলি জেলা বিজেপি সভাপতির বিরুদ্ধে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ওয়ার্ডে সভাপতির বক্তব্য 'দমদম মন্ডল বিজেপিকে ক্রমশ তলানিতে নিয়ে যাচ্ছেন, রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য এবং দমদমের বাসিন্দা কামেশ্বর তেওয়ারি। দমদম মন্ডল বিজেপিকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে তিনি পদে পদে বাধা দেন। নিজের কিছু পছন্দমতো ব্যক্তিকে দিয়ে কমিটি তৈরি করে প্রকারান্তরে তিনিই দমদম মন্ডল চালান। এটা কিছুতেই দমদমের বিজেপি কর্মীরা মানতে পারছেন না।'

এ প্রসঙ্গে মন্ডল সভাপতির বক্তব্য জানতে চেয়ে বারবার ফোন করা হয়। তিনি ফোন না ধরলে সাধারণ সম্পাদক পার্থ ভদ্রর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। পার্থবাবু প্রথমে এ বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের কাছে কিছু বলতে অস্বীকার করেন। তবে পরে জানান, দমকল মন্ডল বিজেপির সংগঠনকে মজবুত করতে দক্ষ এবং যোগ্য সভাপতি দরকার। এ ব্যাপারে জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের প্রয়োজন আছে বলে পার্থবাবু উল্লেখ করেন। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, পুর নির্বাচনের পরে পার্থ ভদ্র পদত্যাগপত্র জমা দেন। তবে তা রাজ্য কমিটির পরামর্শে জেলা নেতৃত্ব গ্রহণ করেনি। বরং জেলা নেতৃত্বের পক্ষ থেকে পার্থবাবুকে কাজ চালিয়ে যাবার কথা বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে উত্তর শহরতলি জেলা বিজেপি সভাপতি গোপাল সরকারের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বিষয়টি অস্বীকার করেন। পাশাপাশি দমকল মন্ডল বিজেপিকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ইঙ্গিত দেন।

বজবজ থানা সমন্বয়ের কমিটির পুরস্কার বিতরণ

দীপক ঘোষ : বজবজ থানার সমন্বয় কমিটি দুর্গা পুজো,কালীপুজো,জগদ্ধাত্রীপুজো ও মহরম কমিটির কর্মকর্তাদের হাতে গত বছরের সেরা পুজোর সম্মান তুলে দিল। মহরম কমিটি সহ সব পুজো কমিটির কর্মকর্তারা স্মারক ও মানপত্র গ্রহণ করেন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের গোলদাতা অবিনাশ রুইদাসকেও এই অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। থানা সমন্বয় কমিটির প্রচেষ্টায় এখানকার জিম সেন্টারের উদ্বোধন করে আলিপুর মহকুমা শাসক প্রলয় মজুমদার বলেন পুলিশ কর্মীদের মনোবল ও শারীরিক ফিটনেস রাখার জন্য এর গুরুত্ব আছে, তবে সাধারণ মানুষের জন্যও খুলে দেওয়া হয় এই সেন্টার, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, চেয়ারম্যান শ্রীমতী ফুলু দে, ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত, পূজালীর চেয়ারম্যান ফজলুল হক, বজবজ থানার আইসি শান্তনু বসু, মহেশতলা থানার আই শুভাশিস চৌধুরী ও বিভিন্ন থানার অফিসারবৃন্দ, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মকর্তা ও কাউন্সিলরবৃন্দ সহ আরো অনেকে, কংগ্রেস, তৃণমূল সিপিএম কাউন্সিলার এক মঞ্চে থেকে এই অনুষ্ঠানসহ থানা সমন্বয় কমিটির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, সমন্বয় কমিটির সম্পাদক কোচিন সাফুই ও কমলেশ সিংএর কঠোর পরিশ্রমে অনুষ্ঠান সার্থক রূপ পেয়েছে বলে থানার আইসি শান্তনু বসু মনে করেন। উপস্থিত ছিলেন সভাপতি জগন্নাথ গুপ্তা।

বিধায়ক অশোক দেব বলেন, ''পুলিশ শুধু আসামী ধরে না'' তারা এই সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে এলাকায় রক্তদান, চক্ষু পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এলাকার মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। শ্রীমতী ফুল দে বলেন যখন আমরা প্রত্যেকটি উৎসবের মধ্যে মেতে থাকি তখন পুলিশকর্মীরা তাদের পরিবারের কথা ভুলে গিয়ে এলাকার আইন শৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় রাখতে ব্যস্ত থাকেন। ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত বলেন উৎসবের দিন শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা যেমন পুলিশের কাজ, তেমনি এলাকায় জল, আলো, এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।

পৌর কর্মচারী ও পঞ্চায়েত কর্মীদের কাজ তারাও বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকেন এই সমন্বয় এর গুরুত্ব অপরিসীম, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ আমরা পালন করে চলি। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এলাকায় কথা দিয়েছিলাম যে পুজোর আগে পানীয় জল সমস্যা মিটবে ।সেই কাজ সম্পূর্ণ। আগামী ২ অক্টোবর থেকে পানীয় জল পাবেন এলাকার মানুষ। একথা গৌতমবাবু জানান, পুরস্কার বিতরণ শেষে ওই মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল।

গড়িয়া নবপল্লিতে গুলি

প্রথম পাতার পর

স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য রবি তার দলবল নিয়ে রাত দুটো থেকে তিনটে পর্যন্ত গুলি চালায় ও লোহার রড এবং মাথায় বন্দুকের বাট দিয়ে ঘায়েল করে উত্তরপাড়ার বাসিন্দা নিরপরাধ সনাতন সর্দারকে। এরপর পায়ে গুলি লেগে আহত হয় ২০ বছরের যুবক রাজমিস্ত্রি রাজেশ মণ্ডল। আরও অভিযোগ পার্টনারদের বাড়ির জানলার কাঁচ ভেঙে দেওয়া হয়। শাবল নিয়ে ঘন্টা দুয়েক চলে তান্ডব। ভয়ে এলাকার বাসিন্দারা সবাই ঘরবন্দি। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে পাঁচটি কার্তুজ। প্রথমে থানার পুলিশ এসে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি পরিস্থিতি। এরপর আরও ফোর্স আসে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন পুলিশের সামনেই রবির বাইক বাহিনী গুলি চালাতে চালাতে পালিয়ে যায়। পুলিশের ভূমিকা ছিলো অসহায় কাঠের পুতুলের মতো। সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ সোনারপুর থানার আইসি অনিল রায় ও বারুইপুর এসডিপিও দীপক সরকার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ নিয়ে গিয়ে রবির স্ত্রী টুলা মাইতি ও স্থানীয় বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। টুলাকে গ্রেফতার করে সোনারপুর থানা। তাকে ১৪ দিন পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয় কোর্ট। এই গুলি চালানোর ঘটনায় জড়িত রবির এক সাগরেদ সঞ্জয় মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ভারতীয় দন্ড বিধির ৩০৭ ও ৩৪ ধারায় মামলা শুরু করেছে পুলিশ। এরা কি তৃণমূলের কর্মী ? উত্তরে রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার ২নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি সুব্রত মণ্ডল বলেছেন এখন তো সবাই তৃণমূল করেন। বাসিন্দাদের বক্তব্য শান্ত পরিবেশে এই ধরনের এলোপাথারি গুলি চালনার ঘটনা প্রথম দেখল নবপল্লির ঢালুয়ার উত্তরপাড়ার বাসিন্দারা।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের চেকপ্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৮ সেপ্টেম্বর বজবজ–২ নম্বর ব্লকের ভারী বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ বাবদ চেক প্রদান করলেন কৃষি মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু। সঞ্চিতা কলাভবনে কাশীপুর আলমপুর এবং নর্থ বাওয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯০০ কৃষককে চেকপ্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, দফতরের জয়েন্ট ডিরেক্টর আশিস লাহিড়ী, জেলার ডেপুটি ডিরেক্টর সাগর বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্যমন্ত্রীর কৃষি উপদেষ্টা প্রদীপ মজুমদার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্লক কৃষি আধিকারিক অথৈ গুপ্তা। সভাপতি স্বপন রায় বলেন, আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে বৃষ্টি থামে। তারপর খুব কম সময়ের মধ্যে ব্লকের ১১টি অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের আবেদনপত্র জমা নিয়ে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কৃষি দফতরের কর্মচারী ও আধিকারিকরা চেক প্রস্তুত করেন। খুব শীঘ্রই অন্যান্য অঞ্চলের চেকও প্রদান করা হবে।

মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু তাঁর বক্তব্যে বলেন, বর্তমান মা–মাটি মানুষের সরকারের মানবিক ধর্ম আছে। কিছুদিন আগেই বোরো ধান চাষে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। এবারের আমন ধানের বীজতলা রোপণের পর বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। মুখমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় কৃষি দফতর খুব তাড়াতাড়ি এই ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেছে। গ্রামঞ্চলে কৃষকদের মুখে হাসি ফোটাতে সরকার নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গ ধান উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। সেই ধারাকে অব্যাহত রাখতে চায় সরকার। প্রতিটি ব্লকে কিষাণ মান্ডি হচ্ছে। কৃষি পেনশনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যে কোনও সমস্যায় কৃষকরা ব্লকের কৃষি দফতরে যোগাযোগ করুন।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি দক্ষতার সঙ্গে সঞ্চালনা করেন জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়।

সীতারামপুরে ধানখেতে কুমির

বাপন মন্ডল, পাথরপ্রতিমা: গত বৃহস্পতিবার সুন্দরবনের একটি কুমির নদীবাঁধ পেরিয়ে ধানখেতে ঢুকে পড়ে। তারপর ধানখেত থেকে বেগুন বাগান সব নষ্ট করে শেষে

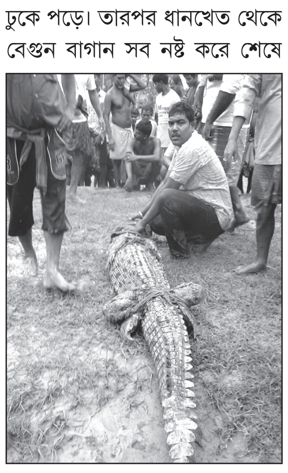

উত্তর সীতারাম পুরের একটি পুকুরে এসে আশ্রয় নেয়। কুমিরটি প্রায় ২১ ফুট লম্বা। মঙ্গলবার এক গ্রামবাসি পুকুরের মধ্যে কুমিরটাকে দেখতে পায়। পুকুরের মালিক শংকর দাস জানান 'আমরা মঙ্গলবার সকালে কুমিরটাকে দেখে রামগঙ্গা ফরেষ্ট অফিসে খবর দি। কুমিরটি পুকুরের অনেক মাছ নষ্ট করে দেয়।' কুমির দেখার জন্য ভিড় জমায় আশে পাশের গ্রামবাসী। আতঙ্কে ছিলেন গ্রামের মানুষ। অবশেষে বুধবার গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় ফরেষ্ট অফিসের লোক কুমিরটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান।

হঠাৎ চারদিক অন্ধকার–শুনশান

প্রথম পাতার পর

এর বেশ কয়েক ঘন্টা কেটে যাওয়ার পর জানতে পারে ওই মেয়েটাকে ওই মার্কেট থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শুরু হয় পুলিশের থার্ড ডিগ্রি। মাসি ও ছেলেটি মারফৎ পাচার হয়ে যাওয়া কিশোরী উপস্থিত হয় থানায়। পুলিশ গিয়ে অভিযুক্তদের কথামত ঘটনাস্থল থেকে মেয়েটিকে নিয়ে আসে। পরে কমলাগঞ্জ থানার বড়বাবু ওই মেয়েটিকে বাবার হাতে তুলে দেন। সঙ্গে দেওয়া হয় অভিযুক্তদের কাছ থেকে আদায় করা ১০ হাজার টাকা। কমলাগঞ্জ থেকে এবার ঘরে ফেরার পালা। কাকদ্বীপে পা রেখে কিশোরীর পরিবার কৃতজ্ঞতা জানায় সুব্রত পাণিগ্রাহী, চেতনা সংস্থা ও কাকদ্বীপ ও কমলাগঞ্জ থানাকে এদের সক্রিয় সহযোগিতা না পেলে কিছুতেই ঘরে ফিরত না মাধবপুরের মেয়ে। কিছুদিন কিশোরীর পড়াশুনার খরচ চালায় চেতনা ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি। পরে তাদেরই উদ্যোগে মেয়েটিকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। সংগঠনের সভাপতি গৌতম জানা জানান, মেয়েটির বিয়ের পরও তারা যোগাযোগ রেখেছেন। 'বর্তমানে আর্থিক স্বচ্ছল না হওয়ায় একটু সমস্যা চলছে। ভবিষ্যতে কোনও কাজ পাইয়ে দেওয়া যায় কিনা আমরা দেখছি। অ্যান্টি ট্রাফিকিং ম্যানেজিং কমিটির মেম্বার সুব্রত পাণিগ্রাহী ব্যক্তিগত উদ্যোগে মেয়েটিকে এখনও বিভিন্নভাবে সাহায্য করে চলেছেন। সুব্রতবাবু বলেন, 'এরকম ঘটনা আমার কাছে বহু এসেছে। প্রচুর মেয়েকে উদ্ধার করেছি। ভয়ঙ্কর সব মুহূর্ত। মনে পড়ে মাথায় ঠেকানো বন্দুকের নলের কথা।

বর্তমানে নারী পাচার নিয়ে সরকার সচেতনতা শিবির করছে ঠিকই কিন্তু অভাবের তাড়নায় সুযোগে এখনও পাচার চলছে। এখনও নথি খুঁজলে পাওয়া যাবে প্রচুর মেয়ে এভাবেই জীবন কাটাচ্ছে। শুধু দিল্লি কেন আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরব এরকম বিভিন্ন এলাকার পাচার হয়ে যাওয়া কিশোরীর ভয়ঙ্কর উদ্ধার কাহিনী। এমনই রক্ত হিম করে দেওয়া প্রতিবেদন থাকবে আগামী সংখ্যাতেও। থাকবে বিহারের গোপালগঞ্জ, কাকদ্বীপ থেকে ফিল্মি কায়দায় ১৮ জন মেয়ে পাচার হয়ে যাওয়ার ভয়ঙ্কর কাহিনী।

মুখ্যমন্ত্রীর সাধের হাসপাতাল

প্রথম পাতার পর

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হাসপাতালের নিরাপত্তায় থাকা এক কর্মী সাফ জানান, 'সারাবছর হাসপাতাল চত্বরে জঞ্জাল সাফাই হয় না। ওই নোংরা–আবর্জনা পড়ে হাসপাতাল চত্বরের সমস্ত নিকাশিনালা এমনিতেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। হাসপাতালের আশেপাশে সরকারি জমির ওপর নিকাশি খাল ও নিকাশি নালার উপর একাধিক বেআইনি নির্মাণ গজিয়ে ওঠায় হাসপাতালের জল বাইরে বের হতে পারছে না। উল্টে বাইরের জল হাসপাতাল চত্বরে ঢুকছে। পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে এরপর ভারী বৃষ্টি হলেই হাসপাতাল চত্বর ভয়াবহ আকার ধারণ করবে।' হাসপাতালের এক চিকিৎসক বলেন, নিকাশি নিয়ে সরকারি স্তরে কিছু পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেই কাজ দ্রুত শুরু হবে।

সমস্যার কথা স্বীকার করে কাকদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুদ্ধদেব দাস বলেন, 'হাসপাতাল চত্বরে জঞ্জাল সাফাইয়ের দায়িত্ব পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতির নয়। সেটা রোগী কল্যাণ সমিতির। মানবিকতার খাতিরে এতদিন পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি সেই জঞ্জাল সাফাই করে এসেছে। হাসপাতালের বাইরে নিকাশিনালা ও নিকাশি খাল দ্রুত সংস্কার করে সমস্যার সমাধান করা হবে। প্রয়োজনে বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' স্থানীয় বিধায়ক ও রাজ্যের মন্ত্রী তথা হাসপাতালের রোগী সমিতির চেয়ারম্যান মন্টুরাম পাখিরা বলেন, 'রোগী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে দ্রুত হাসপাতাল চত্বরে দ্রুত আবর্জনা সাফাই করা হবে। ড্রেন পরিষ্কার ও তৈরির জন্য পূর্ত দফতরকে বলা হয়েছে। হাসপাতালের নিকাশি সমস্যা মেটাতে প্রয়োজনে বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়াও হবে। হাসপাতালের সুপার ধ্রুবচাঁদ মাঝিকে একাধিকবার ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেননি। অন্যদিকে পূর্ত দফতরের এক বাস্তুকার জানান, 'দ্রুত বৃষ্টির জমা জল সরানো হবে। হাসপাতাল চত্বরে নতুন ভবনের কাজ চলছে। বর্ষা কাটলে বাকি ড্রেনেজ সমস্যার সমাধান করা হবে।'

রানিয়ায় গুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গড়িয়ায় নবপল্লিতে বৃহস্পতিবার গুলি চালনার পর গত শুক্রবার রাত সাড়ে নটায় ফের গুলি চলল গড়িয়া সংলগ্ন রানিয়ায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে নান্টি ও বাবুসোনা এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সিন্ডিকেট ব্যবসা নিয়ে গন্ডগোল চলছিল বেশ কয়েক দিন ধরে। এদিন তা চরমে ওঠে। পর পর দুদিন গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরবার সোনারপুর বাসিন্দাদের আতঙ্কিত করে তুলেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ পুলিশ ও রাজনৈতিক নেতাদের মদতে অন্যান্য জায়গার মতো রানিয়াতেও চলছে সিন্ডিকেট ব্যবসা। বহুবার নানা ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার পর অভিযোগ জানিয়েও কোনও ফল হয়নি।

এদিনের ঘটনায় নান্টির দলের লোক হিসেবে পরিচিত সুমন দাস গুলিতে আহত হলে তাকে ভরতি করা হয় বাঙুড় হাসপাতালে। অভিযুক্ত গুলিচালক বিজয়কে গ্রেফতার করে সোনারপুর থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন বারুইপুরের এসডিপিও দীপক সরকার ও সোনারপুর থানার আইসি অনিল রায়। তল্লাসির পর পরে গ্রেফতার করা হয় উত্তম নামে আর এক যুবককে। পুলিশ জানিয়েছে কড়া হাতে এই ঘটনার মোকাবিলা করা হবে।

বিষমদ কাণ্ডে ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি : কাকদ্বীপ বিষমদ কাণ্ডে অবশেষে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল ধোলাহাট থানার পুলিশ। সূত্রের খবর ডায়মন্ডহারবার থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। উল্লেখ্য, গত বুধবার কাকদ্বীপের রামগোপালপুরে বিষমদ খেয়ে মৃত্যু হয় ৫ জনের। ধৃতকে গত রবিবার কাকদ্বীপ আদালতে তোলা হলে বিচারপতি ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। তার বিরুদ্ধে ৩০৪ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। অন্যান্য অভিযুক্তদেরও খোঁজ চলছে।

প্রয়াত প্রভঞ্জন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বুধবার রাত ১:১০ মিনিটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার সাগরের প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক প্রভঞ্জন মন্ডল ৭৪ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। সাগরদ্বীপকে সাজাতে প্রভঞ্জন মন্ডল বিধায়ক হিসেবে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন। পেশায় শিক্ষকতার পাশাপাশি বহু পত্রপত্রিকায় কবি হিসেবে তিনি নিজেকে তুলে ধরেন।

চারবছর পূর্তি অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাকপুরের সুকান্ত সদনে রাজ্য সরকারের চার বছর পূর্তি বিষয়ক অনুষ্ঠান হয়। ৮ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর তিনদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, পর্যটনমন্ত্রী ব্রাত্য বসু, আইনমন্ত্রী ও স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অনিন্দ্য গঙ্গোপাধ্যায়। সানাইবাদন দিয়ে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শ্যামল নন্দী। তাকে ঢোল বাজিয়ে সঙ্গত দেন পরিমল নন্দী। এই অনুষ্ঠানে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন বক্তারা।

নাম পরিবর্তন

আমি গাইঘাটা উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা লোকশিল্পী ৪৮ বছর বয়স অন্নপূর্ণা চক্রবর্তী গত ২৩/১২/১১ তারিখে বনগাঁ কোর্টে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে তনুশ্রী চক্রবর্তী বলিয়া পরিচিত হইলাম। অন্নপূর্ণা চক্রবর্তী ও তনুশ্রী চক্রবর্তী এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি।

তনুশ্রী চক্রবর্তী

কমন সার্ভিস সেন্টার

Govt. of India, Govt. of West Bengal &SIFL (PPP Model)

ক্যানিং টাউন * দঃ ২৪ পরগনা * ৭৪৩৩২৯

বিনামূল্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

এস.সি/এসটি, ও বিপিএল প্রার্থীদের কোনো খরচ লাগবে না। বি.পি.এল. প্রার্থীদের ব্যাঙ্ক একাউন্ট ও RHS No. থাকিতে হবে। ও.বি.সি ও জেনারেল প্রার্থীদের খরচ মাত্র ১২৫/– টাকা। বয়স ১৪ থেকে ৬০ বৎসরের মধ্যে থাকতে হবে। প্রত্যেক প্রাথীদের অবশ্যই আধার কার্ড থাকতে হবে প্রত্যেক NON–IT পরিবার থেকে মাত্র একজন এই সুযোগ পাবেন। শিক্ষান্তে সরকারী সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।

যোগাযোগ :– ক্যানিং পেট্রল পাম্প সংলগ্ন রানুকুঠীর পার্শ্বস্থ সাহারা অফিসের নীচের তলা (গ্রাউন্ড ফ্লোর) অথবা বাসন্তী বি.ডি.ও. অফিসের সহজ তথ্যমিত্র কেন্দ্র (সকাল ১০টা থেকে বৈকাল ৫টা পর্যন্ত)।

ফোন নং – ০৩২১৮–২৫৫৪৫০

বিজ্ঞপ্তি

আর্থিক ২০১৫–২০১৬ বৎসরের জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা শিশু সেবা প্রকল্পের খাদ্য দ্রব্য গুদামজাত করণ এবং প্রকল্প গুদাম হইতে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে দ্রব্য পৌঁছাইবার নিমিত্ত টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে। ফর্ম পাইবার সময় অবশ্যই এই কাজের অভিজ্ঞতার শংসাপত্র দাখিল করিতে হইবে। আবেদনের ভিত্তিতে টেন্ডার ফর্ম ও টেন্ডারের অন্যান্য শর্তাবলীর বিশদ বিবরণ উপরোক্ত প্রকল্প হইতে ২৮/০৯/২০১৫ থেকে ০৭/১০/২০১৫ তারিখ অবধি সকল কর্ম দিবসেবেলা ১২টা হইতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত পাওয়া যাইবে। টেন্ডার জমা নেওয়ার শেষ তারিখ ০৮/১০/২০১৫ বেলা ২টা পর্যন্ত এবং টেন্ডার খোলার সময়টি অংশগ্রহণকারীগণকে পরবতীতে জানানো হইবে।

স্বা: বিশ্বরূপ দাস
চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট অফিসার
নামখানা আই, সিডিএস প্রোজেক্ট
দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

টেন্ডার নোটিশ নং : ২২৮/আইসিডি/নাম তাং ০৯–০৯–২০১৫

১০৬৫/ জে.ত.স.দ / ২৪ পরঃ (দঃ)/১৭.০৯.১৫

রাজগীর

সুমন্ত ভৌমিক

ভগবান বুদ্ধ ও মহাবীরের স্মৃতিবিজড়িত বহু প্রাচীন জনপদ রাজগীর। রাজগীর আক্ষরিক অর্থে রাজার বাড়ি। এটা ভগবান বুদ্ধের সময় পর্যন্ত মগধ সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। পরের পর্যায়ে অজাতশত্রু কৌশলগত ভাবে অবস্থিত ছিল যা পাটলিপুত্র তার রাজধানী স্থাপন করেন। রাজগীর থেকে পাটনা ১১০ কিমি, নালন্দা ১৫ কিমি, গয়া ৭৮ কিমি পাওয়াপুরী ৩৮ কিমি, বিহার শরিফ ২৫ কিমি দূরত্বে অবস্থিত। রাজগীরকে চক্রাকারে ঘিরে আছে পাঁচটি পাহাড় – বৈভার, বিপুল, রত্নগিরি, উদয়গিরি ও শোনগিরি। তাই রাজগীরের অপর নাম পাঁচ পাহাড়ি।

রাজগীর বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দুদের জন্য সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক। মহাবীর কিছু সময় এই স্থানে অতিবাহিত করেন। বিশেষ ট্রেডিং বর্গ মধ্যে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের গঠন ও জনপ্রিয়তা ছিল অপরিমেয় এবং তারা রাজগীরকে বৌদ্ধ কার্যক্রম কেন্দ্রে পরিণত হতে সাহায্য করেছে। বিখ্যাত সার্জন এবং বৌদ্ধ অনুসারী এখানে বসবাস করতেন এবং বৌদ্ধধর্মের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে। রাজগীর বৌদ্ধ পর্যটন সার্কিট অংশ এবং সারা বিশ্ব জুড়ে বৌদ্ধদের জন্য প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীদের গন্তব্যস্থলের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়।

কীভাবে যাবেন

পাটনাগামী প্রতিটি ট্রেন বক্তিয়ারপুর জংশনে থামে। সেখানে নেমে বাস বা গাড়িতে পৌঁছান যায় রাজগীরে। বক্তিয়ারপুর থেকে রাজগীরের দূরত্ব ৫৪ কিমি। নিচে হাওড়া থেকে ছাড়ে এমন কিছু ট্রেনের নাম, নম্বর ও সময় দেওয়া হল।

ট্রেন নম্বর	ট্রেনের নাম	কবে কবে ছাড়ে	হাওড়া থেকে ছাড়ে	পাটনায় পৌঁছায়
১১৩৩০	পূর্বা এক্সঃ (ভায়া পাটনা)	সোম, মঙ্গল, শুক্র, শনি	০৮:০৫	১৬:০৫
১৩০০৭	তুফান এক্স:	প্রতিদিন	০৯:৩৫	২০:৫০
১২৩৫১	দানাপুর এক্স	প্রতিদিন	২০:৩৫	০৬:০৫
১২৩৩৩	বিভূতি এক্স:	প্রতিদিন	২০:০০	০৪:২৫
১২৩৫৯	কলকাতা পাটনা গরিব রথ এক্স:	মঙ্গল, বৃহঃ ও শনি	২০:০০	০৫:৩০
১৩০৪৯	অমৃতসর এক্স:	প্রতিদিন	১৩:৫০	০২:০০
১৩০০৫	অমৃতসর মেল	প্রতিদিন	১৯:১০	০৪:১০
১২৩০৫	রাজধানী এক্স: (ভায়া পাটনা)	রবিবার	১৪:০৫	২১:১৫

কোথায় থাকবেন

বিহার ট্যুরিজমের হোটেল – (১) গৌতম বিহার (০৬১১২–২৫৫২৭৩) ৪৫০–৬৫০ টাকা (২) তথাগত বিহার (০৬১১২–২৫৫১৭৬) ৫০০–৮৫০ টাকা এবং (৩) অজাতশত্রু বিহার (০৬১১২–২৫৫০২৭) ডর্মি বেড মাথাপিছু ৭৫–১০০ টাকা।

প্রাইভেট হোটেল (১) হোটেল রাজগীর (০৬১১২–২৫৫২৬৬) ৮২৫–১২৫০ টাকা (২) হোটেল সারদা (০৬১১২–২৫৫২০১) ৩০০–৬০০ টাকা (৩) বঙ্গবাসী হোটেল (০৬১১২–২৫৫২০১) ৩০০–৭০০ টাকা (৪) হোটেল মমতা (০৬১১২–২৫৫০৪৪) ৫৫০–১২০০ টাকা (৫) সিদ্ধার্থ হোটেল (০৬১১২–২৫৫৬১৬) ১২০০–২৫০০ টাকা (৬) হোটেল তৃপ্তি (০৯৩০৪২৬০৯৭৪) ৭০০–১০০০ টাকা (৭) হোটেল রাজলক্ষ্মী (০৬১১২–২৫৫০০৫) ৪০০–১২০০ টাকা। এছাড়া কাছাকাছি অনেক হোটেল আছে।

অন্যান্য আকর্ষণ

(১) রাজগির নৃত্য উৎসব – বিহার রাজ্য পর্যটন বিভাগ প্রতি বছর ২৪শে অক্টোবর থেকে ২৬শে অক্টোবর পর্যন্ত এই শাস্ত্রীয় ও লোকনৃত্যের রঙিন উৎসব আয়োজন করে।

(২) ছট পুজো – ছট পুজো বা বৈশাখা (এপ্রিল–মে) এবং কার্তিকা (অক্টোবর–নভেম্বর) এ অনুষ্ঠান বছরে দুবার সূর্যপূজা হয় সূর্য মন্দিরে।

(৩) চারু ও কারু শিল্প – রাজগীরের কাছাকাছি জায়গায় পাথর ভাস্কর এবং বাটির জন্য বিখ্যাত।

কী দেখবেন

রাজগীরের বিশেষ দ্রষ্টব্যস্থল গুলো ছড়িয়ে আছে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। কমবেশি ৩৫০–৪৫০ টাকায় একটা টাঙা ভাড়া করে এক বেলায় বেড়িয়ে নেওয়া যায় – জরাসন্ধকি বৈঠক, জীবকের আম্রবন, অজাতশত্রু দুর্গ, ভয়ানক ওয়াল, ভেনু ভানা, বিম্বিসার জেল, জৈন মন্দির, রথ রুট মার্কস, হট স্প্রিংস, মৃগ উদ্যান, স্বর্ণ ভান্ডার, উষ্ণ প্রস্রবন, মোনিয়ার মঠ, কালীমন্দির, শোন ভান্ডার, জয় প্রকাশ নারায়ণ উদ্যান, বীরায়তন ব্রাহ্মীকলা মন্দিরম, বড়ি সংগত মন্দির, বার্মিজ টেম্পেল, আদিনাথ মন্দির, রণভূমি এবং গৃধ্রকূট পাহাড়ের শীর্ষ দেশে দুধ সাদা 'বিশ্বশান্তি স্তূপ'। এছাড়াও পর্বত শীর্ষে দর্শনীয় জাপানি বুদ্ধমন্দির এবং বুদ্ধমূর্তি। বিহার পর্যটন দফতরের পরিচালনায় চেয়ারকার–এ খুব সহজেই উঠে আসা যায় পাহাড় চূড়ায়। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে ১২টা ও ২টো থেকে ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকে। মাথাপিছু ভাড়া ৮০ টাকা।

পরের দিন কমবেশি ১২০০–১৩০০ টাকায় গাড়ি ভাড়া করে বেড়িয়ে নেওয়া যায় নালন্দা ও পাওয়াপুরী।

নালন্দা :

রাজগীর থেকে মাত্র ১৫ কিমি দূরে এই বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ। ঐতিহাসিক প্রমাণ যে নালন্দা একটি মহান বৌদ্ধ কেন্দ্র এবং শিক্ষা কেন্দ্র ছিল। গুপ্তযুগের সময় প্রতিষ্ঠিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন একটি কেন্দ্র ও একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দশ হাজার ছাত্র ছিল। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা বৌদ্ধ, বেদ, যুক্তি বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, মেডিসিন, পদার্থ বিদ্যা, গদ্য রচনা এবং অলঙ্কার অধ্যয়ন করতে নালন্দা আসত। চিন, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, জাভা, সুমাত্রা আর নানা জায়গা থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে কিছু ধর্মগ্রন্ত অনুযায়ী ৯ মিলিয়ন ভলিউম সংখ্যা যুক্ত যা সাহিত্য বই–এর সংগ্রহ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশিষ্টাংশ এখন কিছু ১৪ হেক্টর এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এই বিশ্বখ্যাত পর্যটনস্থলে আমরা দেখতে পাই দুটি স্পট (১) আর্কিওলজিক্যাল কমপ্লেক্স এবং (২) নালন্দা আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম।

আর্কিওলজিক্যাল কমপ্লেক্সের মাঝ বরাবর উত্তর থেকে দক্ষিণে লাল রঙের বাঁধানো রাস্তার পূর্বদিকে মনাস্ট্রি বা বিহারগুলির অবস্থান। আর চৈত্য বা বৌদ্ধমন্দির ও স্তূপগুলি দেখা যায় পশ্চিমদিকে। এগুলির মধ্যে ১ নং বিহারটি সবচেয়ে সুবিশাল এবং আকর্ষণীয়। ৩ নং বৌদ্ধ মন্দিরটি নালন্দার অতি–পরিচিত দৃশ্য যা আরা সচরাচর বইয়ের পাতায় দেখি। মূল কমপ্লেক্সের বিপরীতে মিউজিয়ামে রয়েছে প্রস্তরলিপি, বিভিন্ন যুগের মুদ্রা, তাম্রফলক, পটারির নিদর্শন, পোড়া চালের নমুনা এবং বিভিন্ন মাপের ও যুগের বুদ্ধমূর্তি। নালন্দার আশেপাশে যে সব স্থান রয়েছে তা হল সূর্যমন্দির, হিউয়েন সাং মেমোরিয়াল হল, নবনালন্দা মহাবিহার এবং কিছু দূরে কুন্দলপুরের জৈন মন্দির। শোনা যায় এটি মহাবীরের প্রকৃত জন্মস্থান।

পাওয়াপুরী :

রাজগীর থেকে ৩৮ কিমি দূরত্বে অবস্থিত এই পাওয়াপুরী জৈনদের জন্য একটি পবিত্র স্থান। এখান থেকে নালন্দা ৯০ কিমি দূরে যা সহজেই যাওয়া যায়। পাওয়াপুরী ভারতের পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি পর্যটন প্রকল্পের অংশ। এই পাওয়াপুরীর অপর আরেক নাম হল অপাপপুরী। পাওয়াপুরী প্রভু মহাবীর বিশ চতুর্থ তীর্থঙ্কর, এখানে পরিত্রাণে সাধিত সেই কারণে জৈন অনুসারীদের জন্য পবিত্র। তিনি জৈন সাহিত্যে ইঙ্গিতবহ জনপ্রিয় অপাপপুরী হিসেবে পরিচিত এই পাওয়াপুরী। ঐতিহাসিকভাবে, পাওয়াপুরী মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং শিক্ষা ও ধর্ম কার্যক্রম একটি কেন্দ্র ছিল। বিম্বিসার বৌদ্ধ পৃষ্ঠপোষকতা যদিও অজাতশত্রু মহাবীর জৈন একটি একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন এবং তিনি ভারতের জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এই বার্তার মাধ্যমে। এখানে প্রভু মহাবীর শিষ্যদের শুনিয়েছিলেন অন্তিম উপদেশ। খ্রিঃ পূঃ ৫০০ অব্দে তিনি এই পবিত্র ভূমিতে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন এবং তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও হয়েছিল এখানকার পূণ্যভূমিতে।

এখানকার প্রধান দুটি মন্দির জলমন্দির ও শম্বোশরন। বেশ বড় মাপের সরোবরের মাঝে আয়তাকার দ্বীপের মতো ভেসে রয়েছে শ্বেত পাথরের জলমন্দির প্রাঙ্গণ। এখানে দেখতে পাওয়া যায় শ্বেত পাথরের বুকে মহাবীরের পবিত্র চরণচিহ্ন। শেষ উপদেশ স্থলে নির্মিত অভিনব শম্বোশরণ মন্দিরেও রয়েছে প্রভু মহাবীরের চরণচিহ্ন।

এছাড়া পাওয়াপুরীতে দেখার মত– প্রাচীন শম্বোশরণ মন্দির, দিগম্বর জৈন মন্দির, গৌণ মন্দির, নয়া মন্দির ও গুর্গাস্থান মন্দির।

বিহার রাজ্য পর্যটন বিভাগের কলকাতা অফিসের ঠিকানা :

বিহার ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিঃ
নীলকান্ত ভবন, ২৬বি ক্যামাক স্ট্রিট (দ্বিতীয় তল)
কলকাতা ৭০০ ০১৭, ফোন : ০৩৩ ২২৮০৩৩০৪

ডেনমার্ক সরকারের সহযোগিতায় শ্রীরামপুরের দিনেমার স্থাপত্য সংরক্ষণের উদ্যোগ নিল রাজ্য পর্যটন দপ্তর

রিম্পি ঘোষ

প্রাচীনকালে বহু বিদেশী শক্তির উপনিবেশস্থল ছিল এই ভারতবর্ষ।

দিনেমার, ফরাসি, ডাচ বা ওলন্দাজ, পর্তুগিজ, ইংরেজ ইত্যাদি বিদেশী সভ্যতা গড়ে উঠেছে এই দেশের মাটিতে। প্রশাসনিক কেন্দ্রের পাশাপাশি বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত হয় এই দেশ। ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা ছিল বিদেশী শাসকদের অন্যতম প্রধান প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র। বাংলার নবাব তখন আলীবর্দি খাঁ। সাল ১৭৫৫, ১৫ জুলাই। ডেনমার্কের বণিকরা নবাবের কাছ থেকে কুঠি নির্মাণ ও বাণিজ্য করার ফরমান পান। ইতিমধ্যেই ডেনরা নতুন কুঠির স্থান হিসাবে শ্রীরামপুরকে বেছে নেন। স্বাধীনভাবে ব্যবসা ও নৌচলাচলের সুবিধার জন্য, গঙ্গার তীরে বর্ধিষ্ণু জনপদ মাহেশ ও চাতরার মধ্যে অনুন্নত অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন এবং শ্রীরামপুরের পশ্চিম দিকে গ্রামাঞ্চল থাকায় কৃষিকাজের সুবিধার কথা চিন্তা করে কৃষিপ্রিয় ডেনরা উপনিবেশ কুঠি স্থাপনের জন্য শ্রীরামপুরকেই বেছে নেন। নবাবের কাছ থেকে ফরমান লাভের জন্য ডেনদের বা দিনেমারদের প্রায় দেড় লক্ষেরও বেশি টাকা খরচ করতে হয়। ফরমান অনুযায়ী শ্রীরামপুরে ডেনরা প্রায় ৬০ বিঘা জমি দখল করতে পারে। গঙ্গার তীর ও আকনা অঞ্চল নিয়ে এই ৬০ বিঘা জমি নেওয়া হয়। ১৭৫৫ সালের ৮ অক্টোবর শ্রীরামপুরে ডেনিস পতাকা উত্তোলিত হয় এবং তা পরবর্ত্তী ৯০ বছর ধরে ডেনদের কর্তৃত্বের কথা ঘোষণা করে। দিনেমাররা নিজেদের অধিকৃত স্থানকে ডেনমার্কের সম্রাট পঞ্চম ফ্রেডারিকের নাম অনুযায়ী ফ্রেডারিক নগর হিসাবে অভিহিত করেন। এই শ্রীরামপুরের আনাচে–কানাচে ছড়িয়ে আছে এই দিনেমারদের ঐতিহ্যশালী বিভিন্ন নিদর্শন। গঙ্গার ধারে অবস্থিত পানশালা ট্যাভার্ন, ১৮০৫ সালে কর্নেল বাই প্রতিষ্ঠিত ওলাফেস গির্জা, গভর্মেন্ট হাউস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ১৮৪৫ সালে ইংরেজরা শ্রীরামপুর দখল করার পরেই ডেনমার্কের এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির কিছুটা সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। এই গভর্মেন্ট হাউসে কয়েক বছর আগেও শ্রীরামপুর আদালতের কাজকর্ম চলত। কিন্তু বর্তমানে এই ভবনটি পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা হওয়ায় আদালতটিকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়েছে। অতি সম্প্রতি একদল ড্যানিস পর্যটক তাদের দেশের ইতিহাসের শিকড়ের সন্ধানে এই দেশে শ্রীরামপুরে এসে উপস্থিত হন। এখানে তাঁদের পূর্বপুরুষদের নির্মিত ভগ্নপ্রায় ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি দেখে সেগুলিকে সংরক্ষণ করার জন্য দেশে ফিরে ভারতের সঙ্গে আলোচনা করতে সরকারী পর্যায়ে পদক্ষেপ নেয়। এরপরেই ডেনমার্ক সরকার সরকারিভাবে কেন্দ্রের মাধ্যমে এ রাজ্যে যোগাযোগ করে। এই ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি সংরক্ষণের জন্য ডেনমার্ক সরকার প্রায় ৬০ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্যও পাঠায়। এর পাশাপাশি রাজ্যের উদ্যোগে প্রায় ৭৪ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়। তাছাড়া, এগুলি সংস্কারের জন্য প্রায় ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য পর্যটন দপ্তর। ইতিমধ্যেই এই সংস্কারের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। হুগলি জেলাশাসক কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, শারোদৎসবের পরেই এই সংস্কারের কাজ শুরু হবে।

শ্যামপুরের জরি শিল্পীরা প্রতিদিন স্বপ্ন বুনে চলেছেন

দীপককুমার বড় পণ্ডা

অনেকদিন বাদে আবার হাওড়া জেলার এপ্রান্তে এলাম। আগে বেশ কয়েকবার গাদিয়াড়া এসেছি। আর গাদিয়াড়ার উল্টোদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগণার নুরপুরে তো বেশ কয়েক মাস ছিলাম। সেইজন্য এই এলাকাটা কিছুটা চেনা আমার। রূপনারায়ণ নদী, হুগলি নদী আর দামোদর মিলেছে এখানে। আবার দেখার সুযোগ পেলাম অন্যভাবে। এবার অবশ্য গাদিয়াড়া নয়, এসেছি শ্যামপুর। বাগনান থেকে গাদিয়াড়ার দিকে যেতে ন' কি.মি আগে এই শ্যামপুর। বাগনান থেকে শ্যামপুরের দূরত্ব ২৫ কি.মি। বাস চলে নিয়মিত।

যেদিন শ্যামপুরে গেলাম, সেদিন ওখানকার চারমাথার মোড় থেকে কৃষ্ণা ঘোড়ুই সহ বেশ কয়েকজন মহিলা আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। কৃষ্ণা ঘোড়ুই এখানকার শ্যামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। খানিকটা গিয়েই পৌঁছালাম, যেখানে আমাদের জন্য আরো অনেকে অপেক্ষা করছিলেন।

গুরুসদয় সংগ্রহশালা এখানে জরি শিল্পের ওপর একটি কর্মশালার আয়োজন করবে। ভারত সরকারের বস্ত্র মন্ত্রক এই কর্মশালার জন্য আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে। শ্যামপুরের মানুষদের এবিষয়ে খুব আগ্রহ। বিশেষ আগ্রহ এখানকার অসিত সাউ–এর। তিনি সামাজিক কাজকর্ম করেন, আবার লেখকও বটে। বেশ কয়েকদিন ধরে তিনি ফোন করে চলেছেন, যেন কর্মশালাটা শ্যামপুরেই হয়।

তাই, সেই জায়গা দেখার জন্য শ্যামপুরে আসা। আমরা ওখানে পৌঁছানোর পর দেখলাম, দলে দলে মহিলারা আসছেন। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী এই কর্মশালায় ৩০ জন শিল্পী যোগ দিতে পারবেন। 'তবে, এত মহিলা কেন?' প্রশ্ন করি অসিত বাবুকে। তিনি বলেন, 'এখানকার জরি শিল্পের কাজে যেসব মহিলারা আছে, তারা কোনোদিন কোনো সরকারি ট্রেনিং বা কর্মশালার সুযোগ পায়নি। তাই, খবর পেয়ে দলে দলে আসছে।' কিন্তু, এত মহিলার মধ্যে ৩০ জনকে বাছতে হবেতো। শিল্পী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দক্ষতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর বাইরে বলা হল, ৩০ জনের মধ্যে সংখ্যালঘু, তপশিলি জাতির প্রতিনিধিরাও থাকবেন।

মহিলারা সামনে বসে আছেন। আমরা তাঁদের নানা কথা শুনছি। কাজের জন্য একদিন সংসারের বাইরে বেরিয়েছেন। কী হবে না হবে, একটা অনিশ্চয়তা, আবার আশাও আছে। তাই, সকাল সকাল ছেলে–মেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে, বাড়ির সবার রান্না করে দৌড়ে এসেছেন এঁরা। কাজটা পেতেই হবে তাঁদের।

শ্যামপুর এলাকায় অনেক জরি শিল্পী। ওস্তাগররা এঁদের কাপড় দেন, জরির জিনিসপত্র দেন। শিল্পীরা শুধু সেলাই কিংবা জরি বসানোর কাজটা করেন। বিনিময়ে সারা মাস খেটে রোজগার হয় ৭০০ থেকে ১০০০ টাকা। অথচ সেই কাজ কলকাতায় বড়বাজার, পার্কস্ট্রিট এলাকায় বিকোয় অনেক দরে। দশ হাজার কিংবা এর বেশি দামেও বেচা–কেনা হয়। হাত বদল হতে হতে দাম বাড়ে। কোনো কোনো কাজ চলে যায় কলকাতার বাইরেও। লাভের পর লাভ। এর কোনো লাভ কিন্তু পান না জরির কারিগররা। তাঁরা সারা মাস–বছর–জীবন ঘাড় গুঁজে কাজ করে বেশ কিছু রোগের শিকার হন। কখনো তাঁরা ভোগেন চোখের অসুখে, কখনো বা কোমর ব্যাথা অথবা শিরদাঁড়ার যন্ত্রণা। আর গ্যাস, অম্বল এঁদের নিত্যসঙ্গী।

যাওয়া আসার পথে পথে

দেখলাম, অনেক অসুবিধার মধ্যে থাকলেও মুখে হাসির অভাব নেই এঁদের। এটাই গ্রামীণ চেহারা বা সারল্য। অনেকে এসেছেন পাঁচ কি.মি দূরের গ্রাম থেকে। পায়ে হেঁটেই এসেছেন। গাড়িতে চাপার টাকা নেই। খারাপ লাগে। একটি কর্মশালাইতো এঁদের অনেক সমস্যার সমাধান করবে না। আবার সুযোগতো, সবাই পাবেন না। সেকথা জানানো হয় ওঁদের। একজন দাঁড়িয়ে পড়ে বলেন, '৩০ জনতো আমাদের এলাকার কেউ না কেউ পাবেন। ওরা ভালো কাজ করলে, আমরাও পরে পেতে পারি।' একটা আশায় বুক বাঁধেন বাকিরা।

একটা আশা নিয়েই কেন্দ্রীর সরকার–এর ডেভেলপমেন্ট কমিশনার (হ্যান্ডিক্রাফট) অফিস সারা দেশে বিভিন্ন হস্ত–শিল্পের ওপর নতুন নতুন নক্সা উৎপাদনের জন্য 'ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কশপ' এর আয়োজন করে। ভাবা হয়, নতুন নতুন নক্সার মাধ্যমে হস্ত–শিল্পের বাজারে আরো চাহিদা বাড়বে। সেই চাহিদাই শিল্পীদের আর্থিক উন্নতিতে সাহায্য করবে।

সেই উন্নতির আশাতেই শ্যামপুরের জরি শিল্পীদের নিয়ে ২০১৫ সালের ২৬ অগস্ট শ্যামপুর মোড়ে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং–এ ৩০ জন শিল্পীকে নিয়ে শুরু হয় ২৫ দিনের কর্মশালা। ৩০ জনকে সহযোগিতা করার জন্য যুক্ত হন মাস্টার ক্রাফটসম্যান। পুরো কর্মশালাটি পরিচালনার জন্য থাকেন একজন ডিজাইনার। এঁর তৈরি নক্সা দিয়েই চলতে থাকে কর্মশালা।

কাজ চলাকালীন একদিন সবাইয়ের কাছে জানতে চাইলাম, তাঁদের স্বপ্ন কী? ২৫ বছর থেকে ৪০ বছর এর এই মহিলাদের স্বপ্নে কেউ একেবারেই নিজের কথা বলেননি। প্রত্যেকেই বলেছেন, নিজেদের সন্তানকে বড় করার কথা অথবা একটা বাড়ি বানানোর গল্প, জমি কেনার কাহিনী। কিন্তু এই মায়েরা অনেকেই নিজের সন্তানের লেখাপড়ার খবর রাখতে পারেন না। কারণ হিসেবে তাঁরা বলেছেন, 'আমরা অত লেখাপড়া জানি না।' কিন্তু এঁরা অনেকেই মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ। অবশ্য অনেকে ফাইভ–সিক্স পর্যন্ত পড়েছেন। এক মা বলছিলেন, 'আমার ছেলে ক্লাস ইলেভেনে পড়ে। ওর বাবা মাধ্যমিকের পর পড়া বন্ধ করে দিতে বলেছিল। আমি জোর করে ওকে পড়াচ্ছি। মাসে ওকে পড়াতে তিন হাজার টাকা খরচা হয়। ওর বাবা অর্দ্ধেক টাকা দেয়, আমি দিই বাকিটা।'

এই মা ঘর সংসারের কাজ করে, বাইরে কাজ করে একটা হাড় জিরজিরে শরীর নিয়ে কথা বলছিলেন। সেই কথায় কোনো আশার আলো দেখি না। তবে সেই মা বলছিলেন, 'ছেলেটা আমার ব্রেণী। মাথাটা ভালো ওর। পড়ালে ও বড় হবে।'

– কিন্তু ওকে পড়াতে হবে তো!

– দেখি, কতটা টানতে পারি। মা মাথা নিচের দিকে করে কথাটা বলেন। গলায় তাঁর কন্ঠীর মালা। মাথায় ঘোমটা।

মা আর মনের জোর পাচ্ছেন না। তবে কী হবে, এই মায়ের সন্তানদের? একটা অন্ধকার আমার চোখের সামনে দুলতে থাকে। কোথাও যেন পথ হারিয়েছি। সেইসময় এক মা বলেন, 'কাজের কথা বলুন। কিসে আরো টাকা পাব?' আমার সম্বিত ফেরে। সত্যিইতো 'কাজের কথা' বলতে হবে, 'টাকার কথা' বলতে হবে।

সেই কাজের কথায় মনে আসে, জরি শিল্পীরা এখানে সমবায় সমিতি তৈরি করতে পারেন না? জরি শিল্পের মূলধন দেওয়া, বেচাকেনা করা সবতো এখানকার সমবায় সমিতি করতে পারে। আরো অনেক কিছু মনে আসে। সেসব বলা হয় না। এই মানুষেরা অনেকেই বেশ প্রান্তিক। চটজলদি সমাধান চাই তাঁদের। রয়ে–বসে ভাবার সুযোগ কোথায়? সেই সমাধান খোঁজার কথা ভেবে ঘরের বাইরে আসি। সঙ্গে লেখক–সংগঠক অসিতবরণ সাউ। ৬২ বছরের ধুতি–পাঞ্জাবির মানুষটা মানুষের জন্য কাজ করেন। তাঁর লেখা গল্প 'আন্দোলন'–এ (হৃদয়নাথের বামনগাছি যাত্রা, এপ্রিল, ২০১৫) পড়েছিলাম, কলকাতায় বাড়ির পরিচারিকারা গ্রামের গরিব বাড়ির ছেলে শংকরলাল সাঁতরার নেত্রীত্বে জোট বেঁধেছিলেন। সেই শংকরলালকে যেন আমি চোখের সামনে দেখতে পাই। চশমাটা নাকের ডগায় রেখে অসিত বাবু বলেন, 'দেখি একটা রাস্তা বার করতে হবে।'

শারদ পারদ

সুকুমার মণ্ডল

এ কেমন শারদ আজকাল আসে বলুন দেখি। শরত আসার আগেভাগে মনে ফুরফুরে ভাব আসতো, নতুন জামা–জুতোর গন্ধ, সদ্য কেনা ঢাউস শারদীয়া পত্রিকার গন্ধ, মুঠো মুঠো শিউলি মাড়িয়ে হাঁটা, সারা দিনে কয়েকবার প্যাণ্ডেল তৈরী দেখে আসা, পকেট ভর্তি কাচের গুলি নিয়ে ফাটাফাটি গুলির লড়াই, রায়–বাবুদের চণ্ডীমণ্ডপে একচালা দুর্গা প্রতিমার একটু একটু গড়ে ওঠা, মাটি শুকানোর এক তীব্র গন্ধ – এ সমস্ত মিলে মিশে কেমন যেন নেশা ধরিয়ে দিত, ছোটরা বুঁদ হয়ে থাকতাম। বড়–রাও কি তেমন ভাবে আবেশের ঘোরে আচ্ছন্ন থাকতেন! সে কথা বলতে পারবো না কারণ তখন আমি নিজেই ছোট ছিলাম। পূজোর সময়ে উত্তম–সুচিত্রা–র চন্দ্রনাথ না দিলীপ–কুমার বৈজয়ন্তীমালার কোনও নতুন হিন্দী সিনেমা রিলিজ হবে সেই সব আলোচনা একান্তভাবে বড়দের এক্তিয়ারে ছিল। সেইসব দিনের প্রাক পূজো আবহের সাথে আজকের আবহের কি আকাশ–পাতাল ফারাক!

এখন দুগ্গা–পুজোর বিজ্ঞাপনে শহরের মুখ ঢেকে যায়। পুজো মানেই এখন লড়াই, রেষারেষি, চোয়াল শক্ত করে পাঞ্জা–কষা, থীম–চেপে রাখার জন্য মিলিটারী–সুলভ গোপনীয়তা, অন্য–কে তাচ্ছিল্য করে কাঁধ ঝাঁকানো – এই সব চলছে। ঠাকুর কাকে বলে তা দেখিয়ে দেওয়ার জন্য সব্বাই তাল ঠুকছে। আজকাল

উল্টোপাল্টা

অনেক নতুন নতুন শব্দ যোগ হচ্ছে। মায়ের মুখ কেমন তৈরী হচ্ছে জানি না, কিন্তু প্রত্যেকের একটাই দাবী – এঁদের পুজোই নাকি বাংলার পুজোর মুখ। আপনার ক্লাবের পুজো যদি বাংলার মুখ না হয় আর পাঁচ জনের কাছে আপনার মুখ দেখানো দায় হবে। তাই এখন চলছে প্রাণপণে মুখ–রক্ষার লড়াই এবং এ লড়াইয়ে কেউ এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। কলকাতার মোড়ে মোড়ে দুর্গা–মায়ের বিজ্ঞাপন। আমাদের মণ্ডপের প্রতিমা–ই যে কত বিশিষ্ট ঘটা করে সেটা জানানোই এখন রেওয়াজ, কিংবা বলতে পারেন আওয়াজ। ব্যস্ শুরু হয়ে গেল চক্রবৃদ্ধিহারে সেরা–র দাবী নিয়ে তরজা। ও খারাপ, নিতান্ত মামুলি, আমরাই সেরা, সবাইকে পিছনে ফেলে দিয়েছি, চলে আসুন আমাদের মণ্ডপে । মা–কে নিয়ে এমন কাড়াকাড়ি/রেষারেষি আগে দেখেছেন কখনও। চাপান–উতোরের পারদ ক্রমশঃ চড়তেই থাকে। অবশেষে লড়াই–এর মাঝে কে যেন ধমকে দিল, আরে পাগল, মা কি তোর একার!

আচ্ছা ক্লাব গুলো–কে কারা এমন ভাবে ক্ষেপিয়ে দিল মশাই ?

কে আবার .. ছোট–বড় ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে বহু–জাতিক সংস্থা কেউ বাদ নেই ভায়া। আর এই তালিকায় সংবাদ–সংস্থা গুলিকেও আলাদা করে দেখবেন না যেন কেননা ওরাও আদতে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানই বটে। মোহনবাগান–ইস্টবেঙ্গল, আই–পি–এল, আই–এফ–এল কিংবা এমনতরো বহু খেলায় লড়াকু মনোভাবের মাদক সুকৌশলে এরা প্রয়োগ করে যাচ্ছেন, আর সেই সব কাগজের মুচমুচে লেখা পড়ে কিংবা টিভি চ্যানেলের ধামাকা প্রচার–অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে বহু মানুষও উত্তেজিত হয়ে ভিড় জমাচ্ছেন। এসব নেপথ্য–কাহন–কে, নিন্দুকেরা বহুকাল আগেই প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু ... এভাবে মা–কে সামনে রেখে ক্লাব–গুলোকে লড়িয়ে দিয়ে ওদের কি লাভ?

লড়াই না থাকলে কি জমে মশাই, যত লড়াই তত লোকের ভিড় উপচে পড়বে। যত ভিড় তত মুখ, বিজ্ঞাপনের প্রচারও তত বাড়ে। এসব তথ্য এখনকার বাচ্চারাও জানে। যে পুজো যত দর্শক–মোহিনী, তার ঝুলিতে তত বেশী বিজ্ঞাপনের ডালি। বিজ্ঞাপন মানেই অর্থ। অর্থের মানে বোঝাতে যাওয়া নিরর্থক।

আজকাল রেওয়াজ হয়েছে খুঁটি পূজো । ক্লাবের কেষ্ট–বিষ্টু হেভিওয়েট পৃষ্ঠপোষক আর সেই সঙ্গে নামী–দামী কয়েকজন চলচ্চিত্র–তারকা কিংবা খেলোয়াড় হাজির করে মহা সমারোহে মণ্ডপের গোড়া–পত্তন। খুঁটি পূজোয় আর কি কি চলে বলুন দেখি? নানা আছিলায় ক্লাবের আসল খুঁটি–কে তুষ্ট রাখার বিবিধ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। বুঝতে পারলেন না তো! জেনে রাখুন, ক্লাবের প্রেসিডেন্ট–ই হলেন আসল খুঁটি, তাঁকে একটু বাড়তি খাতির যত্ন না করলে কি চলে এবং এই খুঁটি–র যথাবিহিত পুজো চলে বছর জুড়ে। আগে কেবল ধনাঢ্য ব্যক্তি হলেই সভাপতি পদের জন্য বিবেচনা করা হত, আজকের জমানায় সেই পদ্ধতি বিলকুল বাতিল। এখন যোগ্যতামান হিসাবে মেপে নেওয়া হয়, সভাপতি মানুষটি–র রাজনৈতিক পরিচয় কোন স্তরে। মন্ত্রী বা নিদেন বিধায়ক না হলে বাছাই পর্বেই আসেন না কেউ। বলা বাহুল্য, যে রাজনীতির আঙিনায় সভাপতির যত দাপট, তাঁর স্নেহাশ্রিত ক্লাবের সদস্যদের আস্তিনও তত প্যাঁচ গোটানো থাকে। তাদের ক্লাব–কে সেরা বাছাইয়ে না রাখার সাহস দেখাক তো কোনও বিচারকমণ্ডলী, একঘরে করে দেবো না! টালিগঞ্জে কিংবা ময়দানে আর করে খেতে হবে না বাছাধন–কে। ক্লাবের খুঁটি–র কাছে চলে নানান আবদার, বায়নাক্কা। এবং তাঁর স্নেহ–প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে সদস্য–দের আবদার মাঝে মাঝে কোথায় পৌঁছায় সেই রকম একটা কথা শোনাই।

কোনও এক নামী ক্লাবের প্রেসিডেন্ট–কে ঘিরে একদল উতসাহী তরুণ আবদার করছিল, দাদা এবারে গোল্ডেন জুবিলি হয়ে যাক্। ফাটিয়ে থীম করব, আলোর খেলা, ... (অমুক) ক্লাবের যদি না কান কেটে দিয়েছি তো ...। প্রেসিডেন্টের মুখে এক তূরীয় আনন্দ–মাখা স্বর্গীয় হাসি খেলে বেড়াতে থাকে। মনে মনে বললেন, ছেলেগুলো খুবই ভালো, ভোটের সময় খাটেও খুব। কবছর আগেও এলাকার বাইরে এই ক্লাব–টার নাম–ই কেউ শোনেনি। অনেক কায়দা করে এখন প্রচারের আলোকে আনা গেছে। তবে ....। মুখে বললেন, কি যে বলো তোমরা, ১৯৯৯ সালেই তো তোমরা সিলভার জুবিলি করলে। তারপর আরও পঁচিশ–টা বছর না গেলে গোল্ডেন জুবিলি হয় কি করে । ওনাকে থামিয়ে দিয়ে উতসাহীরা বলল, ততদিনে আমরা বুড়ো হয়ে যাবো দাদা। তাছাড়া ...ও–সব গত শতাব্দীর ঘটনা। সেঞ্চুরী পাল্টে গেলে কেউ মনে রাখে না। এই ক–বছরে পাড়ায় কত ফ্ল্যাট হয়েছে ভাবুন, কত নতুন লোকজন এসেছে, তারা পুরোনো কথা জানে না, জানানোর দরকারও নেই। দুগ্গা বলে এ–বছরই গোল্ডেন জুবিলি লাগিয়ে দিন দাদা।

ওদের মধ্যে থেকে একটি রোগা–পটকা ছোকরা মিনমিন করে বলল, কিন্তু একটা সমস্যা তো থেকে যাচ্ছে, এই ক্লাব স্থাপিত হয়েছিল ১৯৭৪ সালে ... হিসেব মত পঞ্চাশ বছর তো হচ্ছে না ...। ওকে থামিয়ে দিয়ে ক্লাবের আর এক মাতব্বর খঁকিয়ে ওঠে, এটা কে রে! তুই দেখেছিস্ ১৯৭৪ সালে এই ক্লাব তৈরী হয়েছিল? অভিমানে আহত ছেলেটি বলল, বা রে তখন তো আমার জন্ম–ই হয় নি!

শুনে রাখ্ ... ক্লাবের বার্থ সার্টিফিকেট হয় না রে গাধা, যখন দরকার তখনই ক্লাব গড়া যায়। আমি বলছি এই ক্লাব ১৯৪৯ সালে তৈরী হয়েছিল। কি করবি তুই এ্যাঁ! ওদের তর্কাতর্কি শুনতে শুনতে সভাপতির ঠোঁটে বাতসল্য রসে জর্জরিত হাসির রেখা ফুটল। ধর্মগুরুদের স্টাইলে বলেই ফেললেন, তোমরা তো জানো, তোমাদের আবদার আমি ঠেলতে পারিনা...। বেশ তোমাদের যখন এত আগ্রহ, এ–বছর তাহলে গোল্ডেন জুবিলি–ই হোক।

মাঙ্গলিকী

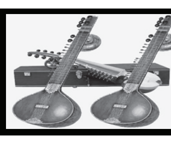

রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগারে প্রতিটি সভাই উজ্জ্বল

নিজস্ব প্রতিনিধি : উপরের শিরোনামের আলোতেই স্মৃতিচারণ করা যায় বছরের প্রায় গোড়ার দিকে অনুষ্ঠিত সাহিত্য–সংস্কৃতির আসরে উপস্থিত সকল কবি, লেখকের হাতে 'গ্রিটিং কার্ড' তুলে দেন পাঠাগারের কার্য্য নির্বাহি সদস্য সৌরীণ চ্যাটার্জী। তিনি, তারাশঙ্কর দত্ত (কবি), সুব্রত ভদ্র (কবি, চিত্রকর, সঙ্গীতশিল্পী), উদয়ন চক্রবর্তী (আবৃত্তিকার, কবি, আসরের সঞ্চালক) বললেন, ২০১৪ একেবারেই ভাল যায়নি – পাকিস্তান সহ পৃথিবীর দেশে দেশে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে প্রাণ দিয়েছে হাজার হাজার সাধারণ মানুষেরা। আমরা সবাই আশা করব ২০১৫ যেন 'নতুন ভোর' নিয়ে আসে--- আর উপরের ঘটনার কারণ, সংগঠনের সভাপতি, শ্রদ্ধেয় কবি রত্নেশ্বর হাজরা এক কথায় বলে দিলেন–ব্যক্তি স্বার্থই রয়েছে উপরোক্ত সব ঘটনার পিছনে। সুব্রত ভদ্র এদিন ৬০/৭০–র দশকের বাংলার কবিতার চর্চার কথা শোনালেন। প্রদর্শন করলেন তাঁর পুঁথির আকারে সঙ্কলিত কাব্য পুস্তিকা, যাতে কবিতাগুলির পংক্তিতে পংক্তিতে মিলের ধরণ অন্য রকম (রুবাই)। সভাপতি রত্নেশ্বর হাজরা শোনালেন ছোটদের জন্যে লেখা অথচ বড়দেরও ভাল লাগে এমন কবিতা, নাম 'ইচ্ছে হলে'। শিক্ষক, কবি দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় শোনালেন এক হৃদয়স্পর্শী কবিতা, 'একটি সিনেমা তৈরির কাহিনী'। এই কবিতায় কবি মর্মন্তুদ কাহিনী শুনিয়েছেন চলচ্চিত্র জগতের টেকনিক্যাল কর্মীদের বঞ্চনারই হাহাকার (উত্তমকুমার চলচ্চিত্র জগতের টেকনিসিয়ানদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন সংগঠন এই সব কর্মীদের সার্বিক স্বার্থ রক্ষার্থে)।' সৌরীন চ্যাটার্জী পাঠ করলেন উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধরীকে নিয়ে লেখা একটি তথ্যপূর্ণ নিবন্ধ। সঞ্চালক উদয় চক্রবর্তী আন্তর্জাতিক মানবতা দিবসের উপরে বক্তব্য রাখেন। এই বিষয়ের উপরেই বক্তব্য রাখেন নিমাই মিত্র। এদিন যাঁরা স্বরচিত কবিতায় আসরকে উজ্জ্বল করলেন, তাঁরা হলেন শান্তনু মিত্র, শাশ্বতী সরকার, সোমা অধিকারী, উদয় চক্রবর্তী, গুণেন্দ্র কিশোর চক্রবর্তী প্রমুখ। উপেন্দ্র কিশোরের একটি গল্পের সুন্দর পাঠ শোনালেন দীপন সেনগুপ্ত। স্বরচিত গল্প শুনিয়েছেন শিবানী দত্ত, দেবাশীষ গুহ, গীতা অধিকারী প্রমুখ। রুমালে চিত্রায়িত তাসের মজাদার জাদু দেখিয়েছেন অরুণ বন্দোপাধ্যায়। কিছুদিন আগে ভারত প্রেমী সংস্কৃতি সমৃদ্ধ বরিষ্ঠ ইংরেজ রণ চ্যাটবার্ন এই সভায় এসেছিলেন। তিনি এই সভার জন্য বিশেষ গ্রিটিং কার্ড পাঠিয়েছেন ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়ে। আলিপুর বার্তার সাংস্কৃতিক সাংবাদিক অরুণ বন্দোপাধ্যায় সেই কার্ডটিই প্রদর্শন করলেন আসরে।

চা–জলযোগ সহকারে সাহিত্য সংস্কৃতির মজলিশ চলতে থাকে রাত্রি ৯টা পার করে। আসরের 'অভিভাবক' পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক চয়ন ব্যানার্জী এদিনও 'সরব' রইলেন তাঁর 'নীরব' অভিভাবকত্বের মাধ্যমে---

বাঘাযতীনে সাহিত্য সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৩ আগস্ট বাঘা যতীনে কবি অরূপ ভট্টাচার্যের আমন্ত্রণে তাঁর বাসভবনে বসেছিলেন ৫ কবি, লেখক এবং জাদুকর এক উষ্ণ 'পারিবারিক' সাহিত্য সভায়। সঞ্চালক সাংবাদিক জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে সুব্রতা সাহা সভা শুরু করলেন 'আরও আরও প্রভু' এবং 'ভুবন জোড়া' রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে। পরে সুব্রতা শ্রুতি নাটক হিসাবে শোনালেন 'চণ্ডালিকা' থেকে অংশ বিশেষ, তাঁর এই সঙ্গীত পরিবেশনা আরও ভাল লাগল কিছু কিছু টীকাস্বরূপ অভিমতের জন্যে। সুব্রতার মা এই বয়সেও সাহিত্য–সংস্কৃতি জগতে সক্রিয়ভাবে উজ্জ্বল রয়েছেন। বেহালায় 'বৈকালিক'–এর আসরে তিনি নিয়মিত উপস্থিত থাকেন। সুব্রতা শোনালেন তাঁর মায়ের (মৃদুলা বসু) প্রকাশিত মননশীল কবিতা 'স্বপ্ন ছাপ'। কবি নমিতা মণ্ডল শোনালেন তাঁর কবিতা, 'আমি মূল্যহীন'। বিশেষ ভাল লাগলো বর্ষা নিয়ে তাঁর ছড়া (নাম দেননি)। যাতে বর্ষার দিনে গ্রাম বাংলার ছবি খুবই উজ্জ্বল।

এদিন আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'নারী' ও 'প্রকৃতি দূষণ'। দুটি বিষয় মিলিয়ে গভীরতা সমৃদ্ধ ভাষণ দিলেন কবি, লেখক বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার। এছাড়াও শোনালেন বিভিন্ন সত্যি ঘটনা নিয়ে 'মচ্মচে' কৌতুক। বুদ্ধদেববাবুর আবার শখ হল মেলায় দেখা বিভিন্ন জাদুর খেলা নিজের হাতে তৈরি করা ও ঘরোয়া পরিবেশে দেখানো। এই পর্যায়েই তিনি দেখালেন 'চুড়ি ও মুদ্রা'র জাদু, পালকের ফুলের জাদু, কারেন্সী নোট অদৃশ্য করার জাদু।---সঞ্চালক শোনালেন ছোটদের জন্য লেখা (প্রকাশিত) বর্ষার কবিতা, 'ভীষণ বাজে'। আর যেহেতু তিনি মূলতঃ জাদুকর তাই দেখালেন ডায়েরী ও নম্বর লেখা কার্ড নিয়ে একটি বৈঠকী জাদু (এই খেলাটি তিনি তাঁর বিদেশী জাদুকর বন্ধুর কাছ থেকে উপহার পেয়েছেন)। আর যেহেতু এদিন 'নারী' নিয়ে আলোচনা ছিল, তাই পড়লেন 'চিরকালের ছেলেবেলা' থেকে ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক জগতে যিনি নাম করেছেন সেই মহিলা জাদুকর মানেকা সরকারের একটি উজ্জ্বল 'সাক্ষাৎকার'।

সব শেষে বলতে হয় আসরের ব্যবস্থাপক কবি অরূপ ভট্টাচার্যের কথা। পড়লেন দূষণ, নারী ও প্রকৃতি নিয়ে মননশীল কবিতা। প্রমাণ দিলেন, আহ্বায়ক হিসাবে সব সময়ে নিজেকে বেশিটা সময় নির্বাক রাখতে হয়। আসরের সমাপ্তি ঘটল সুব্রতা সাহার সুনির্বাচিত বেশ কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীতের মাধ্যম।

রাধাকৃষ্ণ উৎসব

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ জন্ম মহোৎসব উপলক্ষ্যে মহারাজ শ্রীর সান্নিধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণর উৎসব পালন করা হয় বজবজ পাবলিক লাইব্রেরী হলে। আয়োজক জীবসেবা চ্যারিটেবল সোসাইটি। নন্দবৃষভান উৎসব এর নামগান ও ভজন পরিবেশন করেন ব্যাস নন্দনজী মহারাজ। সংগঠনের একজন দোলুই জানান সন্ধ্যায় প্রায় দুহাজারের বেশি মানুষ প্রসাদ ও ভোগ গ্রহণ করেন।

২০ সেপ্টেম্বর চেতলা অহিন্দ্র মঞ্চে চেতলাআসরে বার্ষিক অনুষ্ঠান মুকাভিনয়, নৃত্যনাট্য ও নাটকে জমজমাট সন্ধ্যা উপভোগ করল সারা চেতলাবাসী।

প্রান্তিক শিশু–কিশোর সাংস্কৃতিক উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : ব্রতচারী বিদ্যাশ্রম রবীন্দ্র–নজরুল মঞ্চে গত ১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর প্রান্তিক শিশুদের নিয়ে এক সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করে ঠাকুরপুকুর শিশু উৎসব সমন্বয় কমিটি। সহযোগিতায় ছিল রঙ্গমালা মেমোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ। নাচ, গান সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে মঞ্চে হাজির হয়েছিল বিভিন্ন হোম ও শিশু সংস্থার ছোটরা। শেষ দিন মঞ্চে দুই সমাজসেবী অমৃতলাল পাড়ুই ও ভীম চন্দ্র দাশকে আয়োজোকদের তরফ থেকে সমাজব্রতী সম্মান প্রদান করা হয়।

যুগ সাগ্নিক

শারদীয় সংখ্যা প্রকাশ অনুষ্ঠান

১০ অক্টোবর, শনিবার, বিকেল ৫ টায়

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী সভাঘরে

তিনশোরও বেশী কবিতা, চল্লিশটিরও বেশী গল্প, ২০টিরও বেশী প্রবন্ধ এছাড়া আরও অনেক কিছু। কবি বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়কে সংবর্দ্ধনা দেওয়া ছাড়াও মরনোত্তর চক্ষুদানের অঙ্গীকার। শতাধিক কবি ও সাহিত্যিক অঙ্গীকার করবেন।

আপনিও আমন্ত্রিত

ভাদুগানে 'মাতোয়ারা' জেলাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। ভাদ্র মাসে ভাদু গান বছরের অন্যতম উৎসব। বীরভূম জেলায় ভাদুগানকে কেন্দ্র করে মাতোয়ারা জেলাবাসী। রামপুরহাট, নলহাটি, মুরারই, ময়ূরেশ্বরের গ্রামে দেখা গিয়েছে ভাদু গান। চিনপাই এবং কোলোচা গ্রামে দেখা গিয়েছে ভাদু গান। সঙ্গে ছিল উৎসুক কচি থেকে বুড়োদের ভিড়।

জন্মাষ্টমী

হীরালাল চন্দ্র : গত ৫ সেপ্টেম্বর (১৫) সন্ধ্যায় ৪০/১এ মহেন্দ্র গোস্বামী লেনে (মধ্য কলকাতা) ঠাকুর ''শ্রীরামকৃষ্ণ'' স্মৃতি বিজড়িত দুইশত বছরের প্রাচীন গৃহদেবতা ''রাধাকৃষ্ণ মন্দির'' প্রাঙ্গণে ভক্তিমাতা ছবি গোস্বামীর পৌরোহিত্যে ও কর্মসচিব শম্পা মুখোপাধ্যায়ের সুষ্ঠু পরিচালনায় ভগবান শ্রীশ্রী 'কৃষ্ণের'' জন্মদিন উপলক্ষ্যে ''জন্মাষ্টমী মহোৎসব'' মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডকটর ভূপেন্দ্রনাথ শীল, বিশ্বনাথ সুর, তপন গোস্বামী, জলি মিত্র, সঞ্চিতা সেন, সমীর দাস, সোমনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। শেষে অসংখ্য ভক্তদের প্রসাদ খাওয়ানো হয়।

স্মরণসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৭ আগস্ট (১৫) সন্ধ্যায় সাউথ সিঁথি রোডের ''নবজাতক আরোগ্য ভবনে'' প্রাক্তন পৌরপিতা বিশিষ্ট সমাজসেবী, কর্মযোগী ও বালিকা বিদ্যালয়, হাসপাতাল, গ্রন্থাগার ও কলাভবনের (বিশ্বনাথ পার্ক) প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ প্রয়াত ''দীপেন ঘোষের'' মহতী ''স্মরণসভা'' ভাগবন্তীর পরিবেশে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দিনে হাসপাতালে স্বল্প মূল্যে ''ফিজিওথেরাপি'' পরিষেবা কেন্দ্রটির শুভ উদ্বোধন হল। কয়েকজন বিশিষ্ট বক্তা শ্রদ্ধা সহকারে প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে তাঁর কর্মমুখর জীবনী স্মৃতিচারণ করেন। অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সুজাতা বসু (চ্যাটার্জী)। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শিক্ষিকা সুমনা ধাড়া। সঞ্চালক ছিলেন স্বপন ভট্টাচার্য্য। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাগণের উদ্যোগে সভাটি পরিচালিত হয়।

জীবন দর্শন

কৃষ্ণ ভজনাই পারে 'কাল'–এর ছোবল থেকে বাঁচাতে

সুবোধ চৌধুরী

আদি শংকরাচার্য সমগ্র জীবন দর্শনের উপর সুর ছন্দ ও তালের সমন্বয়ে এক অপূর্ব অতি সুন্দর সঙ্গীত আমাদের উপহার দিয়ে গিয়েছেন। আজ তার সেই জীবন দর্শনের সঙ্গীত লুপ্তপ্রায়। যদিও তিনি অদ্বৈত্যবাদ, ভগবানের নির্বিশেষবাদ প্রবর্তন করেছিলেন। তার নির্বাণষটকম স্তোত্রে প্রকাশ পায় যেখানে তিনি বলেছেন, চিদানন্দরূপ শিবোহহং শিবোহহং।।

অর্থাৎ আমিই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ শিব। আমিই শিব। অর্থাৎ মানুষ ও ভগবান এক এই তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। তখন একদিন স্বয়ং শিবজি শঙ্করাচার্যের কাছে এসে বললেন তুমি যদি শিব হবে তাহলে পার্বতীকে বিয়ে করো। তখন থেকে শঙ্করাচার্য আর শিব কেবলোহম্ বলতেন না – পরবর্তীকালে তিনি ভক্ত হয়ে গেলেন। ভগবান এক ও অদ্বিতীয়। আমরা তার ভক্ত, মানুষ সে যত বড়ো মহৎ বা সাধক হোন না কেন তিনি কখনও ভগবান হবেন না – তাই সমস্ত দেব, দেবী, মহাপুরুষ কেবল তার দাস, ভৃত্য, ভক্ত।

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।

ভক্তের কাজ ভগবানকে ভক্তি করা সেবা করা। তাই শঙ্করাচার্য বললেন :

ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং।

মূঢ় মতে।।

হে অজ্ঞ, মূঢ় মানুষ গোবিন্দের ভজনা কর, নিজে ভগবান হয়ো না।

শঙ্করাচার্য তার স্তোত্রে বললেন।

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত – বাল্যকালে আমরা সবাই খেলাধুলায় মত্ত থাকি। খেলাধুলায় আসক্ত থাকি। ভগবৎ চিন্তার কথা মাথায় রাখি না।

তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্ত – বাল্যকাল থেকে আমরা যৌবনে পা দিলেই যুবতী রমণীর প্রতি আসক্ত হই। সবাইয়ের কথা যৌবনকে ভোগ করো। আজকাল কাগজপত্র খুললেই কিভাবে সেই যৌবনকে আরও আরও ভোগ করা যায় তারই বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। চারিপাশে ভোগের উপকরণ আর আরও ভোগের উপর বিজ্ঞাপন। এই সময় কেউ ভগবৎ ভক্তি, ভগবৎ অনুশীলনের কথা চিন্তা করে না।

বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্ন – যৌবনের পর যখন বৃদ্ধ অবস্থায় পৌঁছিলাম তখন শরীরের নানা রোগে জর্জরিত স্ত্রীপুত্র কন্যাদের চিন্তায় শরীর মন আরও ক্ষীণ হয়ে যায়। ভগবৎ চিন্তার সময় কোথায়। পরমে ব্রহ্মণী কোহপি ন লগ্ন। এই ভাবে জড়জগতে মায়ার প্রভাবে মানুষ কোনও অবস্থায় ভগবানের চিন্তার অবকাশ পায় না। যতটুকু ভগবানের আশ্রয় বা ভক্তি করে সেটুকু টাকা পয়সা পাবার জন্য, ছেলেমেয়েদের ভালো পড়াশোনা। চাকরি পাবার আশায় ভগবৎ পূজন করে। জড় আসক্তির আশায় ভগবৎ সেবা হয়। জড় আসক্তির আশায় ভগবৎ সেবা, দুঃখের কারণ। আর তাই হচ্ছেও। কোটি কোটি টাকার মালিকও জেল খাটছে। মানুষ লেখাপড়া শিখে জ্ঞান অর্জন করে নিজেই নিজের স্রষ্টাকে অস্বীকার করছে। ভুলে যাচ্ছে। এটা চরমতম দুর্ভাগ্য।

এই প্রসঙ্গে একটা গল্প বলা যায় :

আমরা সবাই জানি, ইঁদুর গর্তে বাস করে। সে যখন গর্ত থেকে বার হয় তখন তার বেড়ালের ভয় হয়। কখন বেড়াল তাড়া করে। তার গর্তের পাশে এক তপস্বীর আশ্রম ছিল। ইঁদুরটি সেই যোগীর কাছে প্রার্থনা করে বলল, আমাকে সকল সময়ে বেড়ালের ভয়ে থাকতে হয়। তাই আমাকে বেড়াল করে দিন। তপস্বী তৎক্ষণাৎ সেই ইঁদুরটিকে বেড়ালে পরিণত করে দিলেন। তাতেও সুখ নেই। বেড়াল হওয়ার পর প্রতি মুহূর্তে কুকুরের ভয়ে ভীত হয়ে থাকতে হয়, কুকুর তাড়া করে। তাই বেড়ালটি সেই যোগীর কাছে কুকুর হবার বায়না ধরে। যোগীও তৎক্ষণাৎ সেই বেড়ালটিকে কুকুর করে দেন। কুকুর হয়েও শান্তি নেই, শৃগাল কুকুরকে তাড়া দেয়। কুকুরকে সবসময় শৃগালের ভয়ে থাকতে হয়। তাই কুকুরটি সেই যোগীর কাছে তার দুঃখের কথা বললে সেই যোগী কুকুরটিকে শৃগালে পরিণত করে দেন। কিন্তু শৃগাল হয়েও শান্তি নেই। বনের বাঘের ভয়ে সে জঙ্গলে স্বাধীনভাবে ঘুরতে পারছে না। সবসময় বাঘের ভয়ে তাকে থাকতে হয়। তাই সে আবার যোগীর কাছে প্রার্থনা করলো আমাকে বাঘ করে দিন। তাহলে আমাকে আর কারোর ভয়ে থাকতে হবে না। যোগী সেই শৃগালটিকে তৎক্ষণাৎ বাঘে পরিণত করে দিলেন। বাঘ হয়েই সে প্রথম তার স্রষ্টা সেই তপস্বীকে শিকার করতে চাইলো। যোগীকে বলল, প্রথমে তোমাকেই আমি খাবো। তখন সেই যোগী সেই বাঘটিকে তৎক্ষণাৎ মূষিকে পরিণত করে দিলেন। তাই বলা হয় পুনঃ মূষিক ভবঃ। আবার ইঁদুর হও।

আমাদের সমাজে জ্ঞানী গুণি শিক্ষাবিদ বিজ্ঞানী এরা শিক্ষা অর্জন করে এক একজন বাঘ হয়েছেন। জ্ঞানী হয়ে তারা ভুলে যান তাদের জ্ঞানের উৎস ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাই তারা স্রষ্টাকে অস্বীকার করেন, স্রষ্টাকে বিনাশ করতে চান।

স্রষ্টা সময় মতো আমাদের ইঁদুরে পরিণত করবে তাতে সন্দেহ নেই। পারমানবিক অস্ত্র, বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ এমন এক পর্যায়ে সভ্যতাকে নিয়ে যাবে যেদিন মানুষ মাটির নিচে বাস করবে ইঁদুরের মতো। তাই আমরা স্রষ্টা ভগবানকে ভুলে গেলে আমাদের দুর্গতির অন্ত থাকবে না।

'কাল' আমাদের আয়ুকে প্রতিনিয়ত হরণ করছে। এই 'কাল' আমাদের জীবনে রোগ–শোক–জরা–ব্যাধি অবশেষে মৃত্যুরূপে বীভৎসভাবে আমাদের কাছে আসবে। অভক্তের কাছে 'কাল' আসে বেড়ালের কাছে ইঁদুর ছানার মতো। আর ভক্তের কাছে 'কাল' আসে বেড়ালের মুখে বেড়াল ছানার মতো।

শঙ্করাচার্য তার একটি স্তোত্রে বলছেন,

আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং – প্রতিক্ষণে, প্রতিদিনে আমাদের ক্ষয় হচ্ছে।

যাতি ক্ষয়ং যৌবনম – যৌবনও প্রতিদিন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বৃদ্ধত্বের পথে এগোচ্ছে।

প্রত্যয়ন্তি গতা পুনর্দিবস – যে দিনগুলি চলে যাচ্ছে সে দিনগুলি আর ফিরে আসবে না। লক্ষ কোটি স্বর্ণমুদ্রা বিনিময়ে এক সেকেন্ডও কেনা যাবে না।

কালো জগদ্ভক্ষক – কাল আমাদের জীবনকে প্রতিক্ষণে অল্প অল্প করে ভক্ষণ করছে। আমরা বুঝতে পারছি না। একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে।

এ হলো ঘড়ির তিনটি কাঁটার মতো। সেকেন্ডের কাঁটা নড়ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। মিনিটের কাঁটা নড়ছে অল্প টের পাচ্ছি কিন্তু ঘন্টা কাঁটা নড়ছে আমরা দেখতে পাই না, শুধু বুঝতে পারি – দিন শেষে রাত্রি এলো।

এইভাবে কাল নীরবে আমাদের আয়ুকে হরণ করছে। আমরা বুঝতে পারছি না। তাই শঙ্করাচার্য বলছেন–

দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ শিশির বসন্তৌ পুনরায়তঃ

কালক্রিড়তি গচ্ছত্যায়ু স্তদপি ন মুঞ্চতাশাবায়ু

ভজ গোবিন্দম্ ভজ গোবিন্দম্ ভজ গোবিন্দম্ মূঢ় মতে।।

দিন শেষে রাত্রি আসে, সকাল শেষে সন্ধ্যা আসে, শীত শেষে গ্রীষ্ম আসে। এভাবে আমাদের জীবনকে কাল ভক্ষণ করছে। কাল প্রতিনিয়ত আমাদের দুঃখ কষ্ট দিচ্ছে – গোবিন্দের ভজনা না করার জন্য – হে অজ্ঞ জীব প্রতি নিয়ত গোবিন্দের ভজনা কর – গোবিন্দ ভজনের সময় নেই বলো না।

আয়ুকে কাল সাপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কাল সাপের মুখে পতিত হতে হয়। একটু একটু করে কাল আমাদের আয়ু হরণ করছে। যার বয়স দশ বছর মনে করা যেতে পারে কাল তার আয়ুকে ১০ শতাংশ ভক্ষণ করে ফেলেছে। যার বয়স ৭০ বছর ভাবা যেতেই পারে তার আয়ু ৭০ শতাংশ কাল হরণ করে নিয়েছে।

আপনি যদি নিশর্তে, বিশুদ্ধচিত্তে ভগবৎ ভজন, পূজন ও আরাধনা করেন তবে কাল আপনার আয়ুকে ক্ষণেকের জন্যও হরণ করতে পারবে না। হরেকৃষ্ণ মহা মন্ত্রের এমনই ক্ষমতা যে আপনি যতক্ষণ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করবেন কাল দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকে আপার আয়ু হরণ করে না। মায়া আপনাকে স্পর্শ করে না। ভগবান বলছেন যারা আমার শরণাপন্ন মায়া তাদের গ্রাস করে না। তাই কাল সাপের হাত থেকে রেহাই পেতে গেলে শাস্ত্রীয় মতে জীবন গড়ে তুলতে হবে, অশাস্ত্রীয় মতে জীবন গড়ে তুললে দুঃখ, কষ্ট, জরা ব্যাধি, রোগ শোক অবশেষে কষ্টকর মৃত্যু আপনার জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলবে। তাই শাস্ত্রীয়ভাবে জীবন গড়ে তুলুন ও সুখে থাকুন।

কাল আমাদের আয়ু কখন শেষ করবে জানি না। তাই বাল্যকাল থেকে পিতা মাতার উচিত তাদের সন্তানকে ভগবৎ ভাবনা, চেতনা ভগবৎ ভক্তি অনুশীলনের শিক্ষা দেওয়া, তাহলে আমাদের সন্তান সুসন্তান হবে। ভগবৎ শিক্ষা পিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি শেখায়– তাই ছোটবেলা থেকে আমাদের কৃষ্ণানুশীলন শেখা উচিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন কালের নিয়ন্ত্রণ কর্তা। তাকেই ভজনা করলে কাল আপনার কোন ক্ষতি করবে না। আর কলিযুগে ভজনের সহজ পন্থা হলো – হরেকৃষ্ণ নাম সংকীর্তন – যেটা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্ত হয়ে সকল জীবকে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন – কলৌ তদ হরি কীর্ত্তনাৎ।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

অতি সহজ ও শ্রেষ্ঠ পন্থা গোবিন্দ ভজনের এক ও অদ্বিতীয় পন্থা হলো হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ – এই জপ করুন ও কালসাপকে দূরে রাখুন ও সুখী জীবন যাপন করুন।

ডালমিয়া–ইডেন–সৌরভ এবং বাঙালি সমার্থক হয়ে উঠেছিল

কমল নস্কর

ক্রিকেট এবং ডালমিয়া হয়ে উঠেছিল সমার্থক শব্দ। আবার একটা সময় সৌরভ ও ডালমিয়া এই দুজনেও হয়ে উঠেছিলেন একই ভরকেন্দ্র, বিশ্ব ক্রিকেটের দুই নক্ষত্র। ফুটবলের অক্ষরেখার বাইরে গিয়ে বাঙালি যে ক্রিকেটেও শাসন করতে পারে সেই ধারণাটাই প্রকট করে তুলেছিলেন জগমোহন ডালমিয়া–সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় প্রস্তুত করেন ডালমিয়া। ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে যতই উত্তেজনা থাক বা যুদ্ধ হোক না কেন, ক্রিকেটের সূত্রে এই দুদেশ হয়ে উঠেছিল অভিন্নহৃদয়।ক্রিকেট বিশ্বে প্রায় সীমানার বাইরে থাকা বাংলাদেশকে টেস্ট খেলার কৌলিন্য প্রদান করে ওপার বাঙলার মন ছুঁয়ে গিয়েছিলেন তিনি। এছাড়া ভারত–পাক–শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশকে আয়োজক করে সর্বপ্রথম এশিয়ার মাটিতে সংগঠিত করেন বিশ্বকাপ। ছিটকে দিয়েছিলেন ডালমিয়াকে। আর জগমোহনের অভিভাবকত্ব হারিয়ে ক্রিকেট বিশ্বও কেমন যেন দিশাহারা হয়ে উঠেছিল। পরে বাঙলার ক্ষমতাশালী ক্রিকেট বোর্ড থেকেও ডালমিয়াকে সরানোর একটা ব্লুপ্রিন্ট রচিত হয়েছিল পূর্বতন বাম সরকারের ব্যবস্থাপনায়। তখনকার মুখ্যমন্ত্রী নিজে চেয়েছিলেন ডালমিয়া যাতে এই নির্বাচনে হার মানে তাঁর প্রার্থী সেইসময়কার পুলিশ কমিশনার প্রাক পুজোর উপহার হিসেবেও গণ্য হতে পারে অনায়াসে। সৌরভের প্রতিষ্ঠালাভ যেমন ডালমিয়ার আমলে তেমনই ইডেনে বিশ্বকাপ ফাইনাল সহ একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়া সব তাঁরই অঙ্গুলিহেলনেই হয়েছিল। বস্তুত ডালমিয়া–সৌরভ জুটির মডেলেই পরবর্তীকালে গড়ে উঠেছিল শ্রীনি–ধোনি জুটি, যারা ডালমিয়া এবং সৌরভ পরবর্তী একটা বড় সময় ভারতীয় ক্রিকেটের

১) আজহার পরবর্তী গড়াপেটাদীর্ণ ভারতীয় ক্রিকেটকে ফের সমহিমায় প্রতিষ্ঠা

২) সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে ভারত অধিনায়ক করা

৩) দক্ষিণ আফ্রিকার ওপর থেকে নির্বাসন তুলে প্রোটিয়াদের মূলস্রোতে ফেরানো

৪) বাংলাদেশকে টেস্ট খেলার অধিকার প্রদান

৫) বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা আইসিসিতে প্রথম ভারতীয় হিসেবে নেতৃত্ব দেওয়া

৬) বিশ্বকাপ ফাইনাল, টি–২০ ফাইনালসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ইডেনে আনা

জুটি। তার আগে পঙ্কজ রায়, অম্বর রায়, রাজু মুখার্জি বা গোপাল বসুরা উঠে এলেও ডালমিয়ার ছত্রছায়ায় যে মহারাজ সৌরভ ভারতীয় ক্রিকেটের হাল ধরেন তা বাঙলার ক্রিকেটের যাবতীয় গ্লানি মিটিয়ে দেয়। দেশের ক্রিকেট জগতের সবার প্রিয় জগুদার আমলে বাঙলা যেমন ক্রিকেটের চালক হয়ে উঠেছিল তেমনই ক্রিকেট বিশ্বে একচেটিয়া সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল ভারতের। আইসিসি'র প্রধান চালিকা শক্তি হয়ে ওঠেন ডালমিয়া।

শ্বেতাঙ্গদের দাপটে একসময় ক্রিকেট কার্যত ইংল্যান্ড–অস্ট্রেলিয়ার কর্তাদের দ্বারা প্রভাবিত হত। ইংরেজ এবং অসিদের সেই ঐতিহ্য ভেঙে গুড়িয়ে এক নতুন ক্রিকেট মঞ্চ বর্ণবৈষম্যের জন্য দীর্ঘদিন দূরে সরে থাকা ব্রাত্য দেশ দক্ষিণ আফ্রিকাকে ক্রিকেটের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনেনও বাঙালির প্রিয় জগুদা। সেবার ইডেনে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচের মধ্যে দিয়ে আফ্রিকান সিংহরা ফিরে আসেন ক্রিকেটের মূলস্রোতে। বেশ মনে পড়ে তৎকালীন দক্ষিণ আফ্রিকান দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ক্লাইভ রাইস।

একটানা ভারতীয় বোর্ড তথা বিশ্ব ক্রিকেটের নেতৃত্ব দিতে থাকা ডালমিয়া রাজের অবসান ঘটেছিল কয়েক বছরের জন্য। দুঁদে রাজনীতিবিদ শরদ পাওয়ার, ডালমিয়ার একসময়ের পরম মিত্র বিন্দ্রারা নয়া গোষ্ঠী বা চালিকাশক্তি গড়ে তুলে কিছুদিনের জন্য প্রসূন মুখোপাধ্যায়ের কাছে। কিন্তু বিধি বাম হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি বল গড়ায় কোর্ট পর্যন্ত। ঘরের মাঠের বেতাজ বাদশা অবশ্য তাঁর ক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম হন শেষপর্যন্ত। পরবর্তীকালে এই তো মাত্র কিছুদিন আগে যখন শ্রীনিবাসনের গদি নড়ে ওঠে তখন আবারও ডালমিয়াকে সর্বসম্মতভাবে ভারতীয় বোর্ডের মাথায় চাইতে থাকেন ক্রিকেট কর্তারা। যার ফলস্বরূপ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বোর্ড প্রেসিডেন্ট হিসেবেই উইকেট পড়ল জগুদার।

ডালমিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে যথারীতি বাঙলার ক্রিকেটীয় মর্যাদা ফিরতে শুরু করে। টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালটা এখানে এনে ডালমিয়া কার্যত বাঙলাকে তাঁর শেষ উপহার দিয়ে গেলেন। যা রশি ধরেছিল। যদিও পূর্বসূরীকে কোনওভাবেই ছাপিয়ে যেতে পারেননি এরা। শ্রীনিবাসন এবং ধোনির বিরুদ্ধে যথাক্রমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্রিকেট দুর্নীতির অভিযোগ উঠলেও ডালমিয়া বা সৌরভ ছিলেন এর থেকে শতগুণ দূরে। বিশেষ করে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক আজহারউদ্দিনের আমলে যে গড়াপেটার বিষবাষ্প ছেয়ে গিয়েছিল তা থেকে ভারতীয় ক্রিকেটকে স্বমহিমায় ফিরিয়ে আনার যৌথ কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে সৌরভ এবং ডালমিয়ার। তাই শেষোক্তজনকে রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদর্শনের সময় নিজেকে কিছুতেই সামাল দিতে পারছিলেন না ভারতীয় ক্রিকেটের নবজাগরণের অন্যতম কাণ্ডারী সৌরভ।

জগুদার উত্তরসূরী মহারাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডালমিয়ার উত্তরসূরী হিসেবে বিসিসিআইতে কে আসবেন তা নিয়ে চলছে বিস্তর আলোচনা। শ্রীনিবাসনকে ঠেকানোর জন্য শরদ পাওয়ার গোষ্ঠী মরিয়া হয়ে রাজীব শুক্লকে সে পদে আনার কথাও ভাবছেন বলা শোনা যাচ্ছে। এমতাবস্থায় বিসিসিআইয়ের আগেই নিজেদের নয়া প্রেসিডেন্ট বেছে নিতে পেরেছে সিএবি। সৌজন্যে অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি নবান্নে যেভাবে সৌরভের নাম পরবর্তী সিএবি সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করে দিয়েছেন তাতে করে আপাতভাবে এই সংক্রান্ত জল্পনা মিটে গেল। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলে ডালমিয়ার ফেলে আসা চেয়ারে এবার থেকে হয়তো বসবেন বাংলার মহারাজ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। যেভাবে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক এই পদে আসতে চলেছেন তাকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি সমালোচনাও শুরু হয়েছে বিস্তর। এই পদে সৌরভের যোগ্যতা নিয়ে কেউই প্রশ্ন তুলছেন না। কিন্তু রাজনীতির বিরোধী পক্ষ থেকে নানা মহলের এক বড় অংশ এই কথাটাই তুলে ধরছেন যে সিএবি–র মতো স্বশাসিত সংস্থার সভাপতির নাম কিভাবে একজন মুখ্যমন্ত্রী এভাবে ঘোষণা করেন। যদিও এর পালটা অভিমতও পাওয়া যাচ্ছে। সেটা হল বিশ্বরূপ দে বা সুবীর গঙ্গোপাধ্যায়দের অনৈক্যের সুযোগে এইভাবে মুখ্যমন্ত্রী সৌরভের নাম প্রকাশ্যে জানিয়ে দিলেন। এতে একদিকে যেমন সৌরভের মতো নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন একজন সভাপতিও পাওয়া গেল তেমনই প্রেসিডেন্ট পদ নিয়ে কোনও বিতর্ক ডানা বাধলো না। অর্থাৎ এক ঢিলে দুই পাখি মারা আর কি।

সৌরভ যে সিএবির মতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার মহিমা আরও বাড়াতে পারবেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তাও মুখ্যমন্ত্রীর এইভাবে সিএবি সভাপতি ঘোষণার ব্যাপার নিয়ে শুরু হয়েছে জোরদার নিন্দার ঝড়। সমালোচক তথা বিরোধী রাজনেতিক দলগুলির মূল অভিযোগ যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একদা সিএবিতে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর হস্তক্ষেপ (সেসময়ের পুলিশ কমিশনার প্রসূন মুখোপাধ্যায়কে ডালমিয়ার বিরুদ্ধে জেতাতে চেয়েছিলেন বুদ্ধদেববাবু) নিয়ে সরব হয়েছিলেন তাঁর এই বিপরীতধর্মী আচরণ কেন? খোদ ডালমিয়া কখনই চাইতেন না রাজনীতির অঙ্গুলিহেলনে ক্রিকেট বৃত্ত পরিচালিত হোক। সৌরভের স্থলাভিষিক্ত হওয়া তাই সিএবির জন্য যতটা ভালো খবর ততটাই খারাপ হল এইভাবে মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া। আপাতত সৌরভের ব্যাপারে ঢোক গিলতে বাধ্য হলেও পরে বিশ্বরূপ দে বা সুবীর গঙ্গোপাধ্যায়রা যে ফোঁস করবেন না তারও কোনও ভরসা নেই। সৌরভের সঙ্গে ডালমিয়াপুত্র অভিষেকেরও জোর পরীক্ষা হতে চলেছে আগামী ভবিষ্যত।

আইএসএল–এর ঢাক বেজে উঠেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইএসএল–এর ঢাক বেজে উঠেছে বোধনের আগেই। মানে কলকাতায় দুর্গাপুজো নিয়ে উত্তেজনা চরমে ওঠার আগেই একঝাঁক বিদেশি ফুটবলারের দাপটে ফের কম্পমান হতে চলেছে ভারতীয় ফুটবল। আগামী দিন থেকে তাই প্রতিটি পর্বেই আইএসএল–এর কথা আলাদাভাবে তুলে ধরতেই হবে। অ্যাটলেটিকো কলকাতা যেহেতু গতবারের চ্যাম্পিয়ন তাই কলকাতার গুরুদায়িত্ব অনেকটাই বেশি। বিশেষ করে কলকাতার অন্যতম মালিক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আবার রাজ্যের প্রধান ক্রিকেট কর্তাও বটে। তবে মহারাজের আইএসএল ফোকাস যে নিভে যাচ্ছে আদৌ তা নয়। বরং হাবাসের প্রশিক্ষণে দ্বিতীয়বারের জন্য কাপ জয়ের লক্ষ্যে ঝাঁপাবে সৌরভের দলবল। সদ্য স্পেন ফেরৎ অ্যাটলেটিকোর সামনে আবার পড়তে চলেছে ইতালি থেকে অনুশীলন সেরে ফেরা চেন্নাই। যে দলে বদলার একটা আবহ গড়ে তুলতে চাইছেন ইউথোপিয়ান ফিকরু। বলাবাহুল্য গতবার কোচ হাবাসের রোষে যার কলকাতা ড্রেসিংরুমে প্রবেশ একপ্রকার নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। যদিও ফিকরুর মাত্রাছাড়া খারাপ ব্যবহার এর মূল কারণ বলে টিমের একটা বড় অংশ দাবি করেছিল। তাও ফিকরু নিজের প্রতিশোধের আগুনে সেঁকে নিতে চাইছেন গোটা চেন্নাই ব্রিগেডকে। মাতারাজ্জিকে মেন্টর হিসেবে পেয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে তাই মরিয়া এই ইউথোপিয়ান।

বিবেক কাপের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার ২ গোল করে দমদম সংশোধনাগারকে পরাজিত করলো। গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ইস্টবেঙ্গল মাঠে খেলা অনুষ্ঠিত হয়। যারা যারা খেলছিল তারা কেউ কেউ অস্ত্র পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়ে কেউ আবার মার্ডার কেসে ফাঁসির আসামি। কিন্তু তাদের এই পায়ের ট্রিবিল দেখার মতো। সংশোধনাগারের বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়েও সময় বার করে দিন রাত ফুটবল নিয়ে দাপিয়ে বেড়ায় এইসব সংশোধনাগারের সদস্যরা। এর মধ্যে দিয়েই হয়তো তারা নতুন জীবনের খোঁজ পাবে।

'জেলার' তীরন্দাজিতে সফলতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতি বছরের মতো জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে আয়োজিত রাজ্যস্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সাফল্য বীরভূমে। অনুর্দ্ধ ১৭ তীরন্দাজিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কুবুম্বা মুকুন্দলাল হাইস্কুলের ছাত্র সুকান্ত মেটে। রানার্স হয়েছে সিয়ান ইউসুফ হাইস্কুলের শুভদীপ হাজরা। সল্টলেকের বিধান শিশু উদ্যানে হেরিটেজ স্পোর্টস গেমস অ্যান্ড কালচারাল ফোরামের পরিচালনা এবং রাজ্য তীরন্দাজি সংস্থা ও অল বেঙ্গল মডার্ন খো খো অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুর্দ্ধ ১৪ তীরন্দাজিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে যাদবপুর হাইস্কুলের স্বকৃতি সূত্রধর। অনুর্দ্ধ ১৪ বিভাগে তৃতীয় হয়েছে বিশ্বভারতী শিক্ষাসত্রের শ্রীজা দত্ত। উল্লেখ্য, প্রাচীন যুগ থেকে ভারতবর্ষে তীরধনুকের কদর রয়েছে। বিশেষ করে রামায়ন, মহাভারতের মতো মহাকাব্যে বর্ণিত চরিত্রগুলির চিত্রায়ণ তীর ধনুক ছাড়া একেবারে অসম্ভব।

আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন

'অ্যাপস রিপোর্টার'

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে

আমাদের নম্বর ৯০৩৮৬৪০০৩০

মনের খেয়াল

পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে

অলোকেশ মিত্র

'পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে' বলতে বলতে ঘরে ঢোকে ওদের সকলেরই প্রিয় রামুকাকা। ওদের বলতে চার থেকে নয়ের সবিতা, টমাস, কালুয়া হেমব্রম, মকবুল ও গোপাল।

অনেক দিন পর রামুমাকাকে দেখে সবাই হৈ হৈ করে নানান অভিযোগ করে। কেউ বলে তোমার সঙ্গে কথা বলব না কেউ বলে তুমি তো আমাদেরকে ভুলেই গিয়েছ। সেই কবে আমাদের কাছ থেকে চলে গিয়েছিলেন আর আজ এতদিন পর এই বলে আঙুল গুনতে শুরু করে।

তুমি পুরো চার মাস কাটিয়ে এলে এই বলে সবিতা রামুকাকার কোলঘেঁষে বসে।

গোপাল ও মকবুল বলে — রামুকাকা তুমি যে বলেছিলে 'পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে'–তা...

ওদের থামিয়ে রামুকাকা বলে পিপীলিকা মানে হল... এবার রামুকাকাকে থামিয়ে ওরা দুজনেই বলে পিপীলিকা মানে পিঁপড়ে।

রামুকাকা বলে খুব ভাল বলেছ।

সবিতা ফোঁস করে উঠে বলে এতে ভাল বলার কী আছে? সবাই জানি পিপীলিকা মানে পিঁপড়ে।

আবহাওয়া খারাপ বুঝে রামুকাকা ঠিক আছে বলে কোনও রকমে সবিতাকে সামাল দেয়।

এবার সকলে হেসে বলে পিঁপড়ে কি পাখি যে ওদের পাখা গজাবে?

রামু কাকা বলে — পিঁপড়েরও পাখা থাকে তবে সবার থাকে না। শুধুমাত্র রানী আর পুরুষ পিঁপড়ের পাখা থাকে।

সকলেই বলে আমরা যে এখানে ওখানে এত এত পিঁপড়ে ঘুরতে দেখি তাদের কারও তো পাখা দেখতে পাই না?

রামুকাকা বলে সে এক মজার ব্যাপার। রানী পিঁপড়ে আর আর সমস্ত পুরুষ পিঁপড়ে খুবই পর্দানশীন। ওরা সব সময় বাসার ভিতরেই থাকে, সেখানেই খায় আর সেখানেই ঘুরে বেড়ায়। তাই আমরা ওদের খুব একটা দেখতে পাই না।

–ওরা যদি কোনও কাজ না করে আর বাসার বাইরে নাই আসে তাহলে ওদের ঘর বাড়ি কে তৈরি করে? খাবারই বা সংগ্রহ করে কী করে? তা ছাড়া আমরা বাড়িতে যে সব পিঁপড়েকে সারি দিয়ে ঘুরতে দেখি তারাস বা কী ধরনের পিঁপড়ে?

রামুকাকা বলে — এ সব পিঁপড়েই হল শ্রমিক পিঁপড়ে।

সবিতা বলে — বুঝেছি ওরা সবাই আমাদের পাঁচুদার মত। পাঁচুদা যেমন বাজার করে, ঘর দুয়ার পরিষ্কার করে, রেশন ধরে তেমনই।

তুমি একদম ঠিক বলেছ এরা সকলেই কর্মী পিঁপড়ে। এরাই বাসা তৈরি করে, দূর থেকে খাবার সংগ্রহ করে আনে আবার বাইরের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধও করে।

এ কথা শুনে সবাই বলে, রামুকাকা তুমিই তো বললে এই সব পিঁপড়ের পাখা নেই তাহলে ওরা দূর থেকে খাবার নিয়ে আসে কী করে?

রামুকাকা বলে — আমরা তো দু'পায়ের উপর ভর করেই দূর দূরান্তে যেতে পারি তাহলে ওরাই বা পারবে না কেন? ওদের ক'টা পা আছে জান?

আবারও সবিতা বলে — ঠামা তো প্রায়ই বলে 'শীতের সঞ্চয় চাই খাদ্য খুঁজিতেছি তাই, ছয় পা'য় পিলপিল চলি।'

রামুকাকা হেসে বলে সবিতা তুমি খুব সুন্দর বলেছ? তারপরই বলে– আমরা যে সমস্ত পিঁপড়ে দেখি তার মধ্যে ক্ষুদি পিঁপড়ে, কাঠ পিঁপড়ে, ডেঁয়ো পিঁপড়ে, বিষ পিঁপড়ে ও সুড়সুড়ে পিঁপড়েই প্রধান। এরা সকলেই মাটির নিচে গর্ত খুঁড়ে বাসা তৈরি করে। তাছাড়া লাল বড় বড় নাল্‌সো বলে এক ধরনের খুবই হিংস্র পিঁপড়ে আছে যাকে গাছে বাসা বাঁধে- এই বলে রামুকাকা বলে আজ এই পর্যন্তই।

তোমরাও এমন ছোট ছোট গল্প ও কবিতা পাঠাও। ভালো হলে ছাপা হবে তোমাদের এই মনের খেয়াল বিভাগে। নাম জানাতে ভুলো না কিন্তু।

সৌরজেশ দাশ, নিউ হরিজন হাই স্কুল,

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই-মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com